বিশুদ্ধ পারদ ১ ভাগ, জারিত গন্ধক ৬ ভাগ, কাচকূপীতে ভরিয়া বালুকাযন্ত্রে ভস্ম করিবে। পরে তাহার সহিত স্বর্ণ, লৌহ এবং অভ্র পারদ তুল্য যোগ করিবে এবং পারদ তুল্য গন্ধক মিশ্রিত করিয়া ওলের রসে মর্দ্দন করিবে। এবং দন্তী, মুণ্ডিরী, গুড়কামাই, লাহা, আকন্দ এবং চিত্রকরসে প্রত্যেকে সাতবার মর্দ্দন করিয়া পরিশেষে ধান্যরাশিতে রাখিবে। তিন দিন পরে উদ্ধৃত ও চূর্ণিত করিয়া প্রয়োগ করিবে। মাত্রা ১ মাষা পর্য্যন্ত। অনুপান মধু প্রশস্ত। ইহাদ্বারা উৎকট অর্শঃ, গ্রহণী, শূল, পাণ্ডু, অম্লপিত্ত এবং ক্ষয়রোগ আরোগ্য হয়। দুই বৎসর সেবনে সর্ব্বপ্রকার রোগ এবং জরা দূরীভূত হয়। পথ্য অম্ল তৈলাদি। স্ত্রীসেবাদি অপথ্য। যে ব্যক্তি এই ঔষধ সেবন করে তাহার শরীরপুষ্টি ও কান্তি এবং বীর্য্যবৃদ্ধি হয়॥ ৬৩॥

ষড়াননরসঃ—

বৈক্রান্তভাম্রাভ্রক গন্ধকানাং
রসস্য কান্তস্য সমানভাগঃ।
চূর্ণং ভবেত্তেন ষড়াননোঽয়ং
অর্শোবিনাশায় চ বল্লমাত্রম্॥৬৪॥

জারিত হীরক, তাম্র, অভ্র, গন্ধক, পারা এবং লৌহের সমভাগ লইয়া একত্র চূর্ণ করিবে। মাত্রা ৬রতি। ইহাতে অর্শঃরোগ নষ্ট হয়॥ ৬৪॥

অর্শঃকুঠারোরসঃ—

মৃতং তাম্রং মৃতং লৌহং প্রত্যেকঞ্চ পলত্রয়ম্।
ত্র্যূষণং লাঙ্গলীদন্তী চিত্রকং পিলুকং তথা॥
প্রত্যেকং দ্বিপলং যোজ্যং যবক্ষারঞ্চ টঙ্কণম্।
উভৌ পঞ্চপলৌ যোজ্যৌ সৈন্ধবং পলপঞ্চকম্॥
দ্বাত্রিংশৎপলগোমূত্রং স্নুহীক্ষীরঞ্চ তৎসমম্।
মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ সর্ব্বং স্থাল্যাং যাবৎ সুপিণ্ডিতম্।
মাষদ্বয়ং সদা খাদেৎ রসোহ্যর্শঃকুঠারকঃ॥৬৫॥

জারিত তাম্র এবং মৃতলৌহ প্রত্যেকে ৩ পল, ত্রিকটু, লাঙ্গলী, দন্তী, চিত্রক এবং পীলুফল চূর্ণ প্রত্যেকে ২ পল, যবক্ষার এবং সোহাগার খই প্রত্যেকে ৫ পল, সৈন্ধব ৫ পল, লইয়া ৩৪ পল গোমূত্র এবং গোমূত্র সমান সিজুর আটাতে মৃদু অগ্নিতে তাবৎকাল পাক করিবে, যাবৎ পিণ্ডিত না হয়। পথ্য ২ মাষা সর্ব্বদা সেবনীয়॥ ৬৫॥

ভল্লাতকলৌহঃ—

চিত্রকং ত্রিফলামুস্তং গ্রন্থিকং চবিকামৃতা।
হস্তিপিপ্পল্যপামার্গ দণ্ডোৎপলকুঠেরকাঃ॥
এষাং চতুঃপলান্ ভাগান্ জলদ্রোণে বিপাচয়েৎ।
ভল্লাতকসহস্রে দ্বে ছিত্ত্বা তত্রৈব দাপয়েৎ॥
তেন পাদাবশেষেণ লোহপাত্রে পচেদ্ভিষক্।
তুলার্দ্ধং তীক্ষ্ণলৌহস্য ঘৃতস্য কুড়বদ্বয়ম্॥
ত্র্যূষণং ত্রিফলাবহ্নি সৈন্ধবং বিড়মৌদ্ভিদম্।
সৌবর্চ্চলং বিড়ঙ্গানি পলিকাংশানি দাপয়েৎ॥
কুড়বং বৃদ্ধদারস্য তালমূল্যাস্তথৈবচ॥
শূরণস্য পলান্যষ্টৌ চূর্ণং কৃত্বা বিনিক্ষিপেৎ।
সিদ্ধশীতে প্রদাতব্যং মধুনঃ কুড়বদ্বয়ম্॥
প্রাতর্ভোজনকালে বা ততঃ খাদেদ্যথাবলম্।
অর্শাংসি গ্রহণীদোষং পাণ্ডুরোগমরোচকম্॥
কৃমিগুল্মাশ্মরীমেহান্ শূলঞ্চাস্য ব্যপোহতি।
করোতি শুক্রোপচয়ং বলীপলিতনাশনম্।
রসায়নমিদং শ্রেষ্ঠং সর্ব্বরোগহরং পরম্॥৬৬॥

চিতামূল, গেঁটেলা, ত্রিফলা, মুথা, চৈকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, গজপিপ্পলী, অপামার্গমূল, দণ্ডোৎপল, বাবুইতুলসী প্রত্যেকে ৪ পল, ভেলার মুচী দুই সহস্র, জল ৬৪ সের শেষ ১৬ সের। লৌহপাত্রে ২ সের

ঘৃত তপ্ত করিয়া তাহাতে লৌহচূর্ণ ৫০ পল উক্ত ক্বাথে পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে নামাইবে, এবং তাহাতে ত্রিকটু, ত্রিফলা, চিত্রক, সৈন্ধব, বিট্, উদ্ভিদ, সৌবর্চ্চল চূর্ণ প্রত্যেকে ১পল, বৃদ্ধদারকবীজচূর্ণ ৪ পল, তালমূলীচূর্ণ ৪ পল ওলচূর্ণ ৮ পল প্রক্ষেপ দিয়া নাড়িবে। শীতল হইলে মধু ৷৷০ সের মিশাইয়া যথাবল সেবন করাইবে। সেবনের কাল প্রাতঃকাল বা ভোজন সময়। ইহাতে অর্শো গ্রহণী প্রভৃতি অশেষবিধ রোগ আরোগ্য হয়। এবং বলীপলিত নষ্ট হয়। ৬৬।

নিত্যোদিত রসঃ।

মৃতসূতার্কলৌহাভ্রবিষং গন্ধং সমং সমম্।
সর্ব্বতুল্যাশ্চ ভল্লাতকফলমেকত্র চূর্ণয়েৎ॥
দ্রবৈঃ শূরণকন্দোত্থৈঃ খল্লে মর্দ্দ্যং দিনত্রয়ম্।
মাষমাত্রং নিহন্ত্যাজ্যৈঃ রসশ্চার্শাংসি নাশয়েৎ॥
রসোনিত্যোদিতো নাম গুদোদ্ভবকুলান্তকৃৎ।
হস্তে পাদে মুখে নাভৌ গুদে বৃষণয়োস্তথা॥
শোথো হৃৎপার্শ্বশূলঞ্চ যস্যাসাধ্যোঽর্শসোহিসঃ।
অসাধ্যস্যাপি কর্ত্তব্যা চিকিৎসা শঙ্করোদিতা॥৬৭॥

শুদ্ধ পারদ, তাম্র, লৌহ, অভ্র, বিষ এবং গন্ধক সমভাগ, এবং সর্ব্ব সমান ভেলা একত্র মাড়িয়া ওল ও মানের রসে দিনত্রয় ভাবনা দিবে। মাত্রা ১ মাষা। ঘৃতের সহিত সেবন করিলে অর্শঃ আরোগ্য হয়। যে অর্শস্ ব্যক্তির হস্ত পাদ মুখ নাভি মলদ্বার এবং কোষেও শোথ থাকে, এবং হৃদয় ও পার্শ্বে শূল থাকে সে অসাধ্য হয়। অসাধ্য হইলেও চিকিৎসা কর্ত্তব্য এই শিবোক্তি॥ ৬৭॥

চক্রবন্ধরসঃ।

দিনত্রয়ং গন্ধসমং রসেন্দ্রং
বিমর্দ্দয়েৎ শ্বেতবসুদ্রবেণ।
তাম্রস্য চক্রেণ নিবধ্য বহ্নি
হরীতকীভৃঙ্গরসৈর্বিমর্দ্দ্য॥
কটুত্রয়েণাস্য দদীত গুঞ্জা
দ্বয়ং মরুৎপায়ুরুহঃ প্রশান্ত্যৈ ॥৬৮॥

গন্ধক ও পারদ সমভাগে লইয়া শ্বেত পুনর্ণবা রসে তিন দিন মর্দ্দন করিবে। পরে তাম্রভস্ম সহ চিতা হরীতকী, ভীমরাজ ও ত্রিকটুর রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া ২ রতি পরিমাণ বাতার্শে প্রয়োগ করিবে॥ ৬৮॥

চন্দ্রপ্রভাগুড়িকা—

ক্রিমিরিপুদহনব্যোষত্রিফলামরদারুচব্যভূনিম্বম্।
মাগধিমূলং মুস্তং সশটীবচং মাক্ষিকঞ্চৈব॥
লবণক্ষারনিশাযুগকুস্তুম্বুরুগজকণাতিবিষাঃ।
কর্ষাংশিকান্যেব সমানি কুর্য্যাৎ
পলাষ্টকং চাশ্মজতোর্বিদধ্যাৎ॥
নিষ্পত্রশুদ্ধস্য পুরস্য ধীমান্
পলদ্বয়ং লোহরজস্তথৈব।
সিতাচতুষ্কং পলমত্র বাংশ্যা
নিকুম্ভকুম্ভত্রিসুগন্ধিযুক্তম্॥
চন্দ্রপ্রভেয়ং গুড়িকা প্রযোজ্যা
অর্শাংসি নির্ণাশয়তে যত্নেন।
ভগন্দরং পাণ্ডুককামলাশ্চ
নির্ণষ্টবহ্নেঃ কুরুতে চ দীপ্তিম্॥
হন্ত্যাময়ান্ পিত্তকফানিলোত্থান্
নাড়ীগতে মর্ম্মগতে ব্রণে চ।
গ্রন্থ্যর্ব্বুদে বিদ্রধিরাজযক্ষ্মণি
মেহে ভগাখ্যে প্রবলে চ যোজ্যা॥
শুক্রক্ষয়ে চাশ্মরিমূত্রকৃচ্ছ্রে
শুক্রপ্রবাহেঽপ্যুদরাময়ে চ।
তক্রস্য পূর্ব্বং শতভং প্রযোজ্যা
তক্রানুপানং মুখমস্তুপানং॥
আক্ষোরসো জাঙ্গলজোরসো বা
পয়োঽথবা শীতজলানুপানম্।
বলেন নাগস্তুরগো জবেন
দৃষ্ট্যা সুপর্ণঃ শ্রবণে বরাহঃ॥
শুক্রাদোষান্ নিহন্ত্যষ্টৌ
প্রমেহানপি বিংশতিম্।

বলীপলিতনির্ম্মুক্তো
বৃদ্ধোঽপি তরুণায়তে॥
ন পানভোজ্যে পরিহার্য্যমস্তি
ন শীতবাতাতপমৈথুনেষু।
শম্ভুং সমভ্যর্চ্য কৃতপ্রসাদে-
নাপ্তা হরীচন্দ্রমসা প্রসাদাৎ॥
অত্রমাক্ষিকং স্বর্ণমাক্ষিকম্
যুগশব্দস্য ত্রিধেব সঙ্খ্যঃ।
তেন সৈন্ধবসৌবর্চ্চলে যবক্ষার
সর্জ্জিকাক্ষারৌ হরিদ্রাদারুহরিদ্রে॥
কিঞ্চ দশমূলক্বাথে চতুর্গুণে উষ্ণে পত্রাদি রহিতনিরবকরগুগ্‌গুলুং প্রক্ষিপ্যালোড্য বস্ত্রপূতং বিধায় প্রচণ্ডাতপে বিশোষ্য পিণ্ডিতগুগ্‌গুলোঃ পলদ্বয়ম্। সিতাচতুষ্ক-মিতি পলচতুষ্কং। নিকুম্ভোদন্তী, কুম্ভক্ষি-বৃত্তা এতয়োঃ প্রত্যেকং পলমেকং। ছায়া-শুষ্কবটী কার্য্যা॥৬৮॥

বিড়ঙ্গ, চিতামূল, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দেবদারু, চইকাষ্ঠ, চিরেতা, পিপুলমূল, মুথা, শটী, বচ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব, সচল-লবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, ধনে, গজপিপুল, আতইচ প্র-ত্যেকে ২ তোলা, শিলাজতু, ৬৪ তোলা, শুদ্ধ গুগ্‌গুল ১৬ তোলা, লৌহ ১৬ তোলা চিনি ৩২ তোলা, বংশলোচন ৮ তোলা, দন্তীমূল, তেউড়ী, গুড়ত্বক, তেজপত্র; এলাইচ প্রত্যেকে ৮ তোলা লইবে।

গুগ্‌গুলুশুদ্ধিঃ।

চতুর্গুণ উষ্ণ দশমূল ক্বাথে পত্রাদিরহিত গুগ্‌গুল প্রক্ষিপ্ত করিয়া আলোড়নপূ-র্ব্বক, বস্ত্রপূত করিবে, এবং প্রখর রৌদ্রে শুষ্কীকৃত করিয়া সেই গুগ্‌গুল ১৬ তোলা ও শিলাজতু এবং অন্যান্য চূর্ণ একত্র মি-শ্রিত করিয়া বটিকা করিবে। বটী ছা-য়াতে শুষ্ক করিবে।

এই চন্দ্রপ্রভা গুড়িকায় যড়্বিধ অর্শঃ ভগন্দর পাণ্ডুরোগ ত্রৈদোষিক রোগ-মাত্র, নাড়ীব্রণ, মর্ম্মব্রণ, গ্রন্থি, অর্ব্বুদ, বি-দ্রধি, রাজযক্ষ্ম, মেহ, শুক্রক্ষয়, অশ্মরী, এবং মূত্রকৃচ্ছ্রাদি রোগ আরোগ্য হয় এবং ইহাতে অগ্নির দীপ্তি হয়।

ইহা ভোজনের পূর্ব্বে তক্র বা মধুর সহিত সেবন বিধি। ঔষধ সেবনের পর ছাগদুগ্ধ, জাঙ্গলমাংসযূষ, গব্যদুগ্ধ, কিম্বা শীতলজল পথ্য।

এই ঔষধ সেবনে, বলে নাগতুল্য, বেগে অশ্বতুল্য, দর্শনে তার্ক্ষ্য এবং শ্রবণে বরাহ তুল্য হওয়া যায়। ইহাতে পান-ভোজন শীত বাত আতপ এবং মৈথুন নিষিদ্ধ নহে। ভগবানচন্দ্র শম্ভুর আরা-ধনা করিয়া এই ঔষধ প্রাপ্ত হইয়াছি-লেন। অধিক কি বলিব, এই ঔষধ সে-বনে লোক বলী ও পলিত হীন হয়, এবং বৃদ্ধও যুবা হয়॥৬৯॥

ইত্যর্শোঽধিকারঃ।

অথ ভস্মকে—

ত্রিফলাম্বুস্তবিড়ঙ্গৈঃ কণয়া সিতয়া সমৈঃ।
স্যাৎ খরমঞ্জরীবীজৈঃ লেহো ভস্মকনাশনঃ॥৭০॥

ত্রিফলা, নাগরমুথা, বিড়ঙ্গ, পিপুল, চিনি, সমভাগ, সর্ব্ব সমান অপামার্গবীজ একত্র চূর্ণ করিয়া লেহন করিলে ভস্মক রোগ নষ্ট হয়॥৭০॥

অথাজীর্ণে—ক্রব্যাদরসঃ।

ত্রিপলং গন্ধকং শুদ্ধং দ্রাবয়িত্বা বিনিঃক্ষিপেৎ।
পারদং পলমানেন মৃতশুল্বায়সী পুনঃ॥
তেন মানেন সংমিশ্র্য পক্বাম্বুজদলে ক্ষিপেৎ।
ততো বিচূর্ণ্য যত্নেন নিক্ষিপ্যায়সপাত্রকে।
চুল্ল্যাং নিবেশ্য যত্নেন জ্বালয়েন্মৃদুনানলম্।

প্রত্যক্ষমাত্রং রসং সম্যক্ জম্বীরস্য প্রয়োজয়েৎ।
সংচূর্ণ্য পঞ্চকোলোথৈঃ ক্বাথৈঃ সাম্লবেতসৈঃ॥
ভাবনাঃ খলু দাতব্যাঃ পঞ্চাশৎ প্রমিতাস্তথা।
ভৃষ্টটঙ্কণচূর্ণেন তুল্যেন সহ মেলয়েৎ॥
তদর্দ্ধং কৃষ্ণলবণং সর্ব্বতুল্যং মরীচকম্।
সপ্তধা ভাবয়েৎ পশ্চাৎ চণকক্ষারবারিণা॥
ততঃ সংশোষ্য সংপিষ্য কূপ্যাস্তু কঠরে ক্ষিপেৎ।
অভ্যর্থং গুরুমাংসানি গুরুভোজ্যান্যনেকশঃ॥
ভক্ষিত্বা কণ্ঠপর্য্যন্তং চতুর্বল্লমিতং রসম্।
পটুম্লতক্রসহিতং পিবেত্তদনুপানতঃ॥
ক্ষিপ্রং তজ্জীর্য্যতে ভুক্তং জায়তে দীপনং পুনঃ।
রসঃ ক্রব্যাদনামায়ং প্রোক্তো মন্থানভৈরবৈঃ॥
সিংহলক্ষৌণিপালস্য বহুমাংসপ্রিয়স্য চ।
দিষ্টোগ্রাসংসমাসাদ্য ভৈরবানন্দযোগিনা॥
দুর্ম্মান্দ্যদীপনমুদগ্রতরঞ্চ পাচনং দুষ্টাময়োচ্ছোষণম্।
তুন্দস্থৌল্যনিবর্হণং গদহরং শূলার্ত্তিমূলাপহম্॥
গুল্মপ্লীহবিনাশনং লঘুতুল্যং বিষ্টম্ভসংস্রংসনম্।
বাতগ্রন্থিমহোদরাপহরণং ক্রব্যাদনামা রসঃ॥৭১॥

গন্ধক ১৬ তোলা, পারা ৮ তোলা, তামা ৮ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, মিশ্রিত করিয়া একত্র চূর্ণ করিবে। এবং লৌহপাত্রে ফেলিয়া চুল্লীতে স্থাপনপূর্ব্বক পর্প-পাক টীবৎ করিয়া তাহাতে ৪ সের জম্বীর-রস দিয়া পুনর্ব্বার মন্দ মন্দ জ্বাল দিবে। উক্ত রস মরিয়া গেলে চূর্ণ করিয়া পঞ্চ-কোল ও অম্লবেতসের ক্বাথ করিয়া সেই ক্বাথে পঞ্চাশটী ভাবনা দিবে। ভাবনা সাঙ্গ হইলে, সর্ব্বসমান সোহাগার খই সর্ব্ব সমান (অর্থাৎ ৩২ তোলা), বিট্‌-লবণ ১৬ তোলা, মরিচচূর্ণ ৮০ তোলা এ-কত্র মিশ্রিত করিয়া ছোলারক্ষার জলে ৭ টি ভাবনা দিবে, শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিয়া কূপীমধ্যে তুলিয়া রাখিবে। আকণ্ঠ আ-হার করিয়া ১২ রতি লবণ অম্ল ও তক্রের সহিত সেবন করিলে, শীঘ্র জীর্ণ হইয়া পুনর্ব্বার অগ্নি হয়। এবং ইহাতে গুল্ম-প্লীহাদি নানারোগ আরোগ্য হয়॥৭১॥

ইমমেব রসং কামরাজো লিখতিস্ম॥৭২॥

কামরাজের মতে উহা এইরূপ।৭২॥

যথা

পলং রসস্য দ্বিপলং বলেঃস্যাৎ
শুল্বায়সোশ্চার্দ্ধপলপ্রমাণে।
সংচূর্ণ্য সর্ব্বং ক্রতমগ্নিযোগাৎ
এরণ্ডপত্রেষু নিবেশনীয়ং॥
পিষ্ট্বাথ তাং পর্পটিকাং বিধায়
লোহস্য পাত্রেঽম্বরপূতমস্মিন্।
জম্বীরজং শক্ররসং পলানি
শতং তলেঽস্যাগ্নিমথাল্পমাত্রম্॥
জীর্ণে রসে ভাবিতমেতদেতৈঃ
সুপঞ্চকেকোল্ভবরবারিপূরৈঃ।
সবেতসাম্লৈঃ শতমত্র যোজ্যং
সমং রসাৎ টঙ্কণজং সুভৃষ্টম্॥
বিড়ং তদর্দ্ধং মরিচং সমঞ্চ
তৎসপ্তধার্দ্রং চণকাম্লবারা।
ক্রব্যাদনামা ভবতি প্রসিদ্ধো
রসস্তু মন্থানকভৈরবোক্তঃ॥
মাষদ্বয়ং সৈন্ধবতক্রপীত
মেতস্য ঘৃতৈঃ খলু ভোজনান্তে।
গুরূণি মাংসানি পয়াংসি পিষ্ট-
কৃতানি সেব্যানি ফলানি যোগাৎ॥
মাত্রাতিরিক্তান্যপি সেবিতানি
যামদ্বয়াজ্জারয়তি প্রসিদ্ধঃ॥৭৩॥

পারা ৮ তোলা, গন্ধক ১৬ তোলা, তামা ৪ তোলা, লৌহ ৪ তোলা, এই সমস্ত একত্র চূর্ণ করিয়া পর্পটীবৎ পাক করিয়া এরণ্ডপত্রে ফেলিবে। পরে ১২॥ সের পক্ক জম্বীররসে মৃদুজ্বালে পাক করিবে। রস শুষ্ক হইলে, পুনর্ব্বার পঞ্চ-কোল এবং অম্লবেতসের ক্বাথে একশত বার ভাবনা দিবে। তদনন্তর সোহাগার খই ৩২ তোলা, বিট্‌লবণ ১৬ তোলা এবং মরিচ চূর্ণ ৮০ তোলা একত্র মিশ্রিত ক-

রিয়া ছোলারঙ্গার-জলে সাতবার ভাবনা দিয়া ২ মাষা পরিমাণ গুটিকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান সৈন্ধব ও তক্র। ভোজনান্তে ইহা সেবন করিয়া মাংস এবং পিষ্টকাদি গুরুদ্রব্য পথ্য। ইহাতে দুই প্রহরের মধ্যে অতিরিক্ত আহারও জীর্ণ হয় ॥ ৭৩ ॥

ক্রমিঘাতিনী গুড়িকা।

রসগন্ধাজমোদানাং ক্রিমিঘ্নব্রহ্মবীজয়োঃ।
এক দ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ ভিন্দোর্বীজসা ষট্ ক্রমাৎ ॥
সংচূর্ণা মধুনা সর্ব্বং গুটিকাং কৃমিঘাতিনীং।
পীত্বা পিবেৎ পিপাস্বস্তোয়ঞ্চ মুস্তানাং কৃমিশান্তয়ে ॥
আখুপর্ণীকষায়ঞ্চ পিবেচ্চানু সশর্করম্ ॥৭৪॥

রস ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, যমানী ৩ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৪ ভাগ, ইন্দ্রযব ৫ ভাগ এবং ভেঁদবীজ (গাব) ৬ ভাগ একত্র চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিবে। পিপাসা হইলে, ক্রিমিশান্তির জন্য, মুস্তোদক পান করিবে। ঔষধ সেবনের পর ইন্দুরকাণীপানার ক্বাথ চিনির সহিত সেবন করিবে ॥ ৭৪ ॥

অজীর্ণকণ্টক রসঃ।

শুদ্ধসূতং বিষং গন্ধং সমং সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ।
মরিচং সর্ব্বতুল্যাংশং কণ্টকার্য্যাঃ ফলদ্রবৈঃ ॥
মর্দ্দয়েদ্ভাবয়েৎ সর্ব্বমেকবিংশতিবারকম্।
বটীং গুঞ্জাত্রয়ং খাদেৎ সর্ব্বাজীর্ণপ্রশান্তয়ে ॥
অজীর্ণকণ্টকঃ সোঽয়ং রসো হন্তি বিসূচিকাম্ ॥৭৫॥

পারা, গন্ধক, বিষ, সমভাগ; মরিচচূর্ণ সর্ব্বসমান একত্র করিয়া কণ্টকারীর কাথে মর্দ্দনপূর্ব্বক ২১ বার ভাবনা দিবে। বটী ৩ রতি পরিমাণ, ইহাতে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ ও বিসূচিকা আরোগ্য হয় ॥ ৭৫ ॥

গন্ধেশটঙ্কাশ্চৈকৈকাঃ বিষমত্র ত্রিভাগিকম্।
অষ্টভাগন্তু মরিচং জম্বীরাম্ভোমর্দ্দিতং দিনম্ ॥
তদ্বটীং মুদ্গমানেন কৃতার্দ্রকেণ প্রযোজয়েৎ।
শূলারোচকগুল্মেষু বিসূচ্যাং বহ্নিমান্দ্যকে ॥
অজীর্ণসন্নিপাতাদি শৈত্যে জাড্যে শিরোগদে ॥৭৬॥

গন্ধক ১ ভাগ, পারা ১ ভাগ, সোহাগার খই ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, মরিচ ৮ ভাগ, জম্বীর রসে এক দিন মর্দ্দন করিয়া মুদ্গ প্রমাণ বটী করিবে। অনুপান আদাররস। এই ঔষধ শূল, অরোচক, গুল্ম, বিসূচিকা, অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণাদি রোগে ব্যবহার্য্য ॥ ৭৬ ॥

অমৃতবটী।

কুর্য্যাদ্গন্ধকবিষব্যোষত্রিফলাপারদৈঃ সমৈঃ।
ভৃঙ্গাম্বুমর্দ্দিতৈঃ মুদ্গমাত্রামৃতবটীং শুভাম্ ॥
অজীর্ণশ্লেষ্মবাতঘ্নীং দীপনীং রুচিবর্দ্ধিনীম্ ॥৭৭॥

গন্ধক, বিষ, ত্রিকটু, ত্রিফলা এবং পারা সমান ভাগে লইয়া ভীমরাজ রসে মর্দ্দন পূর্ব্বক মুদ্গ প্রমাণ বটী করিবে। ইহাতে অজীর্ণ ও কফবাত নষ্ট হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি ও রুচি বৃদ্ধি হয় ॥ ৭৭ ॥

অগ্নিকুমার রসঃ।

টঙ্কণং রসগন্ধৌ চ সমং ভাগত্রয়ং বিষাৎ।
কপর্দ্দশঙ্খৌ ত্রিনবৌ বসুভাগং মরীচকম্ ॥
দিনং জম্বাম্ভসা পিষ্টং ভবেদগ্নিকুমারকঃ।
বিসূচীশূলবাতাদিবহ্নিমান্দ্যে দ্বিগুঞ্জকঃ।
অজীর্ণে সংগ্রহণ্যাং বা প্রযোজ্যোঽয়ং নিজৌষধৈঃ
৭৮॥

সোহাগার খই ১ ভাগ, রস ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, বিষ ৩ ভাগ, কড়িভস্ম ৩ ভাগ, শঙ্খভস্ম ৯ ভাগ এবং মরিচ ৮ভাগ গোড়ালেবুর রসে ১ দিন মর্দ্দনপূর্ব্বক ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিয়া বিসূ-

চিকা শূল বাত অগ্নিমান্দ্য অজীর্ণ এবং গ্রহণীরোগে প্রয়োগ করিবে ॥ ৭৮ ॥

পলৈকং মূর্চ্ছিতং সূতং মরিচং হিঙ্গুজীরকম্।
প্রত্যেকশং বচাং শুণ্ঠীং তৎসর্ব্বমার্কবদ্রবৈঃ ॥
দিনং পিষ্ট্বা লিহেন্মাষং মধুনা বহ্নিদীপ্তয়ে।
খাদেৎ গুড়ং ভক্ষয়েচ্চানু দাড়িমং নাগরং শুচিঃ ॥৭৯॥

মূর্চ্ছিত রস ৮ তোলা, মরিচ ৮ তোলা, হিং ৮ তোলা, জীরে ৮ তোলা, বচ ২ তোলা, শুঁট ২ তোলা, সমস্ত দ্রব্য আকন্দ রসে ১ দিন মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ১ মাষা, অনুপান মধু। ঔষধ সেবনের পর গুড়ের সহিত দাড়িম ও শুঁট ২ তোলা ভক্ষণ করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয় ॥ ৭৯ ॥

ভস্মামৃতঃ। মতান্তরম্—

ধান্যাভ্রং সূতকং তুল্যং মর্দ্দয়েদ্ধুস্তূরকদ্রবৈঃ।
দিনৈকং তিলকল্কেন পট্টং লিপ্ত্বাথ বর্ত্তিকাম্ ॥
কৃত্বৈব তস্য তৈলেন বিলিপ্য চ পুনঃ পুনঃ।
প্রজ্বাল্য তাম্রধঃপাত্রে সতৈলং পারদং পচেৎ ॥
স দিনং ভূধরে পক্বো ভস্মীভবতি নান্যথা।
যোজিতো রসযোগেষু সমস্তরোগহরো ভবেৎ ॥
মর্দ্দনং তপ্তখল্লে২স্য বিশেষাদগ্নিকারকঃ।
অত্র প্রকরণে বক্ষ্যে শুদ্ধসূতস্য মারিকাঃ ॥
ওষধীর্যাঃ সমস্তা বা ব্যস্তাব্যস্তাদশোত্তরাঃ।
যোজিতা ঘ্নন্তি দেবেশি সূতকং গন্ধকং বিনাপি তাঃ ॥
মেঘনাদো বজ্রবল্লী দেবদালী চ চিত্রকম্।
বলা শুণ্ঠী জয়ন্তী চ কর্কোটী ভুম্বিকা তথা ॥
কটুতুম্বী কন্দরস্তা কন্দবারণশুণ্ডিকাঃ।
কোষাতক্যমৃতাকন্দং কন্যাকাচক্রমর্দ্দকম্ ॥
সূর্য্যাবর্ত্তঃ কাকমাচী গুঞ্জা নিশুণ্ডিকা তথা ॥
লাঙ্গলী সহদেবী চ গোক্ষুরং কাকতুম্বিকা।
জাতী লজ্জালুপট্টকে হংসপাদভৃঙ্গরাজকম্ ॥
ব্রহ্মবীজক ভূধাত্রী নাগবল্লী বল্লী তথা।
স্নুহ্যর্কদুগ্ধং তুলসী ধুস্তূরো গিরিকর্ণিকা ॥
গোপালী পট্টমেতাভি র্বজ্রমূষাগতং পচেৎ।
প্রাহ্য দগ্ধা মূষা দগ্ধা দগ্ধা বল্মীকমৃত্তিকাঃ ॥
লৌহকিট্টক যস্যার্দ্ধমজাক্ষীরেণ মর্দ্দয়েৎ।
দৃঢ়কেশশণসংযুক্তা বজ্রমূষা চ তৎকৃতিঃ ॥৮০॥

ধান্যাভ্র এবং পারা সমভাগ ধুতুরা রসে এক দিন মর্দ্দন করিবে। পরে তিল বাটিয়া বস্ত্রখণ্ডে লেপ দিবে এবং তাহাতে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া সেই বর্ত্তি জ্বালাইলে তাহা হইতে যে তৈল নির্গত হইবে, ঐ তৈলের সহিত পারাকে পাক করিবে, পরে ভূধর যন্ত্রে একদিন পাক করিলে উক্ত পারদ ভস্মীভূত হইবে। তৎপরে সেই পারদ তপ্ত খলে মর্দ্দন করিলে বিশিষ্টরূপ অগ্নিকারী হয়। এবং নানারোগ নষ্ট করে।

হে দেবি! গন্ধক ব্যতিরেকে যে যে দ্রব্যে পারদ জারিত হয়, তাহা এই প্রকরণে বলিতেছি—বরুণ, হাড়্‌জোড়া, দেয়াতাড়া, চিত্রক, বেড়েলা, মুণ্ডিরী, জয়ন্তী, পীতঘোষা, অলাবু, ভিৎলাউ, ভূমিকদলী, ওল, হাতিশুঁড়ে, ঘোষালতা, গুলঞ্চ, গাজর, ঘৃতকুমারী, চাকন্দা, হুড়্‌হুড়ে, গুড়কামাই, কুঁচ, নিশিন্দা, ঈশ্‌লাঙ্গুলে, দণ্ডোৎপল, গোক্ষুর, কাকডুমুর, জাতীপুষ্প, লজ্জালু, ছত্রাক, গোয়ালেলতা, ভীমরাজ, ব্রহ্মবীজ, ভূম্যামলকী, পান, শতমূলী, সিজু ও আকন্দআটা, তুলসী, ধুতুরা, অপরাজিতা, ক্ষুদ্রকর্কটী, ইহাদের সকলের বা দশ দশটীর সহিত মর্দ্দন করিয়া অন্ধমূষার অভ্যন্তরে পাক করিবে।

মূষাবিধান।

দগ্ধ শ্বেত প্রস্তর ১ ভাগ, দগ্ধতুষ ২ ভাগ বল্মীক মৃত্তিকা ১ ভাগ এবং লৌহকিট্ট (মণ্ডুর) ১ ভাগ ছাগদুগ্ধের সহিত ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া তাহার সহিত কি-

ক্লিং মানুষের কেশ এবং শণ মিশ্রিত করিয়া বজ্রমূষা প্রস্তুত করিবে। ইহার আকার বর্ত্তুল ও গোস্তনাকার হইবে॥৮০॥

মূষান্তরং যথা—

মৃৎস্নৈকা যদ্‌দ্বিগুণতুষা খ্যাতা মূষা ত্রটীমসী।
তক্তাঙ্গারান্‌ তা লোহদ্রাবণে শোধনে স্থিতা ॥৮১॥

তালমাটি ১ ভাগ, তুষ ৬ ভাগ এবং তক্তাঙ্গার এই তিন দ্রব্যে নির্ম্মিত মূষা লৌহদ্রাবণে যোজিত হয়॥ ৮১ ॥

মতান্তরম্—

অপ্রসূতগবাং মূত্রৈঃ পেষয়েল্লজ্জমূলিকাঃ।
তদ্দ্রবৈর্মর্দ্দয়েৎ সূতং তুল্যগন্ধকসংযুতম্॥
তপ্তখল্লে চতুর্যামমবিচ্ছিন্নং বিমর্দ্দয়েৎ।
তৎপিণ্ডং পাচয়েদ্‌যন্ত্রে ত্রিসংঘট্টে মহাপুটে॥
এবং দশপুটৈর্মার্য্যং মর্দ্দ্যং পাচ্যং পুনঃ পুনঃ।
তদুদ্ধৃত্য পুনর্মর্দ্দ্যং বজ্রমূষাং নিরোধয়েৎ॥
ভূধরাখ্যে পুটে পচ্যাৎ দশধা ভস্মতাং ব্রজেৎ।
দ্রবৈঃ পুনঃ পুনর্মর্দ্দ্যং সিদ্ধোঽয়ং ভস্মসূতকঃ॥
মূলিকামারিতঃ সূতো জারণাক্রমবর্জ্জিতঃ।
নক্রমেদ্দেহলোহেষু রোগহর্ত্তা ভবেদ্ধ্রুবম্॥৮২॥

অপ্রসূত গাভিরমূত্র এবং লজ্জালুকা-লতা একত্র পেষণ করিয়া তাহার রস বহিষ্কৃত করিবে। পারা ও গন্ধক সমভাগে লইয়া ঐ রসে মর্দ্দন করিয়া তপ্ত খল্লে ৪প্রহর কাল নিয়ত মর্দ্দন করিবে। পিণ্ডীভূত হইলে মহাপুটে যন্ত্রপাক করিবে। এইরূপ দশবার মর্দ্দন ও পাক করিবে। তদনন্তর বজ্রমূষার এবং তদনন্তর ভূধরযন্ত্রে দশবার পাক করিলে রস ভস্মীভূত হইবে। তদনন্তর লজ্জালুকার রসে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দন করিলে রসভস্ম সিদ্ধ হইবে। এই পারদ শরীরের হানিকর হয় না, পরন্তু নিশ্চয় রোগনাশক হয়॥ ৮২ ॥

রামবাণঃ—

পারদামৃতলবঙ্গগন্ধকং
ভাগযুগ্মমরিচেন মিশ্রিতম্।
তত্র জাতিফলমর্দ্ধভাগিকং
তিন্তিড়ীফলরসেন মর্দ্দিতম্॥
মাষমাত্রমনুপানসেবিতং
রামবাণগুড়িকারসায়নম্।
বিল্বপত্রমরিচেন ভক্ষিতং
সদ্য এব জঠরাগ্নিবর্দ্ধিতম্॥
বাতনাশমুপৈতি চার্দ্রক-
রসৈর্নির্গুণ্ডিকায়াঃ দ্রবৈঃ।
পিত্তং নাশমুপৈতি ধান্যকজৈ-
র্বাসা ত্রিদোষং হরেৎ।
সিন্ধুহরীতকীভিরুদরং
ক্বাথৈশ্চ পৌনর্নবৈঃ॥
শোথং পাণ্ডুগদং নিহন্তি
গুড়িকা রোগার্ত্তিবিধ্বংসিনী।
বহ্নিমান্দ্যদশবক্ত্রনাশনো
রামবাণ ইতি বিশ্রুতো রসঃ॥
সংগ্রহগ্রহণিকুম্ভকর্ণকং
সামবাতখরদূষণং জয়েৎ॥৮৩॥

পারদ, বিষ, লবঙ্গ, গন্ধক, প্রত্যেকে ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, জায়ফল আর্দ্ধ তোলা, কাঁচা-তেঁতুলের রসে মর্দ্দন করিয়া মাষকলাই প্রমাণ বটিকা করিবে। এই ঔষধ বিল্বপত্র রস ও মরিচ চূর্ণের সহিত ভক্ষণ করিলে অগ্নিবৃদ্ধি হয়। আদার ও নিসিন্দার রসের সহিত বাতক্ষয় হয়। ধনের জলের সহিত পিত্ত নাশক হয় বাসাক্বাথের সহিত ত্রিদোষ নষ্ট করে। সৈন্ধব ও হরীতকীর সহিত উদর নষ্ট করে। পুনর্ণবার ক্বাথের সহিত শোথ ও পাণ্ডু নষ্টকরে উহার দ্বারা অগ্নিমান্দ্য, কাস, সংগ্রহ গ্রহণী এবং আমবাত নষ্ট হয়॥ ৮৩ ॥

অগ্নিকুমাররসঃ—

টঙ্কণং রসগন্ধৌ চ সমভাগং ত্রয়ং বিষাৎ।
কপর্দ্দং সার্জ্জকাক্ষারং মাগধী বিশ্বভেষজম্॥
পৃথক্‌ পৃথক্‌ কর্ষমাত্রং বসুভাগংম রীচকম্।

জম্বীরাদ্রৈর্দিনং পিষ্টং ভবেদগ্নিকুমারকঃ॥
বিসূচীশূলবাতাদিবহ্নিমান্দ্যপ্রশান্তয়ে॥৮৪॥

সোহাগার খই ১তোলা, রস ১তোলা, গন্ধক ১তোলা, বিষ ৩তোলা, কড়িভস্ম, সর্জ্জিক্ষার, পিপুল, শুঁট প্রত্যেকে ২ তোলা, মরিচ ৮ তোলা জম্বীররসে মর্দ্দন। ইহাতে বিসূচিকা শূল বাত ও অগ্নিমান্দ্যাদি নষ্ট হয়॥ ৮৪॥

লঘ্বানন্দরসঃ—

পারদং গন্ধকং লৌহমভ্রকং বিষমেব চ।
সমাংশং মরিচং চাষ্টৌ টঙ্কণঞ্চ চতুর্দ্দশম্॥
ভৃঙ্গরাজরসৈঃ সপ্ত ভাবনাশ্চাম্লদাড়িমৈঃ।
গুঞ্জাদ্বয়ং পর্ণখণ্ডৈঃ খাদেৎ সায়ং নিরন্তরসৌ॥
বাতশ্লেষ্মভবান্ রোগান্ মন্দাগ্নিং গ্রহণীং জ্বরম্।
অরুচিং পাণ্ডুতাঞ্চৈব জয়েদচিরসেবনাৎ॥৮৫॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, এবং বিষ প্রত্যেকে সমভাগ, মরিচ আট্ ভাগ, সোহাগার খই ৪ ভাগ, ভীমরাজের রসে ৭ বার এবং অম্লদাড়িম রসে ৭বার ভাবনা দিবে। মাত্রা ২ রতি, পানের রসের সহিত সায়ং কালে সেবন করিলে বাতশ্লৈষ্মিক রোগ অগ্নিমান্দ্য গ্রহণী জ্বর অরুচি এবং পাণ্ডুরোগ সত্বর নষ্ট হয়॥৮৫॥

মহোদধিবটী—

একৈকং বিষসূতক জাতী টঙ্কং ত্রিকং ত্রিকম্।
কৃষ্ণাত্রিকং বিশ্বষট্কং মঞ্চং কপর্দ্দকং তথা॥
দেবপুষ্পং বাণমিতং সর্ব্বং সংমর্দ্য যত্নতঃ।
মহোদধীবটীনাম্না নষ্টমগ্নিং প্রদীপয়েৎ॥৮৫॥

মৃতসূত ১ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, জায়ফল ২ ভাগ, সোহাগার খই ২ ভাগ, পিপুল ৩ ভাগ, শুঁট ৬ ভাগ, কড়ি ভস্ম ৬ ভাগ, লবঙ্গ ৫ ভাগ, একত্র মর্দ্দন। এই মহোদধি বটী অগ্নির দীপ্ত করে॥৮৫॥

চিন্তামণিরসঃ—

রসং গন্ধং মৃতং শুল্বং মৃতমভ্রং ফলত্রিকম্।
ত্র্যূষণং বীজজৈপালং সমং খল্লে বিমর্দ্দয়েৎ॥
দ্রোণপুষ্পীরসৈর্ভাব্যং শুষ্কং তদ্বস্ত্রগালিতম্।
চিন্তামণিরসোহ্যেষ অজীর্ণে শস্যতে সদা॥
জ্বরমষ্টবিধং হন্তি সর্ব্বশূলহরঃ পরঃ।
গুঞ্জমেকং দ্বিগুঞ্জং বা আমবাতহরং পরম্॥৮৬॥

রস, গন্ধক, তামা, অভ্র, ত্রিফলা, ত্রিকটু, জয়পালবীজ সমভাগ একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক ঘলঘসে রসে ভাবনা দিবে, এবং ছায়ায় শুষ্ক করিয়া বস্ত্রে ছাকিয়া লইবে। ইহা অজীর্ণে প্রশস্ত। ইহাতে অষ্টবিধ জ্বর, সর্ব্বপ্রকার শূল, গুল্ম এবং আমবাত নষ্ট হয়। পরিমাণ ১ রতি বা ২ রতি॥ ৮৬॥

রাজবল্লভঃ—

রসনিষ্কং গন্ধকৈকং নিষ্কমাত্রং প্রদীপনম্।
মার্দ্ধং পলং প্রদাতব্যং চুল্লিকালবণং ততঃ॥
খল্লেন মর্দ্দয়েত্তত্তু সূক্ষ্মবস্ত্রেণ গালয়েৎ।
মাষমাত্রঃ প্রদাতব্যো ভক্তমাংসাদিজারকঃ॥
অজীর্ণেষু ত্রিদোষেষু দেয়োহয়ং রাজবল্লভঃ॥৮৭॥

রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, যমানী ১ তোলা, চুল্লিকালবণ ৪ তোলা খল্লে মর্দ্দনপূর্ব্বক সূক্ষ্মবস্ত্র দ্বারা ছাঁকিয়া লইবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহাতে অন্ন ও মাংসাদি জীর্ণ হয়। এই ঔষধ ত্রৈদোষিক অজীর্ণেও প্রয়োগ করা যায়॥৮৭॥

লঘুপানীয়ভক্তগুড়িকাঃ—

রসোঽর্দ্ধভাগিকস্তুল্যা বিড়ঙ্গমরিচার্দ্রকাঃ।
ভক্তোদকেন সংমর্দ্দ্য কুর্য্যাদ্গুঞ্জাসমান্ গুড়ান্॥
ভক্তোদকানুপানৈকা সেব্যা বহ্নিপ্রদীপনী।
বার্য্যন্নং ভোজনং চাত্র প্রয়োগে মাত্ৰামিমাতে॥৮৮॥

বিড়ঙ্গ মরিচ এবং শুঁট সমভাগ মূর্চ্ছিত রস অর্দ্ধভাগ একত্র করিয়া অম্লোদকদ্বারা (কাঁজিদ্বারা) মর্দ্দন করিয়া গুঞ্জা পরিমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান ভাতের জল। ইহাতে অগ্নির দীপ্তি হয়। বারিযুক্ত অন্ন ইহাতে পথ্য।৮৮॥

অথ পাণ্ডৌ।

রসগন্ধকলৌহৈক্যং পাণ্ডুরিঃ পুটিতস্ত্রিধা।
কুমার্য্যাকৃশ্চতুর্বল্লং পাণ্ডুকামলপূর্ব্বনুৎ ॥৮৯॥

রস, গন্ধক, লৌহ সমভাগে লইয়া কুমারীরসে মর্দ্দনপূর্ব্বক তিন বার পুট দিবে। মাত্রা ৩ রতি। ইহাতে পাণ্ডু এবং কামলা নষ্ট হয় ॥৮৯॥

পাণ্ডুসূদনরসঃ—

রসং গন্ধং মৃতং তাম্রং জয়পালঞ্চ গুগ্গুলুম্।
সমাংশমাজ্যসংযুক্তং গুড়িকাং কারয়েন্মিতাম্ ॥
একৈকাং খাদয়েদ্বৈদ্যঃ শোথপাণ্ডুপনুত্তয়ে।
শীতলঞ্চ জলং চাম্লং বর্জ্জয়েৎ পাণ্ডুসূদনে ॥৯০॥

রস, গন্ধক, মৃততাম্র জয়পালবীজ এবং গুগ্গুলু সমভাগে লইয়া ঘৃতের সহিত মর্দ্দনপূর্ব্বক পরিমিত গুড়িকা করিবে। বৈদ্য রোগীর অগ্নিবল বুঝিয়া ইহার একএকটি সেবন করাইবেন। ইহাতে শোথ এবং পাণ্ডু নষ্ট হয়। ইহাতে শীতলজল এবং অম্ল নিষিদ্ধ ॥ ৯০ ॥

পাণ্ডুগজকেশরীরসঃ—

রবিভাগাস্তু মণ্ডূরং তৎসমং লৌহভস্মকম্।
শিলাজতু তদর্দ্ধং স্যাৎ গোমূত্রেঽষ্টগুণে পচেৎ ॥
পঞ্চকোলং দেবদারু মুস্তাব্যোষং ফলত্রয়ম্।
পৃথগার্দ্ধং বিড়ঙ্গং চ পাকান্তে চূর্ণিতং ক্ষিপেৎ ॥
পায়য়েদক্ষমাত্রন্তু তক্রেণাম্পাশনো ভবেৎ।
পাণ্ডুগ্রহণিমন্দাগ্নিশোথার্শাংসি হলীমকম্ ॥
ঊরুস্তম্ভকৃমিপ্লীহগলরোগান্ বিনাশয়েৎ ॥৯১॥

মণ্ডূর ১২ ভাগ, লৌহ ভস্ম ১২ ভাগ, শিলাজতু ৬ ভাগ, একত্র করিয়া অষ্টগুণ গোমূত্রে পাক করিবে। পিপুল পিপুলমূল, চৈকাষ্ঠ, চিতেরমূল, শুঁট, দেবদারু, মুথা, শুঁট, পিপুল, মরিচ, আমলা, হরীতকী, বহেড়া, আমেরকুশী, বিড়ঙ্গ; ইহাদের চূর্ণ, মণ্ডূরাদি সমষ্টির অর্দ্ধেক, পাকান্তে প্রক্ষেপ দিবে। পরিমাণ ২ তোলা, অনুপান তক্র। এই ঔষধ সেবন করিলে অল্প ভোজন আবশ্যক। ইহাতে পাণ্ডু. গ্রহণী, মন্দাগ্নি, শোথ, অর্শঃ, হলীমক, ঊরুস্তম্ভ, কৃমি, প্লীহা এবং গলরোগ নষ্ট হয় ॥৯১॥

বঙ্গেশ্বরঃ—

বঙ্গসূতকয়োঃ কৃত্বা সাম্যাণাং কন্যকাদ্রবৈঃ।
সংমর্দ্দ্য বটিকাঃ কৃত্বা পাচয়েৎ কাচভাজনে ॥
যাবচ্চন্দ্রনিভাঃ শুভ্রা শ্রীবঙ্গেশো মহাগুণঃ।
পাণ্ডুপ্রমেহদৌর্ব্বল্যকামলাদাহনাশনঃ ॥৯২॥

বঙ্গ এবং পারা সমভাগ একত্র ঘৃতকুমারীরসে মর্দ্দনপূর্ব্বক কাচপাত্রে পাক করিবে। এই বঙ্গেশ্বর চন্দ্র সদৃশ শুভ্রবর্ণ হইলে মহাগুণকর হয়। ইহাতে প্রমেহ পাণ্ডু কামলা এবং দৌর্ব্বল্য আরোগ্য হয় ॥ ৯২ ॥

পাণ্ডুনিগ্রহোরসঃ—

অভ্রভস্ম রসভস্ম গন্ধকং
লৌহভস্ম মুশলী বিমর্দ্দিতম্।
শাল্মলীজরসতো গুড়ূচিকা
কাথকৈশ্চ পরিমর্দ্দিতা দিনম্ ॥
ভাবয়েত্রিফলকাত্রিকন্যাকা
বহ্নিশিগ্রুজরসৈশ্চ সপ্তধা।

জায়তে হিতবজ্রোঽয়মুত্তমরসঃ
শুষ্কপাণ্ডুবিনিবৃত্তিদায়কঃ॥
বল্লযুগ্মপরিমাণিতং স্থিরং
লেহয়েচ্চ ঘৃতমাক্ষিকান্বিতম্।
পথ্যমত্র পরিভাষিতং পুরা
যত্তদেব পরিবর্জ্য বর্জনম্॥
শোথপাণ্ডুবিনিবৃত্তিদায়কঃ
সেবিতস্তু বরচিকিৎকাগ্রবৈঃ॥
নাগরাগ্নিজয়পালকৈস্তু বা
বর্দ্ধিতুষ্কপরিপক্কসর্পিষা।
তক্রভক্তমিহ ভোজয়েদতি-
স্নিগ্ধমম্লমতিনূতনং ত্যজেৎ॥৯৩॥

অভ্রভস্ম, পারদভস্ম, গন্ধক লৌহ-ভস্ম এবং তালমূলী চূর্ণ সমভাগে লইয়া শাল্মলীরস এবং শুলুফকাথে এক এক দিন মর্দ্দন করিবে। পরে ত্রিফলাকাথে, আর্দ্রকরস ঘৃতকুমারীরস চিত্রক এবং শিগ্রুকাথ দ্বারা প্রত্যেকে ৭টা করিয়া ভাবনা দিবে। এবং শুষ্ক করিয়া ঔষধ সাঙ্গ করিবে। মাত্রা ৬ রতি। ঘৃত ও মধুর সহিত চাটিতে দিলে শুষ্কপাণ্ডু নষ্ট হয়। ইহার পথ্য পূর্ব্বোক্তরূপ জানিবে। যব ও তিন্তিড়ীর জল কিম্বা শুঁট চিত্রক এবং জয়পালের সহিত সিদ্ধুর আঠায় পরিপক্ক ঘৃতের সহিত সেবন করাইলে শোথ ও পাণ্ডু নষ্ট হয়। পথ্য তক্র ভক্ত অতিশীতল ও অতি নূতন অন্ন নিষিদ্ধ॥৯৩॥

অনিলরসঃ—

তাম্রভস্ম রসভস্ম গন্ধকং
বৎসনাভমপি তুল্যভাগিকম্।
বহ্নিতোয়পরিমর্দ্দিতং পচেৎ
যামপাদমথ মন্দবহ্নিনা॥
রক্তিকাযুগলমানতোঽনিলঃ
শোথপাণ্ডুঘনপক্কশোষকঃ॥৯৪॥

তাম্রভস্ম, পারদভস্ম, গন্ধক এবং বিষ সমভাগে লইয়া চিত্রককাথে মর্দ্দনপূর্ব্বক ২ঘণ্টা মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। ইহার ২ রতি পরিমাণ সেবন করিলে শোথযুক্ত পাণ্ডু নষ্ট হয়॥৯৪॥

লৌহসুন্দররসঃ—

সূতভস্ম মৃতলৌহগন্ধকৌ
ভাগবর্দ্ধিতমিদং বিনিঃক্ষিপেৎ॥
দীর্ঘনালদৃঢ়কূপিকোদরে
মৃৎস্নয়া চ পরিবেষ্ট্য তাং ক্ষিপেৎ॥
চুল্লিকোপরি চ কূপিকামুখে
প্রক্ষিপেচ্চ বরশাল্মলীদ্রবম্।
ত্রৈফলং চ সশুড়ূচিকারসং
পাচয়েত্তু মৃদুবহ্নিনা দিনম্॥
স্বাঙ্গশীতলমিদং প্রগৃহ্য চ
ত্র্যূষণার্দ্রকরসেন ভাবয়েৎ।
লৌহসুন্দররসোঽয়মীরিতঃ
শুষ্কপাণ্ডুবিনিবৃত্তিদঃ পরঃ॥৯৫॥

সূতভস্ম ১ভাগ, জারিত লৌহ ২ ভাগ এবং গন্ধক ৩ ভাগ দীর্ঘনালযুক্ত কূপী-মধ্যে ভরিয়া উক্ত কূপিকা উত্তম মৃত্তিকা দ্বারা লিপ্ত করিবে। শুষ্ক হইলে উক্ত কূপী চুল্লীর উপর চড়াইয়া কূপীর মুখে শিমূলের রস, ত্রিফলাকাথ এবং শুলঞ্চ-কাথ দিয়া ১ দিন বালুকাযন্ত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। শীতল হইলে ত্রিকটু ও আদার রসে ভাবনা দিয়া শুকাইয়া লইবে॥৯৫॥

ধাত্রীলৌহঃ—

ধাত্রীলোহরজোব্যোষনিশাক্ষৌদ্রাজ্যশর্করাঃ।
লেহো নিবারয়েত্তস্য কামলাং সহলীনকাম্॥৯৬॥

আমলা, লৌহচূর্ণ, ত্রিকটু, হরিদ্রা, মধু, ঘৃত এবং চিনি সমভাগে মিশ্রিত

করিয়া ধাত্রীলৌহ প্রস্তুত করিবে। ইহা দ্বারা হলীমক ও কামলা নষ্ট হয় ॥৯৬

কাংস্যাপিষ্টিকারসঃ—

পাণ্ডুরোগোদিতা যোগা ঘ্নন্তি তে কামলামপি।
প্রযুক্তা ভিষজা যুক্ত্যা তত্তক্তোক্তং হলীমকম্ ॥
কাংস্যেন পিষ্টিকাং কৃত্বা দেবদালীরসপ্লুতাম্।
তীক্ষ্ণগন্ধরজোযুক্তা যুক্ত্যাহন্যাৎ হলীমকম্ ॥৯৭॥

যে সকল ঔষধ পাণ্ডুরোগাধিকারে কথিত হইল, তাহারা বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োজিত হইলে, হলীমক রোগকেও নষ্ট করে। কাংস্য লৌহ এবং গন্ধক সমভাগ দেয়াতাড়ার রসে মর্দ্দন করিয়া কাংস্যপিষ্টিকারস প্রস্তুত করিবে। ইহাতে হলীমক রোগ নষ্ট হয় ॥ ৯৭ ॥

দ্বিহরিদ্রাদ্যলৌহঃ—

লৌহচূর্ণং নিশাযুগ্মং ত্রিফলাং কটুরোহিণীম্।
প্রলিহ্য মধুসর্পিভ্যাং কামলার্ত্তঃ সুখীভবেৎ ॥৯৮॥

লৌহচূর্ণ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, কটুকী, প্রত্যেকে সমভাগ চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত লেহন করিয়া কামলার্ত্ত ব্যক্তি সুখী হয় ॥৯৮॥

সুধানিধিরসঃ—

সূতং গন্ধং মাক্ষিকং লৌহচূর্ণং
সর্ব্বং ঘৃষ্টং ত্রৈফলেনোদকেন।
মূষামধ্যে ভূধরে তৎপুটিত্বা
দদ্যাদ্গুঞ্জাং ত্রৈফলেনোদকেন ॥
লৌহে পাত্রে গোপয়ঃ পাচয়িত্বা
রাত্রৌ দদ্যাদ্রক্তপিত্তপ্রশুত্যৈঃ ॥৯৯॥

রস, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক এবং লৌহচূর্ণ সমভাগ ত্রিফলাক্কাথে মর্দ্দন করিবে, এবং মূষামধ্যে পূরিয়া ভূধরযন্ত্রে পাক করিবে। মাত্রা ১ রতি, অনুপান ত্রিফলার ক্বাথ। লৌহপাত্রে গব্যদুগ্ধ পাক করিয়া রাত্রে সেবন করাইলে রক্তপিত্তের দমন হয় ॥৯৯॥

শর্করাদ্যলেহ—

শর্করাতিলসংযুক্তং ত্রিকত্রয়সমন্বয়াৎ।
রক্তপিত্তং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বরোগহরোঽপি সন্ ॥১০০॥

চিনি, তিল, ত্রিকটু, ত্রিফলা এবং মুতা, চিতা এবং বিড়ঙ্গ সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া রোগীবিশেষে মাত্রা প্রয়োগ করিলে রক্তপিত্ত আরোগ্য হয়। এবং ইহাতে অন্যান্য রোগও আরোগ্য হয় ॥ ১০০ ॥

খণ্ডকাদ্যলৌহঃ—

শতাবরীছিন্নরুহা বৃষমুণ্ডিতিকাবলাঃ।
তালমূলী চ গায়ত্রী ত্রিফলাগ্রান্থ চ তথা ॥
ভার্গীপুষ্করমূলঞ্চ পৃথক্ পঞ্চপলানি চ।
জলদ্রোণে বিপক্তব্য মষ্টভাগাবশেষিতম্ ॥
দিব্যৌষধিহতস্যাপি মাক্ষিকেন হতস্য বা।
পলদ্বাদশকং দেয়ং রুক্মলৌহস্য চূর্ণিতম্ ॥
খণ্ডতুল্যং ঘৃতং দেয়ং পলষোড়শিকং বুধৈঃ।
পচেত্তথায়সে পাত্রে গুড়পাকো মতো যথা ॥
প্রস্থার্দ্ধং মধুনোদেয়ং শুভাস্মজম্বুকল্পচঃ।
শৃঙ্গী বিড়ঙ্গং কৃষ্ণা চ শুণ্ঠ্যজাজী পলং পলম্ ॥
ত্রিফলাধান্যকং পত্রং দ্বাক্ষং মরিচকেশরম্।
চূর্ণং দত্ত্বা সুমথিতং স্নিগ্ধভাণ্ডে নিধাপয়েৎ ॥
যথাকালং প্রযুঞ্জীত বিড়ালপদকং ততঃ।
গব্যক্ষীরানুপানঞ্চ সেব্যং মাংসরসং পয়ঃ ॥
গুরুবৃষ্যানুপানঞ্চ স্নিগ্ধমাংসাদি বৃংহণম্।
রক্তপিত্তং ক্ষয়ং কাশং পক্তিশূলং বিশেষতঃ ॥
বাতরক্তং প্রমেহঞ্চ শীতপিত্তং বমিং ক্লমিং।
শ্বয়থুং পাণ্ডুরোগঞ্চ কুষ্ঠং প্লীহোদরং তথা ॥
আনাহং রক্তসংস্রাবমম্লপিত্তং নিহন্তি চ।
চক্ষুষ্যং বৃংহণং বৃষ্যং মঙ্গল্যং প্রীতিবর্দ্ধনম্ ॥
আরোগ্যপুত্রদং শ্রেষ্ঠং কায়াগ্নিবলবর্দ্ধনম্।
শ্রীকরং লাঘবকরং খণ্ডকাদ্যং প্রকীর্ত্তিতম্ ॥
ছাগং পারাবতং মাংসং তিত্তিরিঃ ক্রকরাঃ শশাঃ।
কুরঙ্গাঃ কৃষ্ণসারাশ্চ তেষাং মাংসানিযোজয়েৎ ॥
নারিকেলপয়ঃপানং সুনিষণ্ণকবাস্তুকম্।

শুষ্কমূলককুষ্মাণ্ডাথাং পটোলং বৃহতীফলম্।
বালবার্ত্তাকুপক্কাম্রং খর্জ্জুরং স্বাদুদাড়িমম্।
ককারপূর্ব্বকং যচ্চ মাংসং চানূপসম্ভবম্।
বর্জ্জনীয়ং বিশেষেণ খণ্ডকাদ্যং প্রকুর্ব্বতা॥১০১॥

শতমূলী, গুলঞ্চ, বাসকমূলের ছাল, মুণ্ডিরী, বেড়েলা, তালমূলী, খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলা, গুড়ত্বক্, বামুনহাটী এবং কুড় প্রত্যেকে ৪০ তোলা, কল্কার্থ জল ৬৪ সের শেষ ৮ সের। মনঃশিলা বা স্বর্ণমাক্ষিক জারিত কন্যালৌহ ৯৬ তোলা, চিনি ১২৮ তোলা, ঘৃত ১২৮ তোলা। এই সকল দ্রব্য উক্ত ক্বাথের সহিত পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে নামাইবে। এবং তাহাতে শিলাজতু, গুড়ত্বক্, কাঁকড়াশৃঙ্গী, বিড়ঙ্গ, পিঁপুল, শুঁঠ এবং জায়ফল প্রত্যেকে ৮ তোলা; ত্রিফলা, ধনে এবং তেজপত্র প্রত্যেকে ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া মিশ্রিত করিবে। শীতল হইলে তাহাতে মধু ২ সের মিশ্রিত করিয়া ঘৃতভাণ্ডে রাখিয়া দিবে। মাত্রা ২ তোলা। অনুপান গব্যদুগ্ধ, মাংসের যূষ, এতদ্ভিন্ন গুরুদ্রব্য এবং বৃষ্যদ্রব্য। ইহাদ্বারা রক্তপিত্ত এবং ক্ষয়কাস প্রভৃতি অশেষবিধ রোগ আরোগ্য হয়। এবং ইহা চক্ষুষ্য, বৃষ্য, বৃংহণ, শ্রীকর ও পুষ্টিকর। পথ্য ছাগমাংস, পারাবতমাংস, তিত্তিরিমাংস, শশকমাংস, কুরঙ্গমাংস এবং কৃষ্ণসারমাংস। নারিকেলোদক, সুশুণিশাক, বাস্তুকশাক, পটোল, বৃহতীফল, কচি বার্ত্তাকু, শুষ্ক মূলক, আম্র, খর্জ্জুর এবং স্বাদু দাড়িম, ককারাদি পঞ্চবিধ জলস্থ ও স্থলস্থ জন্তুর মাংস বিশেষরূপে নিষিদ্ধ॥১০১॥

অথ রাজযক্ষ্মাদৌ। অমৃতেশ্বররসঃ—

রসভস্মামৃতাসত্ত্বং লৌহং মধুঘৃতান্বিতং।
অমৃতেশ্বর নামায়ং ষড়্‌গুঞ্জা রাজযক্ষ্মনুৎ॥১০২॥

রসভস্ম লৌহ গুলঞ্চের পালো একত্র রসে মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি পরিমাণ মধু ও ঘৃতের সহিত প্রয়োগ করিলে রাজযক্ষ্মা আরোগ্য হয়॥১০২॥

রত্নগর্ভপোট্টলীরসঃ।

রসং বজ্রং হেম তারং নাগং লৌহঞ্চ তাম্রকম্।
তুল্যাংশং মারিতং যোজ্যং মুক্তামাক্ষিকবিদ্রুমম্।
শঙ্খঞ্চ তুত্থং তুল্যাংশং সপ্তাহং চিত্রকদ্রবৈঃ।
মর্দ্দয়িত্বা বিচূর্ণ্যাথ তেনাপূর্য্য বরাটিকাম্॥
টঙ্কণং রবিদুগ্ধেন পিষ্টা তন্মুখমঙ্কয়েৎ।
মৃদ্ভাণ্ডে তান্ নিরুদ্ধ্যাথ সম্যগ্‌গজপুটে পচেৎ॥
আদায় চূর্ণয়েৎ সর্ব্বং নির্গুণ্ড্যাঃ সপ্তভাবনাঃ।
আর্দ্রকস্য দ্রবৈঃ সপ্ত চিত্রকস্যৈকবিংশতিঃ॥
দ্রবৈর্ভাব্যং ততঃ শোষ্যং দেয়ং গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্।
ক্ষয়রোগং নিহন্ত্যাশু সাধ্যং সাধ্যং ন সংশয়ঃ॥
যোজয়েৎ পিপ্পলীক্ষৌদ্রৈঃ সঘৃতৈর্মরিচৈশ্চবা।
মহারোগাষ্টকে কাসে জ্বরে শ্বাসেঽতিসারকে।
পোট্টলীরত্নগর্ভোঽয়ং যোগবাহে নিয়োজয়েৎ॥১০৩

পারা, হীরক, স্বর্ণ, রৌপ্য, সীস লৌহ, তাম্র, মুক্তাভস্ম, স্বর্ণমাক্ষিক, প্রবালভস্ম, শঙ্খভস্ম এবং তুত্থভস্ম সমভাগে লইয়া চিত্রকক্বাথে সপ্ত ভাবনা দিবে। পরে চূর্ণ করিয়া ঐ সকল চূর্ণ কতকগুলি কড়ির ভিতর পূরিয়া, আকন্দআঠায় সোহাগার খই পেষণ করিয়া, তদ্দ্বারা কড়ির মুখ বন্ধ করিবে, এবং ঐ সকল কড়ি মৃত্তিকাভাণ্ডে বন্ধ করিয়া গজপুট দিবে। শীতল হইলে নিসিন্দার

রসে ৭ বার, আদার রসে ৭ বার এবং চিত্রকক্কাথে ২১ বার ভাবনা দিয়া শুষ্ক করিবে। মাত্রা ৪ রতি, অনুপান পিপুলচূর্ণ মধু কিংবা ঘৃত ও মরিচচূর্ণ। ইহাদ্বারা ক্ষয়রোগ নিশ্চয় আরোগ্য হয়। এতদ্ভিন্ন অষ্টবিধ কুষ্ঠ, কাস, জ্বর, শ্বাস এবং অতীসারে প্রযুক্ত হয়॥১০৩॥

মহামৃগাঙ্কোরসঃ—

সূতভস্মেন সমংহেম মৌক্তিকং দ্বিগুণং ভবেৎ।
গন্ধকন্তু সমন্তেন রসপাদন্তু টঙ্কণম্॥
সর্ব্বং তক্কোলকং কৃত্বা কাঞ্জিকেন বিশোধয়েৎ।
ক্ষিপ্তে লবণপূর্ণেহথ পচেদ্‌যামচতুষ্টয়ম্॥
মৃগাঙ্কসংজ্ঞকো জ্ঞেয়ো রোগরাজনিকৃন্তনঃ।
রসস্য ভস্মনা হেম ভস্মীকৃত্য প্রযোজয়েৎ॥
গুঞ্জাচতুষ্টয়ং চাস্য মরিচৈর্ভক্ষয়েৎ ভিষক্।
পিপ্পলীদশকৈর্ব্বাপি মধুনা লেহয়েদ্বুধঃ॥
পথ্যং সুলঘুমাংসেন প্রায়শোস্য প্রযোজয়েৎ।
দধ্যাজ্যং গব্যতক্রং বা মাংসমাজং প্রযোজয়েৎ॥
ব্যঞ্জনৈর্ঘৃতপক্কৈশ্চ নাতিক্ষারৈশ্চ হিঙ্গুলঃ।
এলাজাতী মরীচৈশ্চ সংস্কৃতৈরবিদাহিভিঃ॥
বৃন্তাকতৈলবিল্বানি কারবেল্লঞ্চ বর্জয়েৎ।
স্ত্রিয়ং পরিহরেদ্দূরে কোপঞ্চাপি পরিত্যজেৎ॥
বস্তীতুম্বরিকানাম তন্মূলং ক্কাথয়েৎ পলং।
তংক্কাথং পায়য়েদ্রাত্রৌ কটুকত্রয়সংযুতম্॥
ত্রিশূলীয় সমাখ্যাতা তন্মূলং ক্কাথয়েৎ পলম্।
কটুত্রয়সমাযুক্তং পায়য়েৎ কাসশান্তয়ে॥
উষাক্তুসমাযুক্তং কাকিনীমূলমেবচ।
ভক্ষয়েৎ প্রেয়তোজ্যেষু সর্ব্ববান্তিপ্রশান্তয়ে॥
মার্কণ্ডীপত্রচূর্ণস্য গুড়িকাং মধুনা কৃতাম্।
ধারয়েৎ সততং বক্ত্রে কাসবিষ্টম্ভনাশিনীম্॥
ছাগমাংসং পয়শ্ছাগং ছাগং সর্পিঃ সনাগরম্।
ছাগোপসেবা শয়নং ছাগমধ্যেতু যক্ষ্মনুৎ॥
শুক্রায়ত্তং বলং পুংসাং মলায়ত্তং হি জীবনং।
অতোবিশেষাৎ সংরক্ষেৎ যক্ষ্মিণোমলরেতসী॥১০৪

পারা ১ তোলা, সুবর্ণভস্ম (ঐ স্বর্ণ রসভস্মজারিত হইবে) ১ তোলা, মুক্তাভস্ম ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, সোহাগার খই।০ আনা একত্র কাঁজিদ্বারা পেষণপূর্ব্বক চাকি প্রস্তুত করিয়া উত্তমরূপে শুষ্ক করিবে। পরে সেই চাকিগুলি মূষার ভিতর রাখিয়া মৃত্তিকাদ্বারা লেপনপূর্ব্বক তাহাকেও উত্তমরূপে শুষ্ক করিবে। পরে লবণযন্ত্রে ৪ প্রহর পাক করিবে। এই মৃগাঙ্করস রাজরোগ নষ্ট করে। মাত্রা ৪ রতি। ১০টি মরিচ কিম্বা ১০টি পিপুলের দানার সহিত মধু দ্বারা মাড়িয়া সেবন করিবে। ইহাতে প্রায়ই লঘুমাংস প্রযুক্ত হয়। ঘৃতপক্ব অম্লক্ষারযুক্ত, হিঙ্গুশূন্য, এলাইচ, জায়ফল এবং মরিচদ্বারা সংস্কৃত ব্যঞ্জন পথ্য। ইহাতে বার্ত্তাকু, তৈল, বিল্ব এবং করলা, স্ত্রীসেবা এবং ক্রোধ পরিত্যাগ করিবে। কৈবর্ত্তমুতা ও আঢকীর মূলের ক্বাথ ১ পল ত্রিকটুচূর্ণ সহ রাত্রে সেবনীয়। ত্রিশূলীমূলের ক্বাথ ১ পল ত্রিকটুর সহিত কাসশান্তির জন্য সেবন করাইবে। কাকমাচীমূলক্বাথ হিঙ্গুর সহিত বান্তি নিবারণের জন্য সেবনীয়। ভুঁইখখসার পত্রচূর্ণ মধুর সহিত গুটিকা করিয়া সেই গুটিকা সর্ব্বদা মুখে ধারণ করিলে কাস ও বিষ্টব্ধাজীর্ণ নষ্ট হয়। এই রোগে ছাগমাংস, ছাগদুগ্ধ, ছাগঘৃত, শুঁঠের সহিত সেবন করিলে এবং ছাগমধ্যে শয়ন করিলে রোগ আরোগ্য হয়। মনুষ্যের বল, শুক্র, চিত্ত এবং জীবন মলায়ত্ত; অতএব যক্ষ্মাব্যক্তি মল এবং শুক্ররক্ষণে বিশেষ যত্ন করিবে॥১০৪॥

স্বর্ণমৃগাঙ্কোরসঃ—

রসভস্ম হৈমভস্ম তুল্যং গুঞ্জাদ্বয়ং দ্বয়ম্।
পূর্ব্ববদনুপানেন মৃগাঙ্কোঽয়ং ক্ষয়াপহঃ।
ছাগদুগ্ধানুপানেন দশরত্যাদিমাত্রয়া ॥১০৫॥

পারাভস্ম ২ রতি এবং স্বর্ণভস্ম ২রতি পূর্ব্ববৎ অনুপানে সেবন করাইলে ক্ষয়-রোগ শান্তি হয়। ছাগদুগ্ধ অনুপানে ১০ রতি পর্য্যন্ত দেওয়া যায় ॥১০৫॥

লোকেশ্বরো রসঃ।

পলং কপর্দচূর্ণস্য পলং পারদগন্ধয়োঃ।
মাষষ্টঙ্কণকস্যৈকো জম্বীরাম্ভির্বিমর্দ্দয়েৎ ॥
পুটেল্লোকেশ্বরং নাম্না লোকনাথোঽয়মুত্তমঃ।
হন্তে কুষ্ঠং রক্তপিত্তমন্যান্ ব্যাধীন্ ক্ষয়ং নয়েৎ।
পুষ্টিবীর্য্যপ্রসাদৌজঃকান্তিলাবণ্যদঃ পরঃ।
কোঽস্তি লোকেশ্বরাদন্যো নৃণাং শম্ভুমুখোদ্ভবাৎ ॥
১০৬ ॥

কড়িভস্ম ৮তোলা, পারা.গন্ধক মিলিত ৮তোলা, সোহাগার খই ১মাষা, জম্বীর-রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক পুটপাক করিবে। এই ঔষধে কুষ্ঠ ও রক্তপিত্ত ভিন্ন অন্যান্য সর্ব্বব্যাধি আরোগ্য হয়, এবং ইহাতে পুষ্টি, বীর্য্য প্রসাদ, ওজঃ ও লাবণ্য হয়। ইহা শম্ভুর মুখ হইতে উৎপন্ন ॥১০৬॥

পর্প্পটীরসঃ।

ভাগৌ রসস্য গন্ধস্য দ্বাবেকো লোহভস্মতঃ।
এতন্মৃষ্টং দ্রবীভূতং মৃৎপ্রৌ কদলে দলে ॥
পাতয়েল্লোমময়গতে তথৈবোপরি যোজয়েৎ।
ততঃ পিষ্ট্বা দ্রবৈরেভির্মর্দ্দয়েৎ সপ্তধা পৃথক্ ॥
ভার্গীমুণ্ডীচাতিবলা জয়ানির্গুণ্ডিকোদ্রবৈঃ।
ঘোষারসৈঃ কন্যাদ্রবৈঃ শুষ্কং শুষ্কং পুটেল্লঘু ॥
আপঙ্কং খর্পরেনাম্না পর্পটীতো রসো ভবেৎ।
সর্ব্বরোগহরশ্চৈব বহ্নকাদ্যৈর্বিনাসকঃ ॥
তাম্বূলবল্লীপত্রেণ কাসশ্বাসহরঃ পরঃ।
সকলঃ স্বরসাকাথোনুপানং কাসগোজলম্ ॥
অম্লিকাতৈলবার্ত্তাকু কুষ্মাণ্ডপ্রবরীকলম্।
বর্জ্জ্যং মানত্রয়ং সর্ব্বং কফকৃৎ স্ত্রীমুখাদিকম্ ॥১০৭

রস ২ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ লৌহভস্ম ১ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া অগ্নিতে পর্প্পটীপাক করিবে। তদনন্তর নিম্নোক্ত দ্রব্যের রসে সাতটা করিয়া ভাবনা দিবে এবং শুষ্ক করত খাপ্‌রায় করিয়া লঘু-পুট দিবে। বামুনহাটী, মুণ্ডিরী, গোরক্ষ চাকুলে, শিঙ্কি বা গণিয়ারি. ঘোষা, ঘৃত-কুমারী, এই ঔষধ সর্ব্ব রোগঘ্ন। পানের সহিত সেবনে কাস ও শ্বাস আরোগ্য হয়। ইহাতে অম্ল, তৈল, বেগুণ, কুষ্মা-ণ্ডাদি কফকর দ্রব্য এবং স্ত্রীসেবা নিষিদ্ধ পরিমান ৩ রতি ॥ ১০৭ ॥

লোকেশ্বরপোট্টলী রসঃ।

রসস্যভস্মনাহেম পাদাংশেন প্রকল্পয়েৎ।
দ্বিগুণং গন্ধকং দত্ত্বা মর্দ্দয়েচ্চিত্রকাম্বুনা ॥
বরাটিকাংশ্চ সংপূর্য্য টঙ্কণেন নিরুধ্য চ।
ভাণ্ডে চূর্ণপ্রলিপ্তেঽথ ক্ষিপ্ত্বা রুদ্ধ্বাত মৃৎদ্বয়ে ॥
শোষয়িত্বা পুটেদ্‌গর্ত্তেঽরত্নিমাত্রে পরাহ্নিকে।
স্বাঙ্গশীতলমুদ্ধৃত্য চূর্ণয়িত্বাথ বিন্যসেৎ ॥
এষ লোকেশ্বরোনাম বীর্য্যপুষ্টিবিবর্দ্ধনঃ।
গুঞ্জাচতুষ্টয়ঞ্চাস্য পিপ্পলীমধুসংযুতম্ ॥
ভক্ষয়েৎ পয়সা ভক্ত্যা লোকেশঃ সর্ব্বদর্শনঃ।
অঙ্গকার্শ্যেঽগ্নিমান্দ্যে চ কাসে পিত্তে রসত্রয়ম্ ॥
মরিচৈর্ঘৃতসংযুক্তৈঃ প্রদাতব্যো দিনত্রয়ম্।
লবণং বর্জ্জয়েত্তত্র সাজ্যং দধি চ যোজয়েৎ ॥
একবিংশদিনং যাবৎ মরিচং সঘৃতং পিবেৎ।
পথ্যং মৃগাঙ্কবজ্জ্ঞেয়ং শয়ীতোত্তানপাদতঃ ॥
যে শুষ্কা বিষমানলৈঃ ক্ষয়রুজা ব্যাপ্তাশ্চ যে কুষ্ঠিনো যে পাণ্ডুত্বহতাঃ কুবৈদ্যবিধিনা যে শোষিণোদুর্ভগাঃ। যে তপ্তা বিবিধ-জ্বরভ্রমমদোন্মাদৈঃ প্রমাদং গতাস্তে সর্ব্বে বিগতাময়াহি পরয়াস্যুঃ পোট্টলী-সেবয়া ॥১০৮॥

পারদভস্ম ৪ ভাগ, স্বর্ণভস্ম ১ ভাগ, গন্ধক ৮ ভাগ, চিত্রকক্কাথে মর্দ্দনপূর্ব্বক কড়ির ভিতর পূরিয়া সোহাগাদ্বারা রু-

ড়ির মুখ রুদ্ধ করিবে। পরে ঐ কড়িগুলি চূর্ণলিপ্ত ভাণ্ডে পূরিয়া উহার মুখ রুদ্ধ করিয়া দিবে। উক্ত ভাণ্ড শুষ্ক হইলে অরত্নিপরিমিত গর্ত্তে পুট দিবে। পরদিবস শীতল হইলে উদ্ধৃত ও চূর্ণ করিয়া রাখিবে। ইহার নাম লোকেশ্বর রস। ইহাতে বীর্য্যবৃদ্ধি ও শরীরের পুষ্টিসাধন হয়। পরিমাণ ৪ রত্তি। পিপুলচূর্ণ ও মধুর সহিত সেব্য। অঙ্গকার্শ্য, অগ্নিমান্দ্য, কাস এবং পিত্তে মরিচচূর্ণ ও ঘৃতের সহিত ৩ দিন দিবে। ইহাতে লবণ নিষিদ্ধ, কিন্তু ঘৃতের সহিত দধি পথ্য, এবং ২১ দিন ঘৃতের সহিত মরিচচূর্ণ ভক্ষণ করিবে। ইহার পথ্য মৃগাঙ্কবৎ। ইহাতে উত্তানপাদ হইয়া শয়ন ব্যবস্থা। যে সকল লোক বিষমাশন দ্বারা শুষ্ক, ক্ষয়রোগাক্রান্ত, কুষ্ঠী, পাণ্ডুরোগী, বিষম জ্বরাক্রান্ত, ভ্রম ও উন্মাদগ্রস্ত, এবং কুবৈদ্যের চিকিৎসাদোষে শোষযুক্ত এবং দুর্ভাগ্য, তাহারা ও এই লোকেশ্বর সেবনে আরোগ্য হয়। ১০৮।

রাজমৃগাঙ্কোরসঃ।

রসভস্ম ত্রয়োভাগা ভাগৈকং হেমভস্মকম্।
মৃতভাম্রস্য ভাগৈকং শিলাগন্ধকতালকম্॥
প্রতিভাগদ্বয়ং সিদ্ধমেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ।
বরাটীঃ পূরয়েত্তেন অজাক্ষীরেণ টঙ্কণম্॥
পিষ্ট্বা তেন মুখং রুদ্ধা মৃদ্ভাণ্ডে পরিরোধয়েৎ।
শুষ্কং গজপুটে পাচ্যং চূর্ণয়েৎ স্বাঙ্গশীতলম্॥
রসোরাজমৃগাঙ্কোঽয়ং চতুর্গুঞ্জঃ ক্ষয়াপহঃ॥
দশভিঃ পিপ্পলীক্ষৌদ্রৈ র্মরিচৈকোনবিংশতিঃ।
সঘৃতৈর্দাপয়িত্বাথ বাতশ্লেষ্মোদ্ভবে ক্ষয়ে॥১০৯॥

পারা ৩ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তামা ১ তোলা, মনছাল হরিতাল ও গন্ধক প্রত্যেকে ২ তোলা, সমস্ত একত্র মর্দ্দন করিয়া কতকগুলি বড় কড়ির ভিতর পূরিয়া, পরে ছাগদুগ্ধদ্বারা সোহাগাকে মর্দ্দন করিয়া তদ্দ্বারা কড়িগুলির মুখ আঁটিয়া দাও এবং মৃদ্ভাণ্ডে স্থাপনপূর্ব্বক ভাণ্ডের মুখ লেপন দ্বারা রুদ্ধ করিয়া দাও। শুষ্ক হইলে গজপুটে পাক কর। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ রত্তি। অনুপান ঘৃত মধু, ১০টা পিপুল বা ১৯টী মরিচ। এই ঔষধে সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়রোগ আরোগ্য হয়। ১০৯॥

শিলাজত্বাদিলৌহম্।

শিলাজতুমধুব্যোষতাপ্যলৌহরজাংসি বঃ।
ক্ষীরভুক্ লোহিতস্যাশু ক্ষয়ঃক্ষয়মবাপ্নুয়াৎ॥১১০॥

শিলাজতু, যষ্টিমধু, ত্রিকটু, স্বর্ণমাক্ষিক প্রত্যেকে সমান, এবং সর্ব্বসমান লৌহ জলের সহিত মর্দ্দন করিবে। অনুপান দুগ্ধ। ইহাতে রক্তক্ষয় আরোগ্য হয়॥ ।১১০।

সূর্য্যাবর্ত্তো রসঃ।

সূতার্দ্ধো গন্ধকোমর্দ্দ্যো যামৈকং কন্যকাম্বুনা।
দ্বয়োস্তুল্যং তাম্রপত্রং পূর্ব্বকল্কেন লেপয়েৎ॥
দিনার্দ্ধং বালুকাযন্ত্রে পক্বমাদায় চূর্ণয়েৎ॥
সূর্য্যাবর্ত্তো রসোহ্যেষ দ্বিগুঞ্জঃ শ্বাসজিদ্ভবেৎ॥১১১॥

পারা ২ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, ঘৃতকুমারীররসে মর্দ্দন করিয়া রাখিবে। পরে ৩ তোলা তামাকে পূর্ব্বমর্দ্দিত রসগন্ধকদ্বারা লেপন করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক

করিবে মাত্রা ২রতি। ইহাতে শ্বাসরোগ আরোগ্য হয় ॥১১১॥

ইতি শ্বাসাধিকারঃ।

অথ হিক্কাদৌ। রসেন্দ্রগুড়িকা—

কর্ষং শুদ্ধরসেন্দ্রস্য গন্ধকস্যাভ্রকস্য চ।
তাম্রস্য হরিতালস্য লোহস্য চ বিষস্য চ॥
মরিচস্য চ সর্ব্বেষাং সূক্ষ্মচূর্ণং পৃথক্ পৃথক্।
মাণোল্লো ঘণ্টকর্ণশ্চ নির্গুণ্ডী কাকমাচিকা॥
কেশরাজভৃঙ্গরাজস্বরসেন সুভাবিতাম।
কলায়পরিমাণাস্তু বটিকাং কারয়েদ্ভিষক্॥
কৃত্বাদৌ শিবমভ্যর্চ্চ দ্বিজাতীন্ পরিতোষ্য চ।
জীর্ণাহ্নোভক্ষয়েৎ পশ্চাৎ ক্ষরমাংসরসাশনঃ॥
অপি বৈদ্যশতৈস্ত্যক্তমম্লপিত্তং নিযচ্ছতি।
কাসং পঞ্চবিধংহন্তি শ্বাসঞ্চৈব সুদুর্জ্জয়ম্ ॥১১২॥

পারা, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, হরিতাল, বিষ এবং মরিচ প্রত্যেকে সূক্ষ্মচূর্ণ ২ তোলা, ঘেঁটু, নিসিন্দা, কাকমাচী, ভীমরাজ, কেশরাজ, মাণ এবং ওল, ইহাদের রসে এক একটা ভাবনা দিয়া কলাই পরিমাণ বটিকা করিবে।

অগ্রে মহাদেবের পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করিয়া আহার জীর্ণ হইলে ভক্ষণ করিবে। অনুপান দুগ্ধ ও মাংসরস। এই ঔষধে বৈদ্যপরিত্যক্ত অম্লপিত্ত ও আরোগ্য হয় এবং দুর্জ্জয় পঞ্চবিধ কাস এবং শ্বাসরোগ আরোগ্য হয়। অনুপান আদার রস ॥১১২॥

হেমাদ্রিরসঃ—

আচ্ছাদিতশিলাং তাম্রীং দ্বিগুণাং বালুকাঙ্কযো।
পক্কা সংচূর্ণ্য গন্ধেকেশৌ দিনার্দ্ধং তাং পুনঃ পচেৎ।
শ্বাসহেমাদ্রিনামায়ং মহাশ্বাস বিনাশনঃ।
বর্ণবৃদ্ধিকরোহেম সুবর্ণস্য ন সংশয়ঃ ॥১১৩॥

তামার পাত ২ ভাগকে ১ ভাগ মনছালদ্বারা লেপনপূর্ব্বক বালুকাযন্ত্রে পাক করিবে। পরে চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত সমভাগ রস ও গন্ধক মিশ্রিত করিয়া, পুনর্ব্বার ১২ঘণ্টা পাক করিবে। ইহাতে মহাশ্বাস আরোগ্য হয়। এবং ইহা স্বর্ণেরও বর্ণ বৃদ্ধি করে। ১১৩॥

মেঘডম্বরোরসঃ—

তণ্ডুলীয়দ্রবৈঃ পিষ্টং সূতং তুল্যাংশ গন্ধকম্।
বজ্রমূষাগতঞ্চৈব ভূধরে ভস্মতাং নয়েৎ॥
দশমূলকষায়েন ভাবয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্।
গুঞ্জাদ্বয়ং হরত্যাশু হিক্কাশ্বাসং ন সংশয়ঃ।
অনুপানেন দাতব্যোরসোহয়ং মেঘডম্বরঃ ॥১১৪॥

পারা, গন্ধক, সমান, কাঁটানটের রসে মর্দ্দন করিয়া বজ্রমূষায় ভরিয়া ভূধরযন্ত্রে ভস্ম করিবে। পরে দশমূলের ক্বাথে দুই প্রহর মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২ রতি। উচিত অনুপানের সহিত প্রদান করিলে, ইহাতে হিক্কাশ্বাস নষ্ট করে॥১১৪॥

পিপ্পল্যাদিলৌহঃ—

পিপ্পল্যামলকীদ্রাক্ষাকোলাস্থিমধুশর্করাঃ
বিড়ঙ্গপুষ্করৈর্যুক্তো লৌহো হন্তি সুদুর্জ্জয়াম্॥
ছর্দ্দিং হিক্কাং তথাতৃষ্ণাং ত্রিরাত্রেণ ন সংশয়ঃ ॥১১৫

পিপুল, আমলা, দ্রাক্ষা, কুলআঁটীর শস্য, মধু, চিনি, বিড়ঙ্গ এবং কুড়চূর্ণ প্রত্যেকে ১তোলা, লৌহ ৮তোলা একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক অবলেহ প্রয়োগ করিলে দুর্জ্জয় হিক্কা ছর্দ্দি এবং তৃষ্ণা তিনরাত্রের মধ্যে আরোগ্য হয় ॥১১৫॥

ইতি হিক্কাশ্বাসাধিকারঃ।

অথ তৃষ্ণায়াম্—

তাম্রং চক্রিকয়াবদ্ধং সূতং তালং সতুত্থকম্।
বটাঙ্কুররসৈর্মর্দ্দ্যং তৃষ্ণাজিদ্রসনামতঃ ॥১১৬॥

তাম্রভস্ম, পারা হরিতাল এবং তুঁতে সমভাগে লইয়া বটাঙ্কুররসে মর্দ্দনপূর্ব্বক চাকি প্রস্তুত করিয়া পুটপক্ক করিবে। মাত্রা ৩রত্তি,ইহাতে তৃষ্ণা নষ্ট হয় ॥১১৬

ইতি তৃষ্ণাধিকারঃ।

অথোন্মাদে—

উন্মাদে পর্পটী দদ্যা সাজাবীপয়সান্বিতা ॥
অপস্মারেঽপি তৎপ্রোক্তমেতয়োরাজ্যকেন বা ॥
১১৭॥

উন্মাদরোগে ও অপস্মাররোগে পর্পটী-রস ছাগদুগ্ধ কিংবা ঘৃতের সহিত হিত-কর হয় ॥ ১১৭ ॥

উন্মাদাঙ্কুশঃ—

ত্রিদিনং কনকদ্রাবৈর্মর্দ্দিতং তদ্রসৈঃ পুনঃ।
বিষমুষ্টিদ্রবৈঃ সূতং সমুত্থাপ্যাকচক্রিকাম্ ॥
কৃত্বা তস্যাং সগন্ধস্তং যুক্ত্যা বন্ধনমানয়েৎ ॥
তৎ সমং কানকং বীজমভ্রকং গন্ধকং বিষম্ ॥
মর্দ্দয়েত্রিদিনং সর্ব্বং বল্লমাত্রং প্রযোজয়েৎ ॥১১৮॥

পারা ২ তোলাকে, ধুতুরা, জলপিপ্পলী, কুঁচিলার রসে তিন দিবস মাড়িয়া ঊর্দ্ধ-পাতন করিবে। পরে ২ তোলা গন্ধকের সহিত মর্দ্দনকরিয়া স্বতপ্ত তাম্র চক্রিকা-দ্বারা যুক্তিপূর্ব্বক একপ পাক করিবে, যেন পারা না উড়িয়া যায়। তদনন্তর উহাতে ধুতুরার বীজ ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা এবং বিষ ২ তোলা দিয়া জলের সহিত মর্দ্দন করিয়া ৩ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। অনুপান মধু ॥ ১১৮ ॥

ত্রিকত্রয়াদ্যংলৌহম্—

যদুক্তমপস্মারে তদুন্মাদে চ কীর্ত্তিতং।
ত্রিকত্রয়সমাযুক্তং জীবনীয়যুতং তথা ॥
হন্ত্যপস্মারমুন্মাদং বাতব্যাধিং সুদুস্তরম ॥১১৯॥

অপস্মাররোগে যে যে ঔষধ কথিত হইয়াছে, উন্মাদেও সেই সেই ঔষধ কথিত হইয়াছে।

ত্রিকটু, ত্রিফলা এবং ত্রিমদ, (মুতা, চিতা ও বিড়ঙ্গ) জীবক, (১) ঋষভক,(২) মেদা, (৩) মহামেদা, (৪) কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, যষ্টিমধু, মুগানি, মাষানি, জীবন্তী এবং লৌহচূর্ণ সমভাগে লইয়া মর্দ্দন করিবে। ইহাতে দুস্তর উন্মাদ, অপস্মার ও বাতব্যাধি আরোগ্য হয়॥১১৯

ইতি উন্মাদাধিকারঃ॥

অথ বাতব্যাধৌ।

গন্ধালমাক্ষিকময়ঃ সুরসাবিষাণি।
সূতেঙ্গনটঙ্কণকটুত্রয়মগ্নিমন্থম্।
শৃঙ্গীং শিবাং দৃঢ়তরং স্বরসেভশুণ্ড্যোঃ
ক্ষীরেণ ঘৃষ্টমনিলাময়হারি বদ্ধম্॥
রাস্নামৃতাদেবদারুশুণ্ঠীমুস্তশৃতং পয়ঃ। (৫)
সগুগ্গুলং পিবেৎ কোষ্ণমনুপানং সুখাবহম্॥
অনুপানমিদং রাস্নাধিক্যো
অত্রসুরসা নিগুণ্ডী। শৃঙ্গীং বিনাপি কুর্ব্বন্তি॥১২০॥

গন্ধক, হরিতাল, স্বর্ণমাক্ষিক, লৌহ, নিসিন্দা, বিষ, পারা, সোহাগার খই, ত্রিকটু, গণিয়ারি, কাঁকড়াশৃঙ্গী,হরীতকী, সমভাগে লইয়া নিসিন্দা এবং হাতি-শুঁড়ের ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্র-স্তুত করিবে। ইহাতে বাতব্যাধি নষ্ট হয়। অনুপান রাস্না, গুলঞ্চ, দেবদারু, শুঁঠ, মুতা এবং গুগ্‌গুল, ইহাদের ক্বাথ

(১) অভাবে গুলঞ্চ।
(২) অভাবে বংশলোচন।
(৩) অভাবে অশ্বগন্ধা।
(৪) অভাবে অনন্তমূল।
(৫) বাতারিজং শৃতং। [২য় পাঠঃ।]

ঈষদুষ্ণ পান করিলে অতীব সুখাবহ হয়॥ ১২০॥

বিজয়ভৈরবতৈলম্—

রসগন্ধশিলাতালং সর্ব্বং কুর্য্যাৎ সমাংশকম্।
চূর্ণয়িত্বা ততঃ শুক্লমারনালেন পেষয়েৎ॥
তেন কল্কেন সংলিপ্য সূক্ষ্মবস্ত্রং ততঃ পরম্।
তৈলাক্তং কারয়েদ্বর্ত্তিমূর্দ্ধভাগে চ তাপয়েৎ॥
বর্ত্ত্যধঃস্থাপিতে পাত্রে তৈলং পততি শোভনম্।
লেপয়েত্তেন গাত্রাণি ভক্ষণায় চ দাপয়েৎ॥
নাশয়েৎসূতটৈতলং তদ্বাতরোগানশেষতঃ।
বাহুকম্পং শিরঃকম্পং জঙ্ঘাকম্পং ততঃপরম্॥
একাঙ্গঞ্চ তথাবাতং হন্তি লেপাৎ ন সংশয়ঃ।
রোগশান্ত্যৈ প্রদাতব্যং তৈলং বিজয়ভৈরবম্॥
১২১॥

পারা, গন্ধক, মনছাল, হরিতাল, প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে লইয়া কাঁজির সহিত পেষণ করিবে। অনন্তর সূক্ষ্মবস্ত্রে উক্ত কল্কদ্রব্য লেপনপূর্ব্বক ঐ বস্ত্রে বর্ত্তি প্রস্তুত ও শুষ্ক করিবে। তৎপরে ঐ বর্ত্তি ঊর্দ্ধদিকে জ্বালিয়া তাহার উপর বিন্দু বিন্দু তৈল দিতে আরম্ভ করিবে, এবং তাহার নীচে একটি পাত্র রাখিবে। সেই বর্ত্তি যত পুড়িতে থাকিবে, তত তৈল নির্গত হইয়া অধঃস্থ পাত্রে পড়িবে। এই তৈল মর্দ্দন ও ভক্ষণ করিতে দিবে। ইহাতে বাতরোগ, বাহুকম্প, শিরঃকম্প, জঙ্ঘাকম্প এবং একাঙ্গবাত শীঘ্র আরোগ্য হয়॥১২৩॥

পিষ্টীরসঃ।

সূতাৎ পকার্কতৈশ্চকং কৃত্বা পিষ্টিং সগন্ধকম্।
সূতাংশং নাগবল্ল্যাশ্চ দ্রবৈঃ পিষ্ট্বা প্রলেপয়েৎ॥
তাম্রপত্রীং প্রলিপ্যেতাং রুদ্ধা গজপুটে পচেৎ।
দ্বিগুঞ্জং ত্র্যূষণেনার্দ্ধবপুর্বাতং সকম্পকম্।
নিহন্তি দাহসন্তাপমূর্চ্ছাপিত্তসমন্বিতম্॥১২৪॥

পারা ৫ ভাগ, গন্ধক ১০ ভাগ পেষণ করিয়া কজ্জলি প্রস্তুত করিবে। পরে পানের রসের সহিত মর্দ্দন করিয়া তামার পাত ১ ভাগ লেপন পূর্ব্বক গজপুট দিবে। মাত্রা ২ রতি ত্রিকটুর সহিত প্রয়োগ করিলে কম্প, দাহ, সন্তাপ, মূর্চ্ছা এবং পিত্তযুক্ত অর্দ্ধাঙ্গবাত নষ্ট হয়॥ ১২৪॥

কালকণ্টকরসঃ—

বজ্রসূতাভ্রহেমার্কতীক্ষ্ণমুণ্ডং ক্রমোত্তরম্।
মারিতং মর্দ্দয়েদম্লবর্গেণ দিবসত্রয়ম্॥
ত্রিক্ষারং পঞ্চলবণং মর্দ্দিতস্য সমং মতম্।
দত্বা নির্গুণ্ডিকাদ্রাবৈঃ মর্দ্দয়েদ্দিবসত্রয়ম্॥
শুষ্কমেতদ্বিচূর্ণ্যাথ বিষং চাস্যাষ্টমাংশতঃ।
টঙ্কণং বিষতুল্যাংশং দত্বা জম্বীরজদ্রবৈঃ॥
ভাবয়েদ্দিনমেকন্তু রসোঽয়ং কালকণ্টকঃ।
দাতব্যোবাতরোগেষু সন্নিপাতে বিশেষতঃ॥
দ্বিগুঞ্জমার্দ্রকদ্রাবৈ র্ঘৃতৈ র্বা বাতরোগিণাম্।
নির্গুণ্ডীমূলচূর্ণন্তু মরিচাখ্যঞ্চ গুগ্‌গুলুম্॥
সমাংশং মর্দ্দয়েদাজ্যে ভবতী কর্ষসম্মিতা।
অনুযোজ্যা ঘৃতৈর্নিত্যং স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ ভোজনম্॥
মণ্ডলান্নাশয়েৎ সর্ব্বান্ বাতরোগান্ন সংশয়।
সন্নিপাতে পিবেচ্চানু রবিমূলকষায়কম্॥১২৫॥

হীরক ১ ভাগ, পারদ, ২ ভাগ অভ্র, ৩ ভাগ, স্বর্ণ ৪ ভাগ, তামা ৫ ভাগ মুণ্ড লৌহ ৬ ভাগ, অম্লবর্গ দ্বারা ৩ দিন মর্দ্দন করিবে। ক্ষারত্রয়, এবং পঞ্চলবণ, প্রত্যেকে পূর্ব্ব মর্দ্দিত দ্রব্যের সমভাগ লইয়া নিশিন্দা রসে ৩দিন মর্দ্দন করিবে। শুষ্ক হইলে তাহাতে সর্ব্ব দ্রব্যের অষ্টমাংশ, বিষ ও সোহাগার খই প্রদান করিয়া জম্বীর রসে ১ একদিন মর্দ্দন করিয়া কালকণ্টক রস প্রস্তুত করিবে। ইহা বাতরোগের ঔষধ, বিশেষতঃ সন্নিপাতে প্র-

যোজ্য। এই ঔষধ বাতরোগে আদার রস কিম্বা ঘৃতের সহিত দিবে। এবং নিশিন্দার মূল চূর্ণ, মহিষাক্ষ গুগ্‌গুল সমভাগে লইয়া ঘৃতের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক যথাযোগ্য পরিমিত উহার সহিত সেবন করিতে দিবে। পথ্য স্নিগ্ধ এবং উষ্ণ দ্রব্য। ইহাতে ৪০ দিনের মধ্যে বাতরোগ সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হয়। সন্নিপাতে আকন্দমূলের কষায় সেবন করাইবে॥ ২৫॥

অর্কেশ্বরোরসঃ—

রসস্য ভাগাশ্চত্বারো গন্ধকস্য দশৈবতু।
তাম্রস্য বাটিকাযাঞ্চ দত্ত্বা টৈনামধোমুখীম্॥
সম্যক্ নিরুধ্য তস্যাশ্চ দদ্যাদূর্দ্ধং শরাবকম্।
ভাণ্ডে নিরুধ্য যত্নেন ভস্মনাপূর্য্য ভাণ্ডকম্॥
অগ্নিং প্রজ্বালয়েদ্যামং মুখং তস্য নিরুধ্য চ।
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য তত্তাম্রং চূর্ণয়েচ্ছনৈঃ।
ভাবয়েদর্কদুগ্ধেন পুটিত্বা দশধা পুনঃ॥
রসোঽর্কেশ্বরনামায়ং লবণাদিবিবর্জ্জিতঃ।
মাসমাত্রপ্রয়োগেণ মণ্ডলাদিবিনাশনঃ।
পুটদানমমং স্থাল্যামেব, রসযুক্তস্যান্যস্য।
গন্ধেনসমং স্থাল্যামেব পুটদানম্॥১২৫॥

রস ৪ ভাগ গন্ধক ১০ ভাগ, তামার একটি বাটী করিয়া তন্মধ্যে রস ও গন্ধক ভরিয়া অধোমুখে ভাণ্ড মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক তাহার উপর শরা ঢাকা দিয়া ভাণ্ডকে পাংশু পূর্ণ করিবে। এবং ভাণ্ডের মুখ রুদ্ধ করিয়া এক প্রহর জ্বাল দিবে। শীতল হইলে ঔষধ বাহির করিয়া উত্তমরূপ চূর্ণ করিবে। তৎপরে অর্কক্ষীর দ্বারা মাড়িয়া গন্ধক সংযোগে স্থালী মধ্যে পুট দিবে। এই রূপ দশঃ বার করিলে ঔষধ সিদ্ধ হইবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহাতে লবণাদি নিষিদ্ধ। এই ঔষধ ১ মাস প্রয়োগ করিলে মণ্ডলাদি রোগ ভাল হয়॥ ১২৬॥

তালকেশ্বরঃ।

একভাগোরসস্যাস্য শুদ্ধতালকভাগিকঃ।
অষ্টৌস্যুর্নির্জয়ায়াশ্চ গুড়িকাং গুড়তঃ শুভাম্॥
একৈকাং ভক্ষয়েৎ প্রাতশ্ছায়ায়ামুপবেশয়েৎ।
তালকেশ্বরনামায়ং যোগোঽস্পর্শবিনাশনঃ॥
মণ্ডলস্থনিঘৃষ্যার্থ চিত্রকেণোপলেপয়েৎ।
অস্পাস্পর্শপ্রদোষেতু রক্তং নিঃসার্য্য দেশতঃ।
বিষলেপং প্রকুর্ব্বীত বাতারিবীজলেপনম্॥১২৭॥

১ ভাগ পারা, ১ ভাগ হরিতাল, ৮ ভাগ সিদ্ধিচূর্ণ, গুড়ের সহিত মিশ্রিত করিয়া গুড়িকা বান্ধিবে। উক্ত গুড়িকা ছায়ায় শুষ্ক করিয়া প্রাতে এক একটি ভক্ষণ করিবে। ইহাতে অস্পর্শতা দোষ আরোগ্য হয়। মণ্ডল স্থান ঘর্ষণ করিয়া ঐ স্থানে চিতের মূল বাটিয়া লেপন করিবে। অল্প পরিমাণে অসাড় হইলে সেই স্থান হইতে রক্তনিঃসারণপূর্ব্বক বিষ লেপন ও ভেরেণ্ডাবীজ বাটিয়ালেপন করিলে অস্পার্শতা আরোগ্য হয়॥ ১২৭॥

অর্কেশ্বরোরসঃ।

রসেনগন্ধং দ্বিগুণং বিমর্দ্দ্য
তাম্রস্য চক্রেণ সুতাপিতেন।
আচ্ছাদয়িত্বাথ ততঃ প্রযুক্ত্বা
চক্রেবিলগ্নঞ্চ ততঃ প্রগৃহ্য॥
সংচূর্ণ্য চ দ্বাদশধার্কদুগ্ধৈঃ
পুটেত বহ্নিত্রিফলাজ্বলৈশ্চ।
সঞ্জাবিতোঽর্কেশ্বর এষসূতো
গুঞ্জাদ্বিসংখ্যাস্য ফলত্রয়েণ।
দদীত মাষত্রিতয়েন সুপ্তি
বাতাদ্বিমুক্তোহি ভবেৎক্ষিতাশী।
ক্ষারং সুতীক্ষ্ণং দধিমাংসমাষং
বৃন্তাকমৎস্যাদি বিবর্জ্জনীয়ম্॥১২৮॥

পারা ১ ভাগ গন্ধক ২ ভাগ একত্র করিয়া সুতপ্ত তাম্র চক্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে তাহাহইলে উহা চক্রের গাত্রে লাগিবে। পরে চক্রের গাত্রলগ্ন ঔষধকে যত্নপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া চূর্ণকরিবে, এবং অর্কক্ষীর, চিত্রক ও ত্রিফলার ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া পুট দিবে। এইরূপ দ্বাদশ বার করিয়া ঔষধ সাঙ্গ করিবে। মাত্রা ২ রতি অনুপান ত্রিফলার জল। এই ঔষধ ৩ মাস সেবন করিলে সুপ্তিবাত আরোগ্য হয়। ইহাতে তীক্ষ্ণ ক্ষার দধি মাংস মাষকলাই বার্ত্তাকু এবং মধু বর্জ্জনীয়। ১২৮।

সিদ্ধতালকেশ্বরঃ—

তালসত্ত্বচতুর্থাংশং সূতংকৃত্বা চ কজ্জলীম্॥
সোমরাজীকষায়েণ মর্দ্দয়িত্বা পুনঃ পুনঃ॥
অধোভূধরগং পাচ্যং কাচকূপ্যাং দিনত্রয়ম্।
তালেন সদৃশং কিঞ্চিদৌষধং কুষ্ঠরোগিণাম্॥
সর্ব্বং বাতবিকারঘ্নং গ্রন্থিশোথনিবারণম্॥১২৯॥

হরিতাল ৪ ভাগ, পারা ১ ভাগ, একত্র মাড়িয়া সোমরাজের ক্বাথে পুনঃ পুনঃ মর্দ্দনপূর্ব্বক কাচনির্ম্মিত কূপী মধ্যে ভরিয়া অধোভূধরযন্ত্রে ৩ দিন পাক করিবে। ইহার তুল্য কুষ্ঠ রোগের ঔষধ দ্বিতীয় নাই, ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বাত জন্য বিকার এবং গ্রন্থি শোথ আরোগ্য হয়॥ ১২৯॥

ত্রিগুণাখ্যরসঃ—

গন্ধকান্তিগুণং সূতং শুদ্ধং মৃদ্বগ্নিনা ক্ষণম্।
পক্বাবতার্য্য সংচূর্ণ্য চূর্ণতুল্যাভয়াযুতম্॥
সপ্তগুঞ্জামিতং খাদেদর্দ্ধয়েচ্চ দিনে দিনে।
গুঞ্জৈকৈকং ক্রমেণৈব যাবৎ স্যাদেকবিংশতিঃ॥
ক্ষীরাজ্যং শর্করামিশ্রং শাল্যন্নং পথ্যমাচরেৎ।
কম্পবাতপ্রশান্ত্যর্থং নির্বাতে নিবসেৎ সদা।
ত্রিগুণাখ্যো রসোনাম ত্রিপক্ষাৎ কম্পবাতনুৎ॥
১৩০॥

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ৮ ভাগ, মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া নামাইয়া চূর্ণ করিবে। পরে সমভাগ হরীতকী চূর্ণ ঐ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রথম দিবস ৭ রতি সেবন করাইবে। দ্বিতীয় দিবস হইতে ২১ দিবস পর্য্যন্ত প্রত্যহ এক এক রতি করিয়া বাড়াইবে। ঘৃত দুগ্ধ চিনি এবং শালি ধান্যের অন্ন পথ্য দিবে। এবং কম্পবাত শান্তির জন্য সর্ব্বদা নির্ব্বাত স্থানে বাস করিবে। এই ত্রিগুণাখ্য রসে তিন পক্ষের মধ্যে কম্পবাত আরোগ্য হয়॥ ১৩০॥

রক্তপিত্তে চ যে যোগাস্তান্ পিত্তেঽপি যোজয়েৎ।
১৩১॥

রক্তপিত্ত অধিকারোক্ত ঔষধ সকল পিত্তেতেও ব্যবহার করিবে॥ ১৩১॥

ইতি বাতাধিকারঃ।

অথ বাতরক্তে। লেপস্তুতঃ—

কনককভুক্কগবল্লীমালতীপত্রমূর্ব্বা
দলরসকুনটীভির্মর্দ্দিতৈস্তৈলযোগাৎ।
অপহরতি রসেন্দ্রঃ কুষ্ঠকণ্ডু বিসর্প
স্ফুটিতচরণরক্তং শ্যামলত্বং নরাণাম্।
অস্যতৈলস্য লেপেন বাতরক্তং প্রশাম্যতি।
অত্রাকেশ্বরোঽপি যোজ্যঃ॥১৩২॥

ধুতুরাপত্র পানপত্র মালতী পত্র মুর্গাপত্ররস এবং মনুছাল তৈলের সহিত মর্দ্দন করিয়া যে শ্রেষ্ঠ ঔষধ প্রস্তুত হয়, তাহা কুষ্ট কণ্ডু বিসর্প পাদস্ফোট এবং শরীরের কৃষ্ণত্ব নষ্ট করে। এবং এই ঔষধলিপ্ত করিলে বাতরক্তও আরোগ্য হয়।

এই রোগে অর্কেশ্বরও প্রয়োগকরিবে ॥ ১৩২ ॥

গুড়ূচীলৌহঃ—

গুড়ূচীসত্ত্বসংযুক্তং ত্রিকত্রয়সমন্বয়াৎ।
বাতরক্তং নিহন্ত্যাশু সর্ব্বরোগহরোপি সন্।
অত্র লৌহ মিতিশেষঃ। গুড়ূচীলৌহম্ ॥১৩৩॥

গুলুঞ্চের পালো, ত্রিকটু, ত্রিফলা, এবং ত্রিমদ সমভাগ এবং সর্ব্বসমান লৌহ একত্র মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে বাতরক্ত এবং সর্ব্ব প্রকার রোগ আরোগ্য হয় ॥ ১৩৩ ॥

ইতি বাতরক্তাধিকারঃ।

অথামবাতে। বাতবিধ্বংসনরসঃ—

প্রক্ষিপ্য গন্ধং রসতুল্যভাগং
কলা প্রমাণঞ্চ বিষং সমস্তাৎ।
কৃষ্ণাম্বুতোয়েন চ ভাবয়িত্বা
বল্লং দদীতাস্য মরুৎপ্রশান্ত্যৈ ॥
অপস্মারে তথোন্মাদে সর্ব্বাঙ্গব্যথনেঽপি চ।
দেয়োঽয়ং বল্লমাত্রস্তু সর্ব্ববাতনিবৃত্তয়ে ॥১৩৪॥

পারা ৪ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ (অথবা ১ ভাগ এবং উভয়ের ষোড়শভাগ বিষ একত্র চিতার কাথে ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে বাতরোগ আরোগ্য হয়। এতভিন্ন ইহা দ্বারা অপস্মার উন্মাদ, সর্ব্বাঙ্গ বেদনা, একাঙ্গবাত, আমবাত, হনুস্তম্ভ, এবং সর্ব্বপ্রকার বাত আরোগ্য হয় ॥১৩৪ ॥

আমবাতারিঃ—

এরণ্ডমূলত্রিফলা গোমূত্রং চিত্রকং বিষম্।
শুঠেকাঘৃতসম্পন্না সর্ব্বান্ বাতান্ বিনাশয়েৎ ॥১৩৫

এরণ্ডমূল, ত্রিফলা, গোমূত্র, চিত্রক এবং বিষ সমভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণ ঘৃতের সহিত প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার বাত ভাল হয়। ১৩৫

বৃদ্ধদারাদ্যলৌহম্—

বৃদ্ধদারত্রিবৃদ্দন্তী করিকর্ণাগ্নিমানকৈঃ।
ত্রিকত্রয়সমাযুক্তমামবাতান্তকং স্বয়ং।
সর্ব্বানেব গদান্ হস্তি কেশরী করিণীর্যথা ॥১৩৬॥

বৃদ্ধদারকবীজ, তেউড়ির মূল, হস্তিকর্ণ পলাশমূল, মাণমূল, লৌহ এবং ত্রিকটু সমভাগ একত্র মর্দ্দন। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার আমবাত আরোগ্য হয়। ১৩৬।

আমবাতারিবটিকা—

রসগন্ধকলৌহাভ্রতুত্থটঙ্কণসৈন্ধবান্।
সমভাগৈর্বিচূর্ণ্যাথ চূর্ণাৎ দ্বিগুণগুগ্গুলুঃ ॥
গুগ্গুলোঃপাদিকং দেয়ং ত্রিফলাচূর্ণমুত্তমম্।
তৎসমং চিত্রকস্যাথ ঘৃতেন বটিকাং কুরু ॥
খাদেন্মাষদ্বয়ং চেদং ত্রিফলাজলযোগতঃ।
আমবাতারিবটিকা পাচিকা ভেদিকা ততঃ ॥
আমবাতং নিহন্ত্যাশু গুল্মশূলোদরাণি চ।
যকৃৎপ্লীহানমষ্ঠীলাং কামলাং পাণ্ডুকামলাম্ ॥
হলীমকাম্লপিত্তে চ শ্বয়থুং শ্লীপদার্ব্বুদৌ।
গ্রন্থিশূলশিরঃশূলং গৃধ্রসীং বাতরোগহা ॥
গলগণ্ডং গণ্ডমালাং ক্রিমিকুষ্ঠবিনাশিনী।
বিদ্রধিং গর্দভানাহং চোদরব্যাধিনাশিনী ॥১৩৭॥

পারা, গন্ধক, লৌহ, তাম্র, তুঁতেভস্ম সোহাগার খই এবং সৈন্ধব সমভাগ লইয়া চূর্ণ করিবে। পরে ঐ সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ গুগগুল, গুগ্গুলের চতুর্থাংশ ত্রিফলা চূর্ণ, এবং তৎসমান চিত্রক চূর্ণ একত্র ঘৃতের সহিত বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাষকলায় পরিমাণ ২ বটী ত্রিফলার জলের সহিত দিবে। এই আমবাতারি গুড়িকা পাচিকা এবং ভেদিকা। ইহা দ্বারা আমবাত, গুল্ম, শূল, উদরী, যকৃৎ, প্লীহা, অষ্ঠীলা, কামলা, পাণ্ডুকামলা, হলীমক, অম্লপিত্ত, শোথ, শ্লীপদ, অর্ব্বুদ,

গ্রন্থিশূল, শিরঃশূল, গৃধ্রসীবাত, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, কৃমি, কুষ্ঠ, বিদ্রধি এবং আনাহাদি রোগ নষ্ট হয়। ৩৩৭॥

আমবাতেঽত্যুগ্রে দুগ্ধং মুদ্গাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ॥ ১৩৮॥

আমবাত অত্যুগ্র হইলে দুগ্ধ এবং মুদ্গ পরিত্যাগ করাইবে। ১৩৮।

ইতি আমবাতাধিকারঃ।

অথ শূলে। বিদ্যাধরাভ্রম্—

বিড়ঙ্গমুস্তত্রিফলাগুড়ূচী
দন্তীত্রিবৃচ্চিত্রকটূনিচৈব।
প্রত্যেকমেষাং পিচুভাগচূর্ণম্
পলানি চত্বার্য্যয়সোমলস্য॥
গোমূত্রসিদ্ধস্য পুরাতনস্য
কিম্বাস্য দেয়ানি চিরাটিকায়াঃ।
কৃষ্ণাভ্রচূর্ণস্য পলং বিশুদ্ধং
নিশ্চন্দ্রকং শ্লক্ষ্ণমতীব সূতাৎ॥
পাদোনকর্ষং স্বরসেন খল্লে
শিলাতলে মন্থ্যমনীদলস্য।
সংশোষ্য পশ্চাদতিশুদ্ধগন্ধ
পাষাণচূর্ণেন পিচুস্মিতেন॥
যুক্ত্যা ততঃ পূর্ব্বরজাংসি দত্ত্বা
সর্পির্ম্মধুভ্যামবমর্দ্দ্য যত্নাৎ।
নিধাপয়েৎ স্নিগ্ধবিশুদ্ধভাণ্ডে
ততঃ প্রয়োজ্যোঽস্য রসায়নস্য॥
প্রাগ্মাষকৌ দ্বাবথবা ত্রয়ো বা
গব্যং পয়োবা শিশিরং জলং বা।
পিবেদয়ং যোগবরঃ প্রভূত-
কালপ্রনষ্টানলদীপকশ্চ॥
যোগো নিহন্যাৎ পরিণামশূলং
শূলং তথাম্লদ্রবসংজ্ঞকঞ্চ।
যক্ষ্মাম্লপিত্তং গ্রহণীং প্রবৃদ্ধাং
জীর্ণজ্বরং লোহিতকঞ্চ কুষ্ঠং॥
ন সন্তি তে যান্ ন নিহন্তি রোগান্
যোগোত্তমঃ সম্যগুপাস্যমানঃ॥১৩৯॥

বিড়ঙ্গ, মুতা, ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দন্তীমূল, তেউড়ীমূল, ত্রিকটু প্রত্যেকে ২ তোলা, গোমূত্রসিদ্ধ পুরাতন লৌহ ৩২ তোলা, কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ ৮ তোলা, থুলকুড়ির রসে শোধিত হিঙ্গুলোথ পারদ ১॥ তোলা গন্ধক ১ তোলা (কজ্জলীকরণপূর্ব্বক) একত্র ঘৃত ও মধুর সহিত মিশ্রিত ও মর্দ্দন করিয়া বটী প্রস্তুত করিবে। এবং যত্নপূর্ব্বক ঘৃতভাণ্ডে রক্ষা করিবে। পরিমাণ প্রথমে ২.৩ মাষা। অনুপান গব্যদুগ্ধ কিম্বা শীতল জল। ইহাতে পরিণাম শূল, শূল, অম্লদ্রবশূল, যক্ষ্মা, অম্লপিত্ত, দুষ্টগ্রহণী, জীর্ণজ্বর এবং রক্তকুষ্ঠাদি নানাবিধ রোগ আরোগ্য হয়। ১৩৯।

পথ্যালৌহম্।

পথ্যালৌহরজঃ শুণ্ঠী তচ্চ লিং মধুসর্পিষা।
পরিণামরুজং হন্তি বাতপিত্তকফান্বিতাম্॥১৪০॥

হরীতকী চূর্ণ লৌহভস্ম এবং শুঁটচূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার পরিণামশূল আরোগ্য হয়। অনুপান মধু ও ঘৃত॥ ১৪০।

কৃষ্ণাভ্রলৌহম্।

কৃষ্ণাভয়ালৌহচূর্ণং লেহয়েন্মধুসর্পিষা।
পরিণামভবং শূলং সর্ব্বং হন্তি ত্রিদোষজম্॥১৪১॥

পিপুল চূর্ণ হরীতকি চূর্ণ এবং লৌহভস্ম সমভাগ একত্র করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত লেহন করাইলে পরিণামশূলমাত্র আরোগ্য হয়। ১৪১।

মধ্যপানীয়ভক্তগুড়িকা।

কৃষ্ণাভ্রলৌহমলশুদ্ধবিড়ঙ্গচূর্ণম্
প্রত্যেকমেকপলিকং বিধিবদ্বিধায়।
চব্যং কটুত্রয়ফলত্রয়কেশরাজ
দন্তীপয়োদচপলানলখণ্ডকর্ণাঃ॥
মাণৌল্লশৃঙ্গবৃহতীত্রিবৃতাঃ সমূর্ব্বা
বর্ত্তাঃ পুনর্নবকয়া সহিতং ক্রমীষাং।
মূলং প্রতিপ্রতি সুশোধিতমক্ষমেকং
চূর্ণং তদর্দ্ধরসগন্ধকসংযুতঞ্চ॥

কৃত্বার্দ্রকীয়রসসম্বলিতঞ্চ ভূয়ঃ
সংপিষ্য তস্য বিধিবদ্গুড়িকা কৃতা সা।
হন্ত্যাম্লপিত্তমরুচিং গ্রহণীমসাধ্যাং
দুর্ণামকামলভগন্দরশোথশোষান্॥
শূলঞ্চ পাকজনিতং সততঞ্চ মন্দং
সদ্যঃ করোত্যুপচিতং চিরমন্তরাগ্নিম্।
কুষ্ঠান্নিহন্তি পলিতঞ্চ বলিং প্রবৃদ্ধাং
শ্বাসঞ্চ কাসমপি পাণ্ডুগদান্নিহন্যাৎ॥
বার্ত্তাকমাষদধিকাঞ্জিকমৎস্যতক্র
বৃক্ষাম্লতৈলপরিপক্বভুজো যথেষ্টম্।
শৃঙ্গাটবিল্বগুড়কং বটনারিকেল
দুগ্ধানি সর্ব্ববিদলং কদলীফলঞ্চ॥
ব্যায়ামমৈথুনপরিশ্রমবহ্নিতাপ
তপ্তাম্বুপানপনসাদি বিবর্জ্জয়েত্তু।
আর্দ্রকস্বরসমম্লপানীয়ঞ্চানুপেয়ম্॥১৪২॥

কৃষ্ণাভ্র চূর্ণ বিশুদ্ধ মণ্ডূর চূর্ণ এবং বিড়ঙ্গ চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ তোলা। চৈ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ভীমরাজমূল, দন্তীমূল, মুতা, পিপুল, চিতারমূল, কাণছিঁড়েরমূল (বা শকরকন্দ) মাণ ও ওলমূল, শুক্লবৃহতীমূল ও শুক্ল তেউড়িমূল. শুলফাবীজ এবং শ্বেতপুণ্যা, প্রত্যেকে চূর্ণ ২ তোলা এবং ঐ চূর্ণ সমষ্টির অর্দ্ধেক পারা এবং গন্ধক, সমুদায় আদার রসে মর্দ্দন করিয়া যথাবিধি গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহাতে অম্লপিত্ত অরুচি অসাধ্য গ্রহণী এবং পরিণামশূল, অর্শ. কামলা, ভগন্দর, শোষ, শোথ, কুষ্ঠ, বলি, পলিত, শ্বাস, কাস, পাণ্ডু প্রভৃতি অশেষবিধ রোগ আরোগ্য হয়।

ভিজে ভাত, মাষকলায়, দধি, কাঁজি, তক্র, মৎস্য, তেঁতুল, তৈলপক্ব দ্রব্য, শৃঙ্গাটক, বিল্ব, গুড়, বট নারিকেল, দুগ্ধ, সর্ব্ব প্রকার দ্বিদল এবং কলা। ব্যায়াম মৈথুন পরিশ্রম অগ্নিতাপ তপ্ত জলপান, এবং পনসাদি পরিত্যাগ করিবে। ঔষধভক্ষণের পর আদার রস, জল পান করিবে॥ ১৪২॥

পীড়াভঞ্জীরসঃ—

ব্যোমপারদগন্ধাশ্মজয়পালকটঙ্কণান্।
বহ্নিচন্দ্রশশিদ্বিদ্বিভাগান্ জম্ভাম্ভসা ত্র্যহম্॥
পিষ্ট্বা কোলমিতাঃ কৃত্বা গুড়কাঞ্জিকতোবটীঃ।
বিতরেদামশূলাদৌ ক্রিমিশূলে বিশেষতঃ॥
পথ্যংতক্রৌদনঞ্চাত্র স্তম্ভার্থে শীতলাঃ ক্রিয়াঃ॥১৪৩॥

অভ্র ৩ ভাগ, পারা ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, শিলাজতু ২ ভাগ, জয়পাল বীজ ১ ভাগ, সোহাগার খই ২ ভাগ, লইয়া আদার রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া কোল পরিমিত বটী করিবে। এই ঔষধ আমশূল ও বিশেষত কৃমিশূলে গুড় ও কাঁজির সহিত প্রদান করিবে। পথ্য ঘোল ও অন্ন। স্তম্ভনার্থ শীতল ক্রিয়া করিবে। ১৪৩॥

শঙ্খবটী—

চিঞ্চাক্ষারপলং পটু
ব্রজপলং নিম্বূরসে কল্কিতং।
তস্মিন্ শঙ্খপলং সুতপ্তমস-
কৃন্নির্ব্বাপ্য শীর্ণাবধি॥
হিঙ্গুব্যোষপলং রসামৃত
বলীন্নিক্ষিপ্য নিষ্কাংশিকাম্।
কৃত্বা শঙ্খবটী ক্ষয়গ্রহণিকা
রুক্পঙ্ক্তি শূলাদিষু॥১৪৪॥

তিন্তিড়ীক্ষার পঞ্চলবণ শঙ্খভস্ম ত্রিকটু প্রত্যেকে ৪ তোলা। পারা গন্ধক এবং বিষ প্রত্যেকে ২ তোলা, সমস্ত একত্র করিয়া গোঁড়ালেবুর রসে মর্দ্দন করিবে। ইহাতে ক্ষয়, গ্রহণী এবং পংক্তিশূলাদি আরোগ্য হয়। ১৪৪॥

শুদ্ধসুন্দরোরসঃ—

সমং তাম্রদলং লিপ্ত্বা রসেন্দ্রেণ দ্বিগন্ধকম্।
মৃদ্যন্ত্রেণ সমাবেষ্ট্য পটুযন্ত্রে পুটং দদেৎ॥
সংচূর্ণ্য হেমবার্তারিচিত্রকব্যোষজৈর্দ্রবৈঃ।
ষোড়শাংশং বিষং দত্ত্বা চূর্ণয়িত্বাস্য বল্লকম্॥
আশুষ্ঠৈক্তরনুপানৈশ্চ সদ্যোজাতঞ্চ বাতজম্।
কফজং পক্তিশূলঞ্চ হন্যাৎ শ্রীশিবশাসনাৎ॥১৪৫॥

তামার পাত ১ তোলা, রস ১ তোলা গন্ধক ২ তোলা, পারা গন্ধকে কজ্জলী করিয়া, তাম্রপত্রে প্রলেপ দিবে, ও একশরা লবণের মধ্যে ঐ ঔষধ রাখিয়া দ্বিতীয় শরা চাপা দিবে, পরে মৃদ্বস্ত্রদ্বারা সন্ধি লেপনপূর্ব্বক শুকাইয়া গজপুট দিবে। শীতল হইলে উক্ত ঔষধের ষোড়শাংশ বিষ দিয়া, ধুতুরা এরণ্ড চিত্রক এবং ত্রিকটু ক্বাথে ভাবনা দিবে। মাত্রা ৩ রত্তি, অনুপান পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য। ইহাতে বাতজ কফজ এবং পংক্তিশূল ভাল হয়।১৪৫॥

জ্বরশূলহরোরসঃ—

রসগন্ধকয়োঃ কৃত্বা কজ্জলীং ভাণ্ডমধ্যগাম্।
তত্রাধোবদনাং তাম্রপাত্রীং সংরুধ্য শোষয়েৎ॥
পাদাঙ্গুষ্ঠপ্রমাণেন চুল্যাং জ্বালেন তাং দহেৎ।
যামদ্বয়ং ততস্তংস্থং রসপাত্রং সমাহরেৎ॥
সংচূর্ণ্য গুঞ্জাযুগলং ত্রিতয়ং বা বিচক্ষণঃ।
তাম্বূলদলযোগেন বিদ্যাৎ সর্ব্বজ্বরপ্রণুৎ॥
জীর (১) সৈন্ধবসংলিপ্তবক্ত্রায় স্বরিণেদিনম্॥
অস্য সুপ্রাবৃতস্যাত্র ঘামার্ক্কাদিজ্বরাকৃতিঃ।
স্বেদোদ্গমোত্তবত্যেব দেবি সর্ব্বেষু পাপ্মসু॥
চাতুর্থকাদীন্ বিষমান্ নবমাগামিনং জ্বরম্।
সাধারণং সন্নিপাতং জয়ত্যেব ন সংশয়ঃ॥১৪৬॥

রস ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, একত্র কজ্জলি করিয়া ভাণ্ড মধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক তাহার মুখে একটা তামার পাত্র উপর করিয়া দিয়া লেপনপূর্ব্বক শুষ্ক করিবে। পরে উক্ত ভাণ্ড চুল্লীর উপর চড়াইয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ জ্বাল দুই প্রহর কাল দিয়া নামাইয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ২।৩ রত্তি, পানের সহিত দিলে সর্ব্ব জ্বর আরোগ্য হয়, এই ঔষধ সেবনের পর রোগীর মুখে জীরকচূর্ণ ও সৈন্ধব ধারণ করাইয়া সর্ব্বাঙ্গে স্থূলবস্ত্রাবৃত করিলে ঘর্ম্ম হইয়া রোগী বিজ্বর হয়। ইহাতে চাতুর্থক, বিষম ও আগন্তুক জ্বরও নিঃশেষে আরোগ্য হয়। ১৪৬॥

শূলগজকেশরীরসঃ—

শুদ্ধসূতং দ্বিধাগন্ধং (১) যামৈকং মর্দ্দয়েদ্দৃঢম্।
দ্বয়োস্তুল্যং শুদ্ধতাম্রং সংপুটে তং নিরোধয়েৎ॥
ঊর্দ্ধাধো লবণং দত্ত্বা মৃদ্ভাণ্ডে ধারয়েদ্ভিষক্।
ততো গজপুটে পক্ত্বা স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধরেৎ॥
সংপুটং চূর্ণয়েৎ সূক্ষ্মং পর্ণখণ্ডে দ্বিগুঞ্জকম্।
ভক্ষয়েৎ সর্ব্বশূলার্ত্তো হিঙ্গুশুণ্ঠী চ জীরকম্॥
বচামরিচজং চূর্ণং কর্ষমুষ্ণজলৈঃ পিবেৎ।
অসাধ্যং সাধয়েচ্ছূলং রসঃ স্যাচ্ছূলকেশরী॥১৪৭॥

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ (বা ১ ভাগ) ১ প্রহর মর্দ্দন করিয়া রসগন্ধকের সমান তাম্র তাহার সহিত মিশ্রিত করত মৃত্তিকাভাণ্ডে প্রদানপূর্ব্বক ঔষধের ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে লবণ দিয়া রুদ্ধ করিয়া শুষ্ক করিবে, পরে গজপুট দিবে। শীতল হইলে চূর্ণ করিয়া রাখিবে, মাত্রা ২ রত্তি, অনুপান পান। ঔষধ সেবনের পর হিং, শুঁঠ, বচ, মরিচ এবং জীরে চূর্ণ ২ তোলা উষ্ণোদকের সহিত সেবন করিবে। ইহাতে অসাধ্য শূল রোগ আরোগ্য হয়। ১৪৭॥

(১) ক্ষীর ইত্যপি পাঠঃ।

(১) তথাগন্ধমিতি দ্বিতীয়পাঠঃ।

চতুঃসমলৌহঃ—

অভ্রতাম্রং রসং লৌহং প্রত্যেকং সংস্কৃতং পলং।
সর্ব্বমেতৎ সমাহৃত্য গৃহ্নীয়াৎ কুশলো ভিষক্॥
আজ্যে পলদ্বাদশকে দুগ্ধে বৎসরসংখ্যকে।
পক্ত্বা তত্র ক্ষিপেৎ চূর্ণং সংপূতং ঘনতন্তুনা॥
বিড়ঙ্গত্রিফলাবহ্নিত্রিকটূনাং তথৈব চ।
পিষ্ট্বাপলোন্মিতানেতান্ যথা সংমিশ্রতাময়েৎ॥
ততঃ পিষ্টং শক্তে ভাণ্ডে স্থাপয়েত্তু বিচক্ষণঃ।
আত্মনঃ শোভনে চাহ্নি পূজয়িত্বা রবিং গুরুং॥
ঘৃতেন মধুনা পিষ্ট্বা ভক্ষয়েন্মাষকাদিকম্।
অষ্টৌমাষান্ ক্রমেণৈব বর্দ্ধয়েত্তু সমাহিতঃ॥
অনুপানঞ্চ দুগ্ধেন নারিকেলোদকেন বা।
জীর্ণে লোহিতশাল্যন্নং দুগ্ধমাংসরসাদয়ঃ॥
রসায়নবিরুদ্ধানি চান্যান্যপি চ কারয়েৎ।
হৃচ্ছূলং পার্শ্বশূলঞ্চ আমবাতং কটীগ্রহম্॥
গুল্মশূলং শিরঃশূলং যকৃৎপ্লীহৌ বিশেষতঃ॥১৪৮॥
কাশং শ্বাসং অগ্নিমান্দ্যং ক্ষয়ং কুষ্ঠং বিচর্চ্চিকাং।
অশ্মরীং মূত্রকৃচ্ছ্রঞ্চ যোগেনানেন নাশয়েৎ।

বিড়ঙ্গাদীনামষ্টানাং মিলিত্বা পলমান-
মিতি ত্রিবিক্রমঃ।

পারা, তামা, লৌহ, অভ্র প্রত্যেকে ৮ তোলা, ঘৃত ১২ পল, দুগ্ধ ১২ পলের সহিত একত্র পাক করিয়া, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিত্রক, ত্রিকটু, প্রত্যেকে ৮তোলা চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া স্নিগ্ধভাণ্ডে স্থাপন করিবে। শুভদিনে সূর্য্য ও গুরুকে প্রণাম করিয়া মাত্রা ১ হইতে ক্রমে ৮ মাষা পর্য্যন্ত ঘৃত ও মধুর সহিত সেব্য। অনুপান দুগ্ধ বা নারিকেলোদক। আহার জীর্ণ হইলে পুরাতন শালিঅন্ন দুগ্ধ ও মাংসযূষ এবং রসায়নের অবিরুদ্ধ ভোজন পথ্য। ইহাতে হৃদয়শূল, পার্শ্বশূল আমবাত কটিবেদনা, গুল্মশূল, শিরঃশূল, যকৃৎ, প্লীহা, অগ্নিমান্দ্য, ক্ষয়, কুষ্ঠ, কাশ, শ্বাস, বিচর্চ্চিকা, অশ্মরী এবং মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ আরোগ্য হয়। ১৪৮॥

ত্রিবিক্রম বলেন। বিড়ঙ্গ আদি আট দ্রব্য মিলিত ১ পল হইবে।

ত্রিকাদ্যলৌহঃ—

ত্রিকত্রয়সমাযুক্তং তালমূলং শতাবরী।
যোগোনিহন্তি শূলানি দারুণান্যয়সোরসঃ॥১৪৯॥

ত্রিকটু ত্রিফলা, ত্রিমদ, তালমূলী, শতমূলী, চূর্ণ সমভাগ, এবং সর্ব্ব সমান লৌহভস্ম একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে দুরন্ত সর্ব্বপ্রকার শূল আরোগ্য হয়। ১৪৯॥

লৌহাভয়চূর্ণং—

মূত্রান্তঃপাচিতাং শুষ্কাং লোহচূর্ণসমন্বিতাম্।
সগুড়ামভয়াং দদ্যাৎ সর্ব্বশূলপ্রশান্তয়ে॥১৫০॥

গোমূত্র পাচিত লৌহ ও হরীতকীকে শুষ্ক ও চূর্ণিত করিয়া গুড়ের সহিত সেবন করিলে সর্ব্বশূল আরোগ্য হয়॥ ১৫০॥

শর্করালৌহঃ—

ত্রিফলায়াস্ততো ধাত্র্যাশ্চূর্ণং বা কাললোহজম্।
শর্করাচূর্ণসংযুক্তং সর্ব্বশূলেষু লেহয়েৎ।
অস্মিন্ প্রয়োগে আমলক্যা ভাগদ্বয়ং বোধ্যম॥১৫১

হরিতকী, বহেড়া, লৌহ এবং চিনি প্রত্যেকে ১ ভাগ আমলা ২ ভাগ, সমস্ত চূর্ণ একত্র করিয়া সর্ব্বপ্রকার শূলে লেহ প্রয়োগ করিবে। ১৫১॥

ত্রিফলালৌহঃ—

সংযুক্তং ত্রিফলাচূর্ণং তীক্ষ্ণায়শ্চূর্ণমুত্তমম্।
প্রয়োজ্যং মধুসর্পির্ভ্যাং সর্ব্বশূলবিনাশনম॥১৫২॥

আমলা. হরীতকী, বহেড়া, এবং লৌহ, প্রত্যেকে সমভাগ ঘৃত ও মধুর সহিত সর্ব্বশূলে প্রযুক্ত হয়। ১৫২

ইতি শূলাধিকারঃ।

অথ অম্লপিত্তে। অম্লপিত্তান্তকঃ—

মৃতসূতাভ্রলোহানাং তুল্যাং পথ্যাং বিমর্দ্দয়েৎ।
মাষত্রয়ং লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈরম্লপিত্তপ্রশান্তয়ে॥১৫৩॥

মূর্চ্ছিত রস, তাম্র, লৌহ, সমভাগ এবং হরিতকী চূর্ণ সর্ব্বসমভাগ একত্র মর্দ্দন করিয়া ৩মাসা পরিমাণ মধুর সহিত লেহ প্রয়োগ করিবে। ১৫৩॥

লীলাবিলাসোরসঃ—

রসোবলির্ব্যোম রবিশ্চ লৌহম্
ধাত্র্যক্ষনীরৈস্ত্রিদিনং বিমর্দ্দ্যাৎ।
তদল্পভৃষ্টং মৃদুমার্কবেণ
সংমর্দ্দয়েদস্য চ বল্লযুগ্মম্॥
হন্ত্যম্লপিত্তং মধুনাবলীঢ়ং
লীলাবিলাসোরসরাজ এষঃ।
দুগ্ধং সকুষ্মাণ্ডরসং সধাত্রী
ফলং শনৈস্তৎসমিতং ভজেদ্বা॥১৫৪॥

পারা, গন্ধক, অভ্র, তাম্র, লৌহ সমভাগে লইয়া আমলা ও বহেড়ার ক্বাথে ৩ দিন মর্দ্দনপূর্ব্বক অল্প ভাজিয়া ভীমরাজ রসে মাড়িয়া ৩ রতি পরিমাণ বটী মধুর সহিত সেবন করাইবে। অনুপান দুগ্ধ, কুষ্মাণ্ডোদক, আমলার রস এবং চিনি। ১৫৪॥

ক্ষুধাবতী বটিকা—

গগনাদ্বিপলং চূর্ণং লৌহস্য পলমাত্রকম্।
লোহকিট্টাৎ পলঞ্চার্দ্ধং সর্ব্বমেকত্র সংস্থিতম্॥
মণ্ডূকপর্ণীবশিরতালমূলীরসৈঃ পুনঃ।
বরাভৃঙ্গকেশরাজকণ্টানারিষকৈন্দ্রসৈঃ॥
ত্রিফলাভদ্রমুস্তাভিঃ স্থালীপাকাদ্বিচূর্ণিতম্।
রসগন্ধকয়োঃ কর্ষং প্রত্যেকং গ্রাহয়েৎ চ॥
তন্মর্দ্দিতং শিলাখল্লে যত্নতঃ কজ্জলীকৃতম্।
বচাচব্যং যমানী চ জীরকে শতপুষ্পিকা॥
ব্যোষং মুস্তং বিড়ঙ্গঞ্চগ্রন্থিকং খরমঞ্জরী।
ত্রিবৃতা চিত্রকোদন্তী সূর্য্যাবর্ত্তঃ সিতস্তথা॥
ভৃঙ্গমানককন্দাশ্চ খণ্ডকর্ণক এব চ।
দণ্ডোৎপলং কেশরাজং কালবংকড়কোপিচ।
এষামর্দ্ধপলং গ্রাহ্যং পটঘৃষ্টং সুচূর্ণিতম্।
প্রত্যেকং ত্রিফলায়াশ্চ পলার্দ্ধং পলমেব বা।
এতৎসর্ব্বং সমালোড্য লোহপাত্রে চ ভাবয়েৎ॥
আতপে দণ্ডসংঘৃষ্টমার্দ্রকস্বরসৈস্ত্রিধা।
তদ্রসেন শিলাপিষ্টং গুড়িকাঃ কারয়েদ্ভিষক্॥
বদরাস্থিনিভাঃ শুষ্কাঃ সুতপ্তে তন্নিধাপয়েৎ।
তৎপ্রাতর্ভোজনাদৌতু সেবিতং গুড়িকাত্রয়ম্॥
অম্লোদকানুপানঞ্চ হিতং মধুরবর্জ্জিতম্।
দুগ্ধঞ্চ নারিকেলঞ্চ বর্জনীয়ং বিশেষতঃ॥
ভোজ্যং যথেষ্টমিষ্টঞ্চ বারিভক্তাম্লকাঞ্জিকম্॥
হন্ত্যম্লপিত্তং ত্রিবিধং শূলঞ্চ পরিণামজং।
পাণ্ডুরোগঞ্চ সর্ব্বঞ্চ শোথোদরগুদাময়ান্॥
যক্ষ্মাণং পঞ্চকাসাংশ্চ মন্দাগ্নিত্বমরোচকম্।
প্লীহানং শোষমানাহমামবাতস্বরাময়ম্॥ (১)
গুড়া ক্ষুধাবতী সেয়ং বিখ্যাতা রোগহারিণী।

বশিরঃ শ্বেতসূর্য্যাবর্ত্তঃ গ্রন্থিকং পিপ্পলীমূলং খরমঞ্জরী অপামার্গঃ। কালবঙ্কঃ কালিয়াকড়া ইতি যস্য প্রসিদ্ধিঃ। কলায়প্রমাণাং বটীং কৃত্বা ব্যবহরন্তি॥১৫৫॥

অভ্র ১৬ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, মণ্ডূর ৪ তোলা, একত্র করিবে। থুলকুড়ি, শ্বেত হুড়হুড়ে এবং তালমূলীর রসে স্থালীপাক করিবে। শতমূলী, ভীমরাজ, কেশরাজ, পিপুল ও মাঞ্জিষ্ঠারসে দ্বিতীয়বার, এবং ত্রিফলাক্বাথ ও মুতার রসে তৃতীয়বার স্থালীপাক করিয়া উহাদিগকে চূর্ণ করিবে। পরে পারা ২ তোলা, ও গন্ধক ২ তোলা কজ্জলী করিয়া, বচ, চৈ, যমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, শুল্‌ফা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, মুথা, পিপুলমূল, রক্ত-অপামার্গমূল, তেউড়ীমূল, চিতামূল, দন্তীমূল, হুড়হুড়ের মূল, রক্তচন্দন, ভীমরাজমূল, বনওল, ঘেটুমূল, ডানকুনি মূল, কেশুরিয়ামূল, কেলেকড়ামূল, প্রত্যেকের চূর্ণ ৪ তোলা,

(১) সুদারুণং ইতি দ্বিতীয়পাঠঃ।

ত্রিফলাচূর্ণ প্রত্যেকে ৪ বা ৮ তোলা, সমস্ত আদাররসে তিনবার ভাবনা দিয়া কুল-আঁটির ন্যায় বটী প্রস্তুত করিবে এবং শুষ্ক করিয়া তপ্তপাত্রে স্থাপন করিবে। অনুপান তক্র ও কাঁজি। প্রাতে ও ভোজনের পূর্ব্বে ৩ বটী সেবন করিবে। মধুর রস দুগ্ধ ও নারিকেল নিষিদ্ধ। ইহাতে অম্লপিত্ত শূল, পরিণামশূল, শোথ, উদর, অর্শঃ, যক্ষ্মা, পঞ্চবিধ কাস, অগ্নিমান্দ্য, অরোচক, প্লীহা, শোষ, আনাহ, আমবাতাদি রোগ সমূলে আরোগ্য হয়॥ ১৫৫।

সূর্য্যপাকতাম্রম্—

বিচূর্ণ্য গন্ধাশ্মপলং বিশুদ্ধং
রসস্থিকর্ষেণসমঞ্চ খল্লয়েৎ।
রসার্দ্ধসৌবর্চ্চলচূর্ণযুক্তং
তৎ খল্লিতং খল্লশিলাসু যত্নতঃ॥
সূর্য্যাবর্ত্তককর্ণমোটক
রসৈরাপ্লাব্য তৎ কজ্জলম্।
নৈপালোদ্ভবতাম্রকং
পলমিতং তৎ কণ্টবেধ্যাত্রিতম্॥
তেনালিপ্য চ কজ্জলেন
সুচিরং জম্বীরনীরস্থিতম্।
খল্লাশ্মার্পিতমেতদাতপ
ধৃতং পিণ্ডীকৃতং ঘট্টনৈঃ॥
সংপিষ্যাশুশুভং সুপর্ণ
নিহিতং রক্তিত্রয়ং যোজয়েৎ।
তৎকালোচিতবক্ত্রশুদ্ধি
রুচিতাচূর্ণং বিনা প্রত্যহম্॥
হন্ত্যেতদ্বমনাম্লপিত্তকগদান্
পাণ্ড্বগ্নিমান্দ্যজ্বরান্।
রক্তির্বর্দ্ধিতমাষ এষনিয়তো
লোহোক্তসর্ব্বোবিধিঃ।

কর্ণমোরটঃ কানুছিড়াইতি বঙ্গপ্রসিদ্ধিঃ বক্ত্রশুদ্ধিস্তাম্বূলম্॥১৫৬॥

বিশুদ্ধ গন্ধক ৪ তোলা ও বিশুদ্ধ শিলাজতু ৪ তোলা, এবং পারা ৪ তোলা একত্র খল করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে সৌবর্চ্চললবণ ২ তোলা উক্ত কজ্জলীর সহিত সুন্দররূপে মাড়িয়া, হুঁড়হুড়ে, কাঞ্ছিড়েকাথে আপ্লাবিত করিবে। পরে সূক্ষ্ম ৪ তোলা তামাকে উক্ত কজ্জলী দ্বারা লিপ্ত করিয়া জম্বীর রসে রৌদ্রে রাখিবে, এবং বার বার ঘুঁটিতে ঘুঁটিতে পিণ্ডীভূত হইয়া ক্রমে শুষ্ক হইলে চূর্ণ করিবে। ৩ রতি পরিমাণ পানের সহিত প্রয়োগ করিলে, চূর্ণ ব্যতিরেকে উত্তম মুখশুদ্ধি হয়। ইহা ক্রমে ১ মাষা পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইতে পারে। ইহাদ্বারা বমন, অম্ল পিত্ত অগ্নিমান্দ্য এবং জ্বর নষ্ট হয়॥ ১৫৬॥

অভ্রপ্রয়োগঃ—

অম্লোদনাধুর্ব্বুমূলরসে নিমগ্নং
কৃষ্ণাভ্রকং বসনবদ্ধমহানি সপ্ত।
পিষ্ট্বা চ কিঞ্চিদুপশোষ্য পলপ্রমাণং
ন্যগ্রোধদুগ্ধপলযুক্তমথোপুটেত্তৎ॥
মাষাষ্টকং পৃথগথ ত্রিকটোর্বরায়াঃ
সংযোজ্য চাজ্যমধুনী চ চিরং বিমর্দ্দ্য।
তপ্তাশুপানমুপযুক্তমিদং নিহন্তি
শূলাম্লপিত্তবমনানি হিতাশিনোঽহ্নঃ॥১৫৭॥

কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ বস্ত্র বদ্ধ করিয়া কাঁজি এবং এরণ্ডরসে সপ্তাহ ডুবাইয়া রাখিয়া, পরে পেষণপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ শুষ্ক করিয়া ৮ তোলা বটের আটার সহিত মিশ্রিত করত গজপুট দিবে। পরে উহার সহিত ত্রিকটু এবং ত্রিফলার প্রত্যেকে ৮ মাষা সংযুক্ত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত অনেক ক্ষণ মর্দ্দন করিবে। ইহাদ্বারা পথ্যসেবী ব্যক্তির শূল অম্লপিত্ত এবং বমি আরোগ্য হয়। অনুপান উষ্ণজল। ১৫৭॥

বৃহৎপাণীয়ভক্তগুড়িকা—

ত্রিকটুত্রিফলামুস্ত বিড়ঙ্গামৃতচিত্রকম্।
যমানীহবুষাহিঙ্গুতম্বুরুর্লবণত্রয়ম্॥
ভল্লাতং শতপুষ্পা চ ধান্যাকং জীরকদ্বয়ম্।
অজমোদাবচাশৃঙ্গী রোহিষং বৃহতীদ্বয়ম্॥
বানরাহ্বয়বাতারিবাণমুণ্ডিকাহ্বয়ম্।
কুঠারচ্ছিন্নকন্দৌ চ অঙ্কপীতং শুভাঞ্জনম্॥
শূর্পাবর্ত্তত্রিবৃদ্দন্তী ভণ্ডোৎকটপুনর্নবে।
ভার্গীপলাশমূলঞ্চ মেধাব্রাহ্মাশনঃ শঠী॥
তেজোবতী গবাক্ষী চ নীলিন্যেলাথপুঙ্খকঃ।
করিকর্ণপলাশশ্চ গৃধ্রনখ্যৌ শতাবরী॥
সর্পদংষ্ট্রা কণামূলং রাজানং ভৃঙ্গকেশয়োঃ।
বৃদ্ধদারকসম্পাকৌ বলেক্ষুস্তু বিবা তথা॥
দণ্ডোৎপলং বরুণকং সুদর্শখরমঞ্জরী।
তালমূল্যস্থিসংহার খণ্ডকর্ণৌ কুদন্তিকা॥
কর্ষমাত্রং তু সংগ্রাহ্যমেতেষাঞ্চ পৃথক্ পৃথক্।
একপাত্রীকৃতং কৃষ্ণমভ্রকঞ্চ পলাষ্টকম্।
আশু ভক্তাম্লপানীয়ে স্থাপনীয়ং দিনত্রয়ম্॥
শুষ্কচূর্ণীকৃতং পশ্চাৎ পুটয়েল্লোময়াগ্নিনা।
মানাস্থিসংজ্ঞকন্দানাং ভৃঙ্গার্দ্রত্রিফলারসৈঃ॥
এবং দদ্যাচ্চ লৌহস্য ষট্ পলস্য যথাক্রমম্।
পশ্চাদেকীকৃতং সর্ব্বং পুটয়েদার্দ্রমানয়োঃ॥
পারদার্দ্ধপলং শুদ্ধং গন্ধকঞ্চ পলস্তথা।
সর্ব্বমেকীকৃতং শ্লক্ষ্ণং পেষয়েদার্দ্রকাম্বুনা॥
যথামাষকমিতাশ্চৈব বটিকাঃ কারয়েদ্ভিষক্।
গুড়ীত্রয়ং ভক্ষয়িত্বা অম্লং চানুপয়ঃ পিবেৎ॥
নাগার্জ্জুনেন মুনিনা নির্ম্মিতা হিতকারিণা।
সর্ব্বরোগহরী চৈষা গুড়িকা চামৃতোপমা॥
অনেন বর্দ্ধতে পুষ্টি রগ্নিবৃদ্ধিশ্চ জায়তে।
সর্ব্বরোগা বিনশ্যন্তি আমাজীর্ণজ্বরাদয়ঃ॥
অম্লপিত্তং চ শুদজং গ্রহণীং নাশয়েদপি।
কামলাং পাণ্ডুরোগঞ্চ বলীপলিতনাশনম্॥
সকলাঃ পক্ষিণো ভক্ষ্যা মাংসঞ্চ সকলস্তথা।
বার্য্যাম্লং দধিশাকঞ্চ তক্রঞ্চাপি যথেচ্ছয়া॥
সর্ব্বাম্লং তিন্তিড়ীবর্জ্জং মদ্যানামঞ্চ ভক্ষয়েৎ।
কাঞ্জিকঞ্চান্নমাষঞ্চ মূলকঞ্চৈব ভক্ষয়েৎ॥
ন ভক্ষয়েৎ শুষ্কপত্রং ক্ষীরঞ্চৈব বিবর্জ্জয়েৎ।
মধুরং নারিকেলঞ্চ বর্জ্জনীয়ং বিশেষতঃ॥

রোহিষং রোহিতকং। তেজোবতী চক্রী। পুঙ্খকঃ শরপুঙ্খামূলং। কুদন্তিকা কুদন্তী। লবণত্রয়ং সৈন্ধবসৌবর্চ্চলবিড়াখ্যানি। বানরাহ্বয়ঃ শূকশিম্বীমূলং। বাতারিরেরণ্ডমূলং। বাণো নীলঝিণ্টী। অঙ্কপীতং শ্বেতবুহ্নমূলং। মেধাবী ব্রাহ্মীতিখ্যাতা। গবাক্ষী গোরক্ষকর্কটী। নীলিনী নীলী। গোধাপদী গোহালিয়া। সর্পদংষ্ট্রা বিছাতী। অন্যত্তু গদ্যোক্তেষ্বং॥১০৮॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুথা, বিড়ঙ্গ, গুলঞ্চ চিত্রকমূল যমানী, হবুষফল, হিঙ্গু, ধনে, সৈন্ধব, সচল ও বিট্, ভেলারমুটী, শুলফা, ধান্য, জীরক, কৃষ্ণজীরক, যমানী, বচ, কঁাকড়াশৃঙ্গী, রোচাঃ বৃহতী, কন্টিকারী আলাকুশীরমূল, নীলঝিণ্টী, মুণ্ডীরী, গুলঞ্চ, ওল, বুঘ্নামূল, সজিনাবীজ, হুড়হুড়েমূল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, শতমূলী, পুনর্ণবা, বামুনহাটী, পলাশমূল, ব্রহ্মীশাক, সিদ্ধি, শঠী, বচ, গোরক্ষকর্কটী, নীলমূল, এলাইচ, শরপুঙ্খা, হস্তিকর্ণ পলাশ, কুলেখাড়া, নখী, শতমূলী গোহালেমূল, বিছাতিমূল, পিপুলমূল, ভীমরাজ, কেশরাজ, বৃদ্ধদারকবীজ, লেবুরমূল, বেলেড়া, নিশিন্দা, দণ্ডোৎপল, বরুণছাল, পদ্মগুলঞ্চ, আপাংবীজ, তালমূলী, হাড়ভাঙ্গা, শকরকন্দ, এবং কুদন্তী, ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা, কৃষ্ণাভ্রচূর্ণ ৬৪ তোলা, কাঁজিতে ৩ দিন ভিজাইয়া রাখিয়া শুষ্ক হইলে ঘুটেদ্বারা গজপুট দিবে। তদনন্তর লৌহ ৪৮ তোলা দিয়া পুট দিবে। তৎপরে পারা ৪ তোলা এবং গন্ধক ৪ তোলা (কজ্জলী করণপূর্ব্বক) দিয়া আদার রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক ৬ মাষা পরিমিত বটিকা করিবে। গুটীত্রয় ভক্ষণ করিয়া অম্ল ও জল পান করিবে। এই অমৃত তুল্য গুড়িকা নাগার্জুন নির্ম্মিত। ইহাতে

সর্ব্ব রোগ আরোগ্য হয়। ইহাতে পুষ্টি বৃদ্ধি অগ্নিবৃদ্ধি হয়। আমজীর্ণ ও জ্বরাদি আরোগ্য হয়। পথ্য পক্ষিমাত্র,মাংসমাত্র, ভিজেভাত, দধি, শাক, তক্র, তিন্তিড়ী ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার অম্ল। মদ্যাদি শুষ্কপত্র দুগ্ধ মিষ্ট এবং নারিকেল অপথ্য ॥ ১৫৮ ॥

আমলাদ্যং লৌহং—

আমলাপিপ্পলীচূর্ণং তুল্যয়া সিতয়া সহ।
রক্তপিত্তহরোলোহো যোগরাড়িতিবিশ্রুতঃ ॥
বৃষ্যোঽগ্নিদীপনোবল্যো মহাম্লপিত্তনাশনঃ।
পিত্তোত্থান্ বাতপিত্তোত্থান্ নিহন্তি বিবিধান্ গদান্॥
১৫৯॥

আমলা, পিপুল চূর্ণ এবং চিনি সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। ইহাতে রক্তপিত্ত, পৈত্তিক বাতিক বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়। ইহা বলকর, অগ্নিকর, এবং বৃষ্য ॥ ১৫৯ ॥

অথ কফে মন্থানভৈরবোরসঃ—

মৃতং সূতং মৃতং তাম্রং হিঙ্গুপুষ্করমূলকম্।
সৈন্ধবং গন্ধকং তালং কটুকীং চূর্ণয়েৎ সমম্ ॥
পুনর্ণবাদেবদারুনির্গুণ্ডী তণ্ডুলীয়কৈঃ।
তিক্তকোষাতকীস্রাবৈর্দিনৈকং মর্দ্দয়েদ্দৃঢ়ম্ ॥
মাষমাত্রং লিহেৎক্ষৌদ্রৈ রসো মন্থানভৈরবঃ।
কফরোগপ্রশান্ত্যর্থং নিম্বক্বাথং পিবেদনু ॥১৬০॥

পারা, গন্ধক, তামা, হিঙ্গু, কুড়, সৈন্ধব, হরিতাল, এবং কটুকীচূর্ণ সমভাগে লইয়া, শ্বেতপুণা, দেবদারু, নিশিন্দা, কাঁটানটে, চিরতা, ঘোষা মিলিত ২ তোলা জল ।।০ সের শেষ ৵০। ঐ জলে দৃঢ়রূপে মর্দ্দন করিয়া ২ রত্তি পরিমাণ বটী মধুর সহিত সেবন করিবে। ইহা কফ রোগ শান্তির মহৌষধ। ঔষধ সেবনান্তে নিম্ব ক্বাথ পান করিবে ॥ ১৬০ ॥

বৃহদগ্নিকুমারঃ—

সূতগন্ধকনাগানাং চূর্ণং হংসাঘ্রিবারিণা।
দিনং ধর্ম্মে বিমর্দ্দ্যাথ গোলকং তস্য যোজয়েৎ ॥
কাচকূপ্যাঞ্চ সংবেষ্ট্য তাং ত্রিভির্মৃৎপটৈর্দৃঢ়ম্।
মুখং সংরুধ্য সংশুষ্কং স্থাপয়েৎ সিকতাহ্বয়ে ॥
সার্দ্ধং দিনং ক্রমেণাগ্নিং জ্বালয়েত্তদধস্ততঃ।
স্বাঙ্গশীতলমুদ্ধৃত্য ষড়ংশেনামৃতং ক্ষিপেৎ ॥
মরিচাণ্যর্দ্ধভাগেন সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ।
অয়মগ্নিকুমারাখ্যো রসোনাম্নাস্য রক্তিকা ॥
তাম্বুলীদলসংযুক্তা হন্তিরোগানমূনয়ম্।
বাতরোগান্ ক্ষয়ং কাশং শ্বাসং পাণ্ডুংকফোল্বণম্ ॥
অগ্নিমান্দ্যং সন্নিপাতং পথ্যং শাল্যাদিকং লঘু।
জলযোগপ্রয়োগোঽপি শস্তস্তাপপ্রশান্তয়ে ॥১৬১॥

পারা গন্ধক এবং শীষক সমভাগ গোধাতকীরসে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শোষণ পূর্ব্বক গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে একটা কাচকুপীতে ৩ পুরু কাদির লেপ দিয়া তাহার ভিতর ঐ ঔষধ ভরিয়া কুপীর মুখ বন্ধ করিবে। শুষ্ক হইলে বালুকাযন্ত্রে ১।০ দিন পাক করিবে। শীতল হইলে নামাইয়া ষষ্ঠাংশ ভাগ বিষ ও অর্দ্ধেক মরিচ দিয়া সুন্দররূপ মর্দ্দন পূর্ব্বক অগ্নিকুমার রস প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১ রত্তি, অনুপান পানের রস। তাপশান্তির জন্য জলপ্রয়োগ ইহাতে পথ্য। ইহাদ্বারা বাতরোগ ক্ষয়কাস শ্বাস পাণ্ডু অত্যুগ্রকফ এবং অগ্নিমান্দ্যাদি আরোগ্য হয়। ইহাতে শালিতণ্ডুলাদি লঘু পথ্য দিবে ॥ ১৬১ ॥

ইতি কফাধিকারঃ।

অথ হৃদ্রোগে। পঞ্চাননঃ—

সূতগন্ধৌ দ্রবৈঃ ধাত্র্যা মর্দ্দয়েচ্ছোণ্ডনীদ্রবৈঃ।
যষ্টিখর্জ্জুরসলিলৈঃ দিনং হৃদ্রোগজিদ্রসঃ।
ধাত্রীচূর্ণং সিতাঞ্চানু পিবেদ্রোগাপনুত্তয়ে ॥১৬২॥

দিন মর্দ্দন করিয়া পঞ্চাননরস প্রস্তুত করিবে। ঔষধ সেবনের পর আমলাচূর্ণ ও চিনি সেবন করিবে ॥ ১৬২ ॥

হৃদয়ার্ণবরসঃ—

সূতার্কগন্ধকং ক্বাথে বরায়া মর্দ্দয়েদ্দিনম্।
কাকমাচ্যাবটীং কৃত্বা চণমাত্রাঞ্চ ভক্ষয়েৎ ॥
হৃদয়ার্ণবনামায়ং হৃদ্রোগদলনোরসঃ ॥১৬৩॥

পারা, গন্ধক এবং তামা সমভাগ ত্রিফলার ক্বাথ ও কাকমাচীর ক্বাথে ১ দিন মর্দ্দনপূর্ব্বক বটী প্রস্তুত করিয়া হৃদ্রোগে প্রয়োগ করিবে ॥ ১৬৩ ॥

গুঞ্জাগর্ভোরসঃ—

নিষ্কত্রয়রসস্যাস্য গন্ধকস্তুর্য্যভাগিকঃ।
গন্ধকেন জয়াচূর্ণং নিম্বুবীজং সমানকম্ ॥
গুঞ্জাবীজং তদর্দ্ধং স্যাৎ তদর্দ্ধং জয়পালকম্।
নিম্বুদ্রবেণ সংমর্দ্দ্য কাকমাচ্যা দিনাষ্টকম্ ॥
ধুস্তুরকজয়ন্তীভ্যাং গুড়িকাং কারয়েৎসুধীঃ।
গুঞ্জাগর্ভরসোনাম্না দাতব্যোঘৃতসংযুতঃ।
হিঙ্গুসৈন্ধবসংযুক্তং মণ্ডং পথ্যায় দাপয়েৎ ॥১৬৪॥

পারা ৩ তোলা, গন্ধক, সিদ্ধি এবং নিম্বুবীজ চূর্ণ প্রত্যেকে ৸০ আনা গুঞ্জাবীজ ।৵০ আনা জয়পালবীজ ৵০ আনা নিম্বুক্বাথে ও কাকমাচীর ক্বাথে ১ দিন মর্দ্দন করিয়া ধুতুরা ও জয়ন্তীর ক্বাথে মর্দ্দনপূর্ব্বক গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ ঘৃতের সহিত সেবনীয়। হিং ও সৈন্ধবের সহিত মণ্ড ইহাতে পথ্য দিবে ॥ ১৬৪ ॥

ইতি হৃদ্রোগাধিকারঃ।

অথ অশ্মরী প্রমেহাদৌ। আনন্দভৈরবীবটী—

তিলাপামার্গয়োঃকাণ্ডং কারবেল্ল্যাযবস্য চ।
পলাশকাষ্ঠসংযুক্তং তুল্যং সর্ব্বং দহেৎপুটে ॥
তংনিষ্কৈকমস্যাঃসূত্রৈর্বটীং চানন্দভৈরবীং।
পায়য়েদশ্মরীং হন্তি সপ্তরাত্রান্ন সংশয়ঃ ॥১৬৫॥

তিলের দাঁটা, আপাঙের জটা, করেলা এবং যবের দাঁটা এবং পলাশকাষ্ঠ সমভাগে লইয়া হাঁড়ির মধ্যে নির্ধূমে দগ্ধ করিবে। উহাতে যে ভস্ম প্রস্তুত হইবে। সেই ভস্ম ৩ মাষা পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ছাগমূত্রের সহিত তৎসেবনে ৭ দিনে অশ্মরী আরোগ্য হয়। ১৬৫

পর্প্পটীরসঃ—

ইন্দ্রবারুণিকামূলং সবচং ক্ষীরপাচিতং।
পর্পটিরসসংযুক্তং সপ্তাহাৎ অশ্মরীপ্রণুৎ ॥১৬৬॥

বচ, পর্প্পটী, এবং রাখালশশার মূল সমভাগ দুগ্ধে পাক করিয়া ক্ষেৎপাবড়ার রসের সহিত প্রয়োগ করিলে, অশ্মরী ভাল হয় ॥ ১৬৬ ॥

পাষাণভেদীরসঃ—

শুদ্ধসূতং দ্বিধা গন্ধং শ্বেতপৌনর্ণবদ্রবৈঃ।
ভাবনাত্রিতয়ং দেয়ং রুদ্ধাতং ভূধরেপুটেৎ ॥
পাষাণভেদীচূর্ণঞ্চ সমংযোজ্যং বিমর্দ্দয়েৎ।
নিষ্কমশ্মরিকাং হন্তি পূর্ব্বোক্তাদনুপানতঃ।
যোগবাহান্ প্রযুঞ্জীত রসানশ্মরিশান্তয়ে ॥১৬৭॥

রস ১ভাগ, গন্ধক ২ভাগ, শ্বেতপুণ্যার রসে ৩টি ভাবনা দিয়া স্থালীমধ্যে রুদ্ধ করত, ভূধরযন্ত্রে পুট দিবে। শীতল হইলে ঔষধের সমান শিলাজতু চূর্ণ দিয়া মর্দ্দন করিবে। পরিমাণ ৩ মাষা পূর্ব্বোক্ত অনুপানে সেবন করাইবে। ইহাতে অশ্মরী আরোগ্য হয় ॥ ১৬৭ ॥

লৌহচূর্ণম্—

ভেষজৈরশ্মরীপ্রোক্তৈঃ মূত্রকৃচ্ছ্র মুপাচরেৎ।
অয়োরজঃ শ্লক্ষ্ণপিষ্টং মধুনাসহ যোজিতম্।
মূত্রকৃচ্ছ্রং নিহন্ত্যাশু ত্রিভির্লেহৈ র্ন সংশয়ঃ ॥১৬৮॥

অশ্মরী অধিকারোক্ত ঔষধদ্বারা, মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের চিকিৎসা করিবে। লৌহ-

ভস্ম মধুর সহিত ৩ দিন লেহন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ আরোগ্য হয়॥ ১৬৮ ॥

ত্রিবিক্রমোরসঃ—

মৃতং তাম্রমজাক্ষীরৈঃ পাচ্যং তুল্যের্গতে দ্রবে।
তত্তাম্রং শুদ্ধসূতঞ্চ গন্ধকঞ্চ সমং সমম্॥
নির্গুণ্ডীস্বরসৈর্মর্দ্যং দিনং তদ্গোলকঞ্চরেৎ।
যামৈকং বালুকাযন্ত্রে পক্ত্বা যোজ্যং দ্বিগুঞ্জকম্।
বীজপূরস্য মূলঞ্চ সজলঞ্চানুপায়য়েৎ॥
রসস্ত্রিবিক্রমোনাম্না মাসৈকানশ্মরীপ্রণুৎ॥১৬৯॥

জারিত, তাম্র এবং ছাগ দুগ্ধ, সম-ভাগে লইয়া পাক করিবে। দ্রবীভাব গত হইলে তাম্র সমান পারা ও গন্ধক লইয়া নিশিন্দার রসে ১ দিন মর্দ্দনপূর্ব্বক্ গোলক্ প্রস্তুত করিবে। পরে সেই গোলক বালুকাযন্ত্রে এক প্রহর পাক করিয়া ২ রতি পরিমাণ সেবন করাইবে। অনুপান টাবালেবুর মূল ও জল। এই ঔষধ ১ মাস সেবন করিলে অশ্মরী আরোগ্য হয়॥ ১৬৯॥

বঙ্গেশ্বরোরসঃ—

রসেন বঙ্গং দ্বিগুণং প্রগৃহ্য
বিদ্রাব্য নিক্ষিপ্য সমুদ্রকে তৎ।
বিমর্দ্দয়েদম্লজলেন গোলং
কৃত্বাম্বুসংবেষ্ট্য পুটেত তীব্রম্॥
ততঃ ক্ষিপেৎ তজ্জলপাত্রমধ্যে
নীরঞ্চ সংত্যজ্য গৃহাণ সূতম্।
তদ্বঙ্গমুখ্যং মধুনা সমেতং
দলীত পথ্যং মধুরং সমুদ্গম্॥
বিল্বোত্থপিণ্ডঞ্চ বিপাচ্য তক্রে
দদীতহিঙ্গুংদধিবর্জ্জয়েচ্চ।
বঙ্গং বিনারসভস্মেদং।
লবণস্যাত্র বিংশতিভাগঃ
সর্ব্বরোগোপকারকম্॥১৭০॥

পারা ২ ভাগ, বঙ্গ ১ ভাগ, গলাইয়া ২০ ভাগ লবণে নিক্ষিপ্ত করিয়া কাঁজিদ্বারা মর্দ্দনপূর্ব্বক গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ গোলককে শুষ্ক ভাণ্ড মধ্যে দিয়া লিপ্ত করিয়া তীব্রপুট দিবে। তদনন্তর জলপূর্ণ পাত্রে নিঃক্ষিপ্ত করিয়া জলভাগ ফেলাইয়া উক্ত রস গ্রহণ করিবে। মাত্রা ২ রতি মধুর সহিত সেবন করাইবে। পথ্য মধু ও মুদ্গ, তক্রপক্ক বিল্ব মণ্ড। হিং, এবং দধি নিষিদ্ধ।

বঙ্গ ব্যতিরেকে এই রসভস্ম সর্ব্ব রোগেই প্রশস্ত॥ ১৭০॥

প্রমেহসেতুঃ—

একস্সুতোদ্বিধাবঙ্গঃ সর্ব্বদ্বিগুণগন্ধকঃ।
কূপীপক্বোমহাসেতুর্বঙ্গস্থানেঽথবা বিধুঃ।

পারা ১ ভাগ, বঙ্গ ২ ভাগ, গন্ধক ৬ ভাগ একত্র করিয়া কূপীদ্বারা পাক করিবে॥ ১৭১॥

মেহহরোরসঃ—

গন্ধেন সূতং দ্বিগুণং প্রগৃহ্য
বিমর্দ্দয়েদ্গোক্ষুরনীরযুক্তম্।
শুষ্কঞ্চ কৃত্বাথ সুতপ্ততাম্র
চক্রঞ্চ তস্যোপরি বিন্যসেচ্চ॥
চক্রেবিলগ্নঞ্চ ততঃ প্রগৃহ্য
মূষোদরে স্থাপয় টঙ্কণেন।
সংগৃহ্য চক্রে চ নিধায় গোলং
ত্রিসপ্তকাদ্মেহবিমুক্তিমেতি॥১৭১॥

গন্ধক ১ ভাগ, পারা ২ ভাগ, গোক্ষুরকাথে মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে উহা অত্যুষ্ণ তাম্রচক্রের উপর স্থাপন করিলে, ঔষধ চাকিতে লাগিয়া যাইবে। পরে ঐ চক্রলগ্ন ঔষধ গ্রহণ করিয়া সমভাগ সোহাগার খয়ের সহিত মূষাভ্যন্তরে পুরিয়া পুট দিবে। ইহা দ্বারা ২১ দিনে মেহ আরোগ্য হয়॥১৭১॥

বঙ্গাবলেহঃ—

বঙ্গভস্ম দ্বিবল্লঞ্চ লেহয়েন্মধুনাসহ।
ততো গুড়সমং গন্ধং ভক্ষয়েৎ কর্ষমাত্রকম্ ॥
গুড়ূচীসত্ত্বমথবা শর্করাসহিতং তথা।
সর্ব্বমেহবিনির্ম্মুক্তো মণ্ডলাজ্জায়তে নরঃ ॥১৭২॥

বঙ্গভস্ম ৬ রতি, মধুর সহিত মাড়িয়া চাটিতে দিবে। তদনন্তর সগুড় গন্ধক ভক্ষণ করাইবে। অথবা চিনির সহিত গুলুঞ্চরস সেবন করিলে ৪০ দিনের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার মেহ আরোগ্য হয়।১৭২

প্রমেহসেতুঃ—

সূতকাভ্রং বটক্ষীরং মর্দ্দয়েৎ প্রহরদ্বয়ম্।
বিপাচ্য পঙ্কমূষায়াং সর্ব্বরোগহরঃ পরঃ ॥
বিশেষান্মেহরোগেষু ত্রিফলামধুসংযুতম্।
বয়ুক্তীতন্দ্রমেকন্তু রসেন্দ্রস্যাস্য বৈদ্যরাট্ ॥
অত্র দ্বিগুণো গন্ধোঽপি যোজ্যঃ ॥১৭৩॥

পারা, অভ্র, সমভাগ বটক্ষীরের সহিত ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া বজ্রমূষার পাক করিবে। মাত্রা ৩ রতি, অনুপান ত্রিফলার কাথ ও মধু। ইহা দ্বারা সকল রোগ বিশেষতঃ মেহ আরোগ্য হয়। ইহাতে দ্বিগুণ গন্ধকও যোজিত হয়।১৭৩।

রুজাদলনবটী—

রসবলিবিষবহ্নি ত্রৈফলং ব্যোষযুক্তম্।
সমলবমিতি সর্ব্বৈর্দ্বিগুণঃ স্যাদ্গুড়োঽপি ॥
জঠরগদসমীরশ্লেষ্মমেহান্ সগুল্মান্।
হরতি ঝটিতি পুংসাং বল্লমাত্রা বটীয়ম্ ॥১৭৪॥

রস, গন্ধক, বিষ,চিত্রক, ত্রিফলা, ত্রিকটু প্রত্যেকে চূর্ণ সমভাগ, সর্ব্ব দ্বিগুণ গুড় একত্র মিশ্রিত ২ রতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাতে উদররোগ বাতিক এবং শ্লৈষ্মিক, মেহ ও গুল্ম সত্বর আরোগ্য হয়॥ ১৭৪ ॥

তারকেশ্বরোরসঃ—

মৃতসূতাভ্রবঙ্গানাং মর্দ্দয়েন্মধুনা দিনম্।
তারকেশ্বরনামায়ং মাষকং বহুমূত্রজিৎ ॥
উড়ুম্বরফলং পক্কং চূর্ণিতং কর্ষমাত্রকম্।
সংলিহেৎ মধুনা সর্ব্বমনুপানং সুখাবহম্ ॥১৭৫॥

রসসিন্দূর অভ্র এবং বঙ্গ সমভাগ মধুর সহিত ১ দিন মর্দ্দন করিয়া তারকেশ্বররস প্রস্তুত করিবে। পরিমাণ ২ রতি অনুপান মধুর সহিত যজ্ঞডুমুরের ফলচূর্ণ। ইহাতে বহুমূত্র রোগ আরোগ্য হয়॥ ১৭৫ ॥

ইন্দ্রবটী—

মৃতং সূতং মৃতং বঙ্গমর্জ্জুনস্য ত্বচাসিতা।
তুল্যাংশং মর্দ্দয়েৎ খল্লে শাল্মল্যা মর্দ্দয়েৎ দ্রবৈঃ ॥
দিনান্তে বটিকা কার্য্যা মাষমাত্রা প্রমেহহা।
এষা ইন্দ্রবটীসংজ্ঞা মধুমেহপ্রণাশিনী ॥১৭৬॥

রসসিন্দূর, বঙ্গ, অর্জুনছাল এবং চিনি সমভাগ একত্র শিমুলেররসে মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি পরিমাণ বটী করিবে। ইহা দ্বারা মধুমেহ এবং প্রমেহ আরোগ্য হয়। (চিনি ঔষধের সহিত না দিয়া অনুপান দিবে)॥ ১৭৬ ॥

অর্শোঽধিকারোক্তা চন্দ্রপ্রভাপ্যত্র কর্ত্তব্যা।

ইহাতে অর্শঃ অধিকারোক্ত চন্দ্রপ্রভাও প্রয়োগ করিবে।

অথোদরেষু অগস্তিরসঃ—

রসোংশুমালীজয়পাললোহ-
শিলাহরিদ্রাবলয়ঃ সমাংশাঃ।
ব্যোষাগ্নিভৃঙ্গার্দ্রকনিম্বনীরৈঃ
নিশুণ্ডিকারগ্বধমূলকাঙ্খিঃ ॥
পৃথগ্বিমর্দ্দ্যোদরনাশনোঽয়-
মগস্তিসূতঃ সশিবা গুড়োঽয়ম্।
সম্পাচনাদিক্রমশুদ্ধদেহে
বল্লদ্বয়োঽথ ক্রমসংযুতো বা ॥
কম্পিল্লচূর্ণেন সমঞ্চ দদ্যা
জলোদরাদীন্ জয়তীহ রোগান্ ॥১৭৭॥

রস, গন্ধক, জয়পালবীজ, লৌহ, শিলাজতু, তাম্র, হরিদ্রা প্রত্যেকে সমভাগ, ত্রিকটু ক্বাথে, ভীমরাজরসে, আর্দ্রকরসে, এবং নিম্বেররসে, নিশিন্দা এবং শোন্দালের ক্বাথে এক একবার মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি পরিমাণ বটী করিবে। ইহা পাচনাদি দ্বারা শুদ্ধ রোগীকে গুড় ও হরীতকীর সহিত কিম্বা কমলাগুঁড়ির সহিত প্রয়োগ করিলে জলোদর প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়॥ ১৭৭॥

বৈশ্বানরোরসঃ—

রসকং গন্ধকং চাভ্রং শিলাজিৎ কান্তলোহকম্।
ত্রিকটুশ্চিত্রকং কুষ্ঠং নিশ্চ ভীম্নলীবিষম্॥
অজমোদা চ সর্ব্বেষাং দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ প্রকল্পয়েৎ
চূর্ণীকৃত্য ততঃ সর্ব্বং নিম্বক্বাথেন ভাবয়েৎ॥
ভাবয়েৎ একবিংশচ্চ ভৃঙ্গরাজেন সপ্তধা।
মধুনা গুড়িকাং স্বচ্ছাং রজন্যাং তাং প্রদাপয়েৎ॥
বৈশ্বানরাভিধো যোগো জলোদরবিশোষণঃ॥১৭৮॥

রস ২ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, অভ্র ২ ভাগ, শিলাজতু ২ ভাগ, কান্তলৌহ ২ ভাগ, ত্রিকটু, চিত্রক, কুড়, নিশিন্দামূল, ভালমূলী, বিষ এবং যমানী প্রত্যেকে চূর্ণ ২ ভাগ, একত্র করিয়া নিম্বক্বাথে ২১বার এবং ভৃঙ্গরাজক্বাথে ৭ বার ভাবনা দিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অনুপান মধু। ইহা রাত্রে সেবনীয়, এবং জলোদরের মহৌষধ॥ ১৭৮॥

মহাবহ্নিরসঃ—

চতুঃসূতস্য গন্ধাষ্টৌ রজনীত্রিফলা শিবা।
প্রত্যেকঞ্চ দ্বিভাগং স্যাজ্জয়বৃক্ষপালচিত্রকম্॥
প্রত্যেকঞ্চ ত্রিভাগং স্যাৎ ত্র্যূষণং দন্তিবীজকম্।
প্রত্যেকমষ্টভাগং স্যাদেকীকৃত্য বিচূর্ণয়েৎ॥
জয়ন্তী স্নুক্‌পয়োভৃঙ্গ বহ্নিবাতারিতৈলকৈঃ।
প্রত্যেকেন ক্রমাদ্ভাব্যং সপ্তবারং পৃথক্ পৃথক্॥
মহাবহ্নিরসো নাম নিষ্কমুষ্ণজলৈঃ পিবেৎ।
বিরেচনং ভবেত্তেন তক্রভক্তং সসৈন্ধবম্॥
দিনান্তে দাপয়েৎ পথ্যং বর্জ্জয়েৎ শীতলং জলম্।
সর্ব্বোদরহরঃ প্রোক্তো মূঢ়বাতহরঃ পরঃ॥১৭৯॥

পারা ৪ ভাগ, গন্ধক ৮ ভাগ, হরিদ্রা, ত্রিফলা চূর্ণ প্রত্যেকে ২ ভাগ, তেউড়ীমূল, জয়পালবীজ এবং চিতারমূল চূর্ণ প্রত্যেকে ৩ ভাগ, ত্রিকটু, দন্তীবীজ চূর্ণ প্রত্যেকে ৮ ভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া জয়ন্তীক্বাথ, সিজুরআঠা ভীমরাজরস চিতারক্বাথ এবং এরণ্ডতৈল দ্বারা প্রত্যেকে ক্রমশঃ ৭ বার করিয়া ভাবনা দিবে। নিষ্ক (৪৮ রতি) পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অনুপান উষ্ণজল। বিরেচন হইলে সৈন্ধবযুক্ত ঘোল ভাত দিনান্তে পথ্য দিবে। শীতল জল নিষিদ্ধ। ইহাতে সর্ব্বোদর ও মূঢ়বাত নষ্ট হয়॥ ১৭৯॥

বিদ্যাধরোরসঃ—

গন্ধকং তালকং তাপ্যং মৃততাম্রং মনঃশিলা।
শুদ্ধসূতঞ্চ তুল্যাংশং মর্দ্দয়েদ্ভাবয়েদ্দিনম্।
পিপ্পল্যাঃ সুকষায়েণ বজ্রীক্ষীরেণ ভাবয়েৎ॥
নিষ্কার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ ক্ষৌদ্রৈ গুল্মং প্লীহাদিকং জয়েৎ
রসো বিদ্যাধরো নাম গোদুগ্ধঞ্চ পিবেদনু॥১৮০॥

পারা, গন্ধক, হরিতাল, রৌপ্য, তাম্র এবং মনছাল সমভাগে লইয়া পিপ্পলী ক্বাথে এবং বজ্রীক্ষীরদ্বারা এক দিন ভাবনা দিবে। এই ঔষধ ২৪ রতি পরিমিত মধুর সহিত সেবন করিলে গুল্ম ও প্লীহাদি আরোগ্য হয়। অনুপান গব্যদুগ্ধ॥ ১৮০॥

ত্রৈলোক্যোড়ুম্বরোরসঃ—

দ্বৌ ভাগৌ শিববীর্য্যস্য গন্ধকস্য চতুষ্টয়ং।
অভ্রবহ্নিবিড়ঙ্গানাং গুড়ূচীসত্ত্বনাগয়োঃ॥
কৃষ্ণজীরকটুনাঞ্চ লবণক্ষারয়োরপি।
প্রত্যেকং ভাগমাদায় মর্দয়েৎ সুরসাদ্রবৈঃ॥
বীজপূররসৈর্ভূয়ো মর্দয়িত্বা বিশোষয়েৎ॥
ত্রৈলোক্যোড়ুম্বরো নাম বাতোদরনিকৃন্তনঃ॥
গুঞ্জাত্রয়ক্রমেণাস্যং দদীত ঘৃতসংযুতম্।
ভোজয়েৎ স্নিগ্ধমুষ্ণঞ্চ পায়সঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥১৮১

পারা ২ ভাগ, গন্ধক ৪ ভাগ, অভ্র, চিত্রক, বিড়ঙ্গ, গুলুঞ্চপালো, শীষ, কৃষ্ণজীরক, কটুকী, সৈন্ধব এবং যবক্ষার প্রত্যেকে এক এক ভাগ গ্রহণ করিয়া নিশুণ্ডীরসে মর্দ্দন করিবে, এবং টাবানেবুর রসে পুনর্ব্বার মর্দ্দন করিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। মাত্রা ৩ রতি হইতে ঘৃতের সহিত দিবে। পথ্য স্নিগ্ধ ও উষ্ণদ্রব্য। কিন্তু পায়স নিষিদ্ধ। ইহাতে বাতোদর নষ্ট হয়॥ ১৮১॥

চক্রধরোরসঃ—

তাম্রচক্রে রসং বঙ্গং তুল্যং গন্ধং বিষং ক্ষিপেৎ।
মর্দয়েদ্বহ্নিঘনজৈর্গুড়ূচীস্বরসাদ্রবৈঃ॥
পিপ্পলীজীরতোয়ৈশ্চ ত্রিক্ষারং পটুপঞ্চকম্।
সূততুল্যং পৃথগ্যোজ্যং রম্ভাম্ভো মর্দিতং ক্ষণম্॥
ততো লোহস্য পাত্রেঽগ্নিরসৈঃ সংস্বেদিতঃ ক্ষণম্।
গুঞ্জাদ্বয়ং দদীতাস্য শুণ্ঠ্যাজ্যেনার্দ্রকেন বা॥১৮২॥

রস, বঙ্গ, গন্ধক, বিষ সমভাগে লইয়া তাম্রপাত্রে নিক্ষেপ পূর্ব্বক চিত্রক, মুথা, গুলুঞ্চ, নিশিন্দা, পিপুল এবং জীরকক্বাথে মর্দ্দন করিবে। তদনন্তর পঞ্চলবণ এবং ক্ষারত্রয় প্রত্যেকে পারদের সমান লইয়া উহার সহিত মিশ্রিত করিয়া কদলীরসে ক্ষণকাল মর্দ্দন করিয়া চিত্রকরসের সহিত লৌহপাত্রে করিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। রস শুষ্ক হইলে ২ রতি শুঁঠ চূর্ণ ও ঘৃত কিম্বা আদাররসের সহিত সেবন করাইবে॥ ১৮২॥

বঙ্গেশ্বরোরসঃ—

রসবঙ্গকয়োরেকশ্চত্বারস্তাম্রগন্ধয়োঃ।
অর্কক্ষীরেণ সংমর্দ্য পুটয়েন্মৃদুবহ্নিনা॥
এষ বঙ্গেশ্বরো নাম গুল্মপ্লীহনিকৃন্তনঃ।
গুঞ্জাদ্বয়ং দদ্যাত্তামনুবর্কচূর্ণং ঘৃতান্বিতম্॥১৮৩॥

রস ১ ভাগ, বঙ্গ ১ ভাগ, তাম্র ও গন্ধক ৪ ভাগ, আকন্দ আঠার সহিত মর্দ্দন করিয়া মৃদু অগ্নিতে পুট দিবে। মাত্রা ২ রতি, অনুপান অর্কচূর্ণ ও ঘৃত। ইহাতে গুল্ম ও প্লীহা আরোগ্য হয়॥১৮৩

উদরারিরসঃ—

পারদং শিখিতুত্থঞ্চ জৈপালং পিপ্পলীসমম্।
আরগ্বধফলান্মজ্জাং বজ্রীদুগ্ধেন মর্দ্দয়েৎ॥
মাষমাত্রাং বটীং খাদেৎ ক্ষীণাং জলোদরং জয়েৎ।
চিঞ্চাফলরসঞ্চানু পথ্যং দধ্যোদনং হিতম্॥
রক্তোদরহরৈশ্চৈব কঠিনেনোদরেণ তু॥১৮৪॥

পারা, চিত্রক, তুঁতে, জয়পাল, পিপুল, শোন্দালের ফলমজ্জা সমভাগে লইয়া সিজুর আঠার সহিত মর্দ্দন করিয়া ৬ রতি পরিমাণ বটী করিবে। অনুপান তেঁতুলের রস, পথ্য দধি অন্ন। ইহাতে রক্তোদর এবং উদর রোগ আরোগ্য হয়॥১৮৪॥

রোহীতকাদ্যলৌহম্—

রোহীতকসমাযুক্তং ত্রিকত্রয়যুতস্তথা।
প্লীহানমগ্রমাংসঞ্চ যকৃৎ হন্তি চ দারুণম্॥১৮৫॥

রোড়া, ত্রিফলা, ত্রিকটু এবং মুথা, চিতা ও বিড়ঙ্গ এক এক তোলা, লৌহ সর্ব্বসমান একত্র মর্দ্দন করিবে। ইহাদ্বারা

প্লীহা যকৃৎ এবং অগ্রমাস আরোগ্য হয়॥ ১৮৫॥

নারাচোরসঃ—

সূতং টঙ্কণতুল্যাংশং মরিচং সূততুল্যকম্।
গন্ধকং পিপ্পলীশুণ্ঠী দ্বৌ দ্বৌ ভাগৌ বিচূর্ণয়েৎ॥
সর্ব্বতুল্যং ক্ষিপেদ্দন্তীবীজানি নিস্তুষাণি চ।
দ্বিগুঞ্জং রেচনং সিদ্ধং নারাচোঽয়ং মহারসঃ॥
গুল্মপ্লীহোদরং হন্তি পিবেত্তু ক্ষোদ্রবারিণা॥১৮৬॥

পারা, সোহাগার খই এবং মরিচ প্রত্যেকে ১ তোলা, সর্ব্বসমান গন্ধক, পিপুল, শুঁট প্রত্যেকে ২ তোলা এবং নিস্তুষ দন্তীবীজ একত্র চূর্ণ করিবে। মাত্রা ২ রতি। অনুপান উষ্ণোদক। ইহাদ্বারা গুল্ম প্লীহা এবং উদর আরোগ্য হয়॥ ১৮৬॥

তাম্রপ্রয়োগঃ—

কেবলং জারিতং তাম্রং শৃঙ্গবেররসৈঃ সহ।
দ্বিগুঞ্জং ভক্ষয়েৎ প্রাতঃ সর্ব্বোদরবিনাশনং॥১৮৭॥

শুদ্ধ জারিত তাম্র ২ রতি আদার রসের সহিত প্রাতে সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার উদর রোগ আরোগ্য হয়॥১৮৮॥

ইচ্ছাভেদীরসঃ—

সূতং গন্ধক মরিচং টঙ্কণং নাগরাভয়ে।
জৈপালং বীজসংযুক্তং ক্রমোত্তরগুণং ভবেৎ॥
সর্ব্বগুল্মোদরে দেয় ইচ্ছাভেদী স্বয়ং রসঃ।
দ্বিত্রিগুঞ্জাং বটীং ভুক্ত্বা তপ্ততোয়ং পিবেদনু॥১৮৮॥

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, মরিচ ৩ ভাগ, সোহাগার খই ৪ ভাগ, শুঁট ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, জয়পালবীজ ৭ ভাগ একত্র মর্দ্দন করিবে। মাত্রা ২।৩ রতি। অনুপান উষ্ণোদক। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার গুল্ম ও উদররোগ আরোগ্য হয়॥১৮৮॥

ইচ্ছাভেদীরসঃ—

শুণ্ঠীমরিচসংযুক্তং রসগন্ধকটঙ্কণম্।
জৈপালস্ত্রিগুণঃ প্রোক্তঃ সর্ব্বমেকত্র চূর্ণয়েৎ॥
ইচ্ছাভেদী দ্বিগুঞ্জঃ স্যাৎ সিতয়াসহ দাপয়েৎ।
যাবত্তু চুলুকং পীত্বা তাবদ্বেগান্বিরেচয়েৎ॥
তক্রোদনং খাদিতব্যং ইচ্ছাভেদী যথেচ্ছয়া।
দোষাঃ কদাচিৎ কুপ্যন্তি জিতা লঙ্ঘনপাচনৈঃ॥
যে তু সংশোধনৈঃ শুদ্ধা ন তেষাং পুনরুদ্ভবঃ।
বালবৃদ্ধাবতিস্নিগ্ধক্ষতক্ষীণাময়ার্দ্দিতাঃ॥
শ্রান্তস্তৃষার্ত্তঃস্থূলশ্চ গর্ভিণী চ নবজ্বরী।
নবপ্রসূতা নারী চ মন্দাগ্নিশ্চ মদাত্যয়ী॥
শূলার্দ্দিতশ্চ রুক্ষশ্চ ন বিরেচ্যা বিজানতা॥১৮৯॥

শুঁট, মরিচ, রস, গন্ধক, সোহাগারখই প্রত্যেকে ১ তোলা জয়পালবীজ ৩তোলা একত্র চূর্ণ করিবে। মাত্রা ২ রতি চিনির সহিত প্রদান করিবে। চুলুক সেবনের পর বেগে বিরেচন হইলে, ঘোলের সহিত অন্ন দিবে। বালক বৃদ্ধ ক্ষতক্ষীণ শ্রান্ত, পিপাসার্ত্ত, স্থূল, গর্ভিণী, নবজ্বরী, নবপ্রসূতা স্ত্রী, মন্দাগ্নি, মদাত্যয়ী এবং শূলী ব্যক্তিকে বিরেচন দিবে না॥১৮৯॥

ভেদিনীবটী—

ত্রিকণ্টকক্বথিতৈঃ পিপ্পল্যা বটিকাকৃতা।
ভেদিনীয়ং সিদ্ধিমতী মহাগদনিসূদনী॥১৯০॥

সিজুরআঠা পিপ্পলী ক্বাথের সহিত মর্দ্দন পূর্ব্বক বটী প্রস্তুত করিয়া প্রয়োগ করিলে ভেদক হইয়া মহারোগ আরোগ্য হয়॥ ১৯০॥

ইতি উদরাধিকারঃ।

অথ শ্লীপদাদৌ। নিত্যানন্দ রসঃ—

হিঙ্গুলসম্ভবং সূতং গন্ধকং মৃততাম্রকং।
কাংস্যং বঙ্গং হরীতালং তুল্যং শঙ্খবরাটকম্॥
ত্রিকটুত্রিফলালৌহং বিড়ঙ্গং কটুপঞ্চকম্।
চবিকা পিপ্পলীমূলং হবুষা চ বচা তথা॥

শঠীপাঠাদেবদারুরেলা চ বৃদ্ধদারকম্।
হরীতকীরসং দত্ত্বা পঞ্চগুঞ্জান্বিতাং শুভাম্॥
একৈকাং খাদয়েদ্রোগী শীতলঞ্চ জলং পিবেৎ।
শ্লীপদং কফবাতোত্থং রক্তমাংসাশ্রিতঞ্চ যৎ॥
মেদোগতং ধাতুগতং হন্ত্যবশ্যং ন সংশয়ঃ।
অর্ব্বুদং গণ্ডমালাঞ্চ অন্তবৃদ্ধিং চিরন্তনীং॥
বাতবৃদ্ধিং শ্লেষ্মবৃদ্ধিং সর্ব্বথৈব নিহন্তি চ।
বাতপিত্তে শ্লেষ্মবাতে গুদরোগে কৃমৌ তথা॥
অগ্নিবৃদ্ধিং করোত্যেষ বলবর্ণঞ্চ সুস্থতাম্।
শ্রীমন্মহননাথেন নির্ম্মিতো বিশ্বসম্পদে॥
নিত্যানন্দরসো নাম্না শ্লীপদব্যাধিঘাতকঃ।
আনন্দয়তি লোকেশঃ শিবো বাণাসুরং যথা॥
তথৈব রোগিণাং নিত্যং ব্রধ্নবৃদ্ধৌ চ সর্ব্বজে।
রক্তজে পিত্তজে চাপি পথ্যং যোজ্যং সদা বুধৈঃ।
নিত্যানন্দরসশ্চায়ং যত্নতঃ শ্লীপদে গদে।
কার্য্যো ভিষগ্‌ভির্জ্ঞানদ্ভির্যথাশক্তি ন সংশয়ঃ॥

হিঙ্গুলরসপ্রকারো যথা—*

যাম্যং জম্বীরাদি দ্রবপরিমর্দ্দিতাদ্ধিঙ্গুলো-দ্গন্ধাযন্ত্রেণ। ডম্বুরুযন্ত্রেণ বালুকামন্ধকাচ কূপ্যাং বা গ্রাহ্যো রসঃ। তত্রন্তু সম্পুটিকা-গ্নিকে দিনং স্বেদাঃ। অস্য সর্ব্বদা যোগা-র্হত্বেপি যদত্রোপন্যাসস্তদন্য প্রক্রিয়াপরি শুদ্ধরসনিবারণার্থম্।

কিঞ্চ।

হিঙ্গুলেন রবেঃ পত্রং লিপ্ত্বা গ্রাহ্যস্ততো রসঃ।
তত্তাম্রং জারয়েত্তেন তাম্রেণ স্যাৎ পৃথক্ শ্রমঃ॥১১

হিঙ্গুলোত্থ পারা, গন্ধক, তামা, কাঁসা, বঙ্গ, হরিতাল, তুঁতে শঙ্খভস্ম, কড়ি-ভস্ম, ত্রিকটু, ত্রিফলা, লৌহ, বিড়ঙ্গ, পঞ্চলবণ, চৈকাষ্ঠ, পিপুলমূল হবুষ্‌ফল, বচ, শঠী, আকনাদি মূল, দেবদারু, এলা-ইচ, বৃদ্ধদারক বীজ, তেউড়ীমূল, চিতার মূল, দন্তীবীজ, সমভাগে লইয়া হরীত-কীর কাথে মর্দ্দন পূর্ব্বক ১০ রতি পরি-মাণ বটী প্রস্তুত করিবে। প্রতিদিন এক এক বটী শীতল জলের সহিত সেবন করিলে, সর্ব্বপ্রকার শ্লীপদ অর্ব্বুদ গণ্ড-মালা বাত রক্ত এবং অন্তবৃদ্ধি প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়॥ ১৯১॥

প্রখ্যাতং সর্ব্বরোগেষু সূতভস্মচ কেবলম্।
যোজয়েৎ যোগবাহং বা শ্লীপদস্য নিবৃত্তয়ে॥
অন্ত্রবৃদ্ধৌ যোগবাহান্ রসাংশ্চ পর্পটীমপি।
যোজয়েৎ পরিশুদ্ধস্য মাষমেরণ্ডতৈলতঃ॥
শোথহা লৌহপ্রয়োগোপ্যত্র যোজ্যঃ॥১৯২॥

কেবল পারদভস্ম সর্ব্বরোগেই প্রশস্ত শ্লীপদ শান্তির জন্য যোগবাহী পারদ ভস্ম প্রয়োগ করিবে। অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে যোগ-বাহী রস এবং পর্পটী রস এরণ্ড তৈলের সহিত ১ মাষা প্রয়োগ করিবে। এবং শোথহারী লৌহ মাত্রেই এই রোগে প্র-য়োগ করিবে॥ ১৯২॥

ইতি শ্লীপদাধিকারঃ।

অথার্ব্বুদে। রৌদ্রোরসঃ—

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং মর্দ্যং যামচতুষ্টয়ম্।
নাগবল্লীদলস্বৈতের্মেঘনাদপুনর্ণবা॥
গোমূত্রপিপ্পলীযুক্তং মর্দ্যং রুদ্ধা পুটেল্লঘু।
লিহেৎ ক্ষৌদ্রৈরসো রৌদ্রো গুঞ্জমাত্রোঽর্ব্বুদং জয়েৎ॥ ১৯৩॥

শুদ্ধ রস এবং গন্ধক সমভাগে লইয়া ৪ প্রহর মর্দ্দন করিয়া পান করিবে॥১৯৩

তুল্যং জৈপালবীজঞ্চ নিম্বুতোয়েন মর্দয়েৎ।
তৎপাদো দধিমাংসানি বিশীর্য্যন্তি ন সংশয়ঃ॥
কেবলতোয়েনাপি তুল্যানি প্রলেপঃ॥১৯৪॥

জয়পাল বীজ সমভাগ লেবুর রসে মর্দ্দন করিয়া প্রলেপ দিলে অর্ব্বুদ মাংস ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কেবল জলের সহিত ও প্রলেপ দেওয়া হইতে পারে॥ ১৯৪॥

ইতি অর্ব্বুদাধিকারঃ।

অথ বিদ্রধৌ—

সর্ব্বরোগোদিতং সর্ব্বং যোগবাহঞ্চ যোজয়েৎ।
বিদ্রধৌ ব্রণবৎ সর্ব্বং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ ভিষগ্বরঃ॥১৯৫॥

বিদ্রধি রোগে সর্ব্বরোগোক্ত সর্ব্ব প্রকার রোগ প্রয়োগ করিবে। এবং ব্রণবৎ সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিবে॥ ১৯৫॥

অথ শোথে। কটুকাদিলৌহঃ—

কটুকং ত্র্যূষণং দন্তী বিড়ঙ্গং ত্রিফলা তথা।
চিত্রকো দেবদারুশ্চ ত্রিবৃদ্বারণপিপ্পলী॥
চূর্ণান্যেতানি তুল্যানি দ্বিগুণং স্যাদয়োরজঃ।
ক্ষীরেণ পীতমেতত্তু শ্রেষ্ঠং শ্বয়থুনাশনম্॥১৯৬॥

কটকী, ত্রিকটু, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতেরমূল, দেবদারু তেউড়ীমূল এবং গজপিপুল, ইহাদের চূর্ণ সমভাগ, এবং লৌহচূর্ণ সর্ব্ব দ্বিগুণ একত্র মিশ্রিত করিয়া দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শোথ আরোগ্য হয়॥ ১৯৬॥

ব্যোষাদ্যং লৌহম্—

ব্যোষং ত্রিবৃত্তিক্তকরোহিণী চ
সায়োরজস্ক ত্রিফলারসেন।
পীতং কফোত্থং শময়েত্তু শোথং
গবাং চ মূত্রেণ হরীতকী চ॥১৯৭॥

ত্রিকটু, তেউড়ীমূল, চিরতা, কট্কী, এবং লৌহভস্ম, সমভাগ চূর্ণ করিয়া ত্রিফলার ক্বাথের সহিত সেবন করিলে, এবং গোমূত্রের সহিত হরীতকী সেবন করিলে কফজন্য শোথ আরোগ্য হয়॥ ১৯৭॥

ত্রিকট্বাদ্যং লৌহম্—

ত্রিকটুত্রিফলাদন্তীমার্গত্রিমদশুণ্ঠকৈঃ।
পুনর্নবাসমাযুক্তৈর্যু ক্তোহন্তি সুদুর্জ্জয়ম্।
লৌহঃ শোথোদরং স্থৌল্যং মেদোগদমসংশয়ম্॥১৯৮॥

শুণ্ঠকং শুষ্কবালমূলকং।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, দন্তীমূল, অপামার্গ বীজ, মুথা, চিত্রক, বিড়ঙ্গ, শুষ্কমূলক চূর্ণ এবং লৌহভস্ম সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে দুর্জ্জয় শোথোদর স্থৌল্য এবং মেদ রোগ নষ্ট হয়॥ ১৯৮॥

ইতি শোথাধিকারঃ।

অথ স্থৌল্যে। ত্র্যূষণাদ্যলৌহঃ।

ত্র্যূষণং ত্রিফলাচব্যং চিত্রকং বিড়মৌদ্ভিদম্।
বাকুচীসৈন্ধবঞ্চৈব সৌবর্চ্চলসমন্বিতম্॥
অয়শ্চূর্ণসমাযুক্তং ভক্ষয়েৎ মধুসর্পিষা।
স্থৌল্যাপকর্ষণং শ্রেষ্ঠং বলবর্ণাগ্নিবর্দ্ধনম্॥
মেহঘ্নং কুষ্ঠশমনং সর্ব্বব্যাধিহরং পরম্।
নাহারে যন্ত্রণাকার্য্যা ন বিহারে তথৈব চ॥
ত্র্যূষণাদ্যমিদং চূর্ণং রসায়নমনুত্তমম্॥১৯৯॥

ত্রিকটু, ত্রিফলা, চৈ, চিত্রক, বিট্‌লবণ, উদ্ভিদ লবণ, বাগুচীবীজ, সৈন্ধবলবণ, সৌবর্চল লবণ এবং লৌহচূর্ণ সমভাগে লইয়া একত্র পেষণ করিবে। অনুপান ঘৃত মধু। ইহা দ্বারা স্থৌল্য নাশ হয়, অগ্নিবৃদ্ধি করে, ইহাতে এবং কুষ্ঠাদি সর্ব্বরোগ আরোগ্য হয়। এই ত্র্যূষণাদ্যচূর্ণ উত্তম রসায়ন॥ ১৯৯॥

ইতি স্থৌল্যাধিকারঃ।

অথ ভগন্দরে। ভগন্দরহরো লৌহঃ—

সূতস্য দ্বিগুণেন গন্ধবলিনা
কন্যাপয়োভির্দ্ব্যহম্।
পিষ্ট্বা তাম্রময়ং সমস্তমুলিপ্তং
পাত্রং বিধায়োপরি॥
স্বেদ্যং যামযুগং সভস্ম
পিঠরেনিম্বু জলৈঃ সপ্তধা।
সাকং তৎপুটয়েৎ ভগন্দর
হরো গুঞ্জোন্মিতঃস্যাদিতি॥২০০॥

পারা ১ ভাগ, শুদ্ধ গন্ধক ২ ভাগ, ঘৃতকুমারীর রসে ৩ দিন মর্দ্দন করিয়া, পারা গন্ধকের সমভাগ তাম্র পত্রে উক্ত কজ্জলী লেপনপূর্ব্বক উহা ঘুটের ছাই

পূর্ণ স্থালীর ভিতর রাখিবে। এবং উহার উপর পুনর্ব্বার ছাই দিয়া ভাণ্ডের মুখ রুদ্ধ করিয়া ২ প্রহর অগ্নিতে পাক করিবে। তৎপরে লেবুর রসে ৭টী ভাবনা দিয়া ৭ বার গজপুট দিবে। মাত্রা ১ রত্তি। অনুপান ঘৃত ও মধু। ইহাদ্বারা ভগন্দর নষ্ট হয়॥ ২০০॥

ইতি ভগন্দরাধিকারঃ।

অথ উপদংশে—

যোগবাহিরসান্ সর্ব্বান্ সর্ব্বরোগোদিতানপি।
উপদংশে প্রযুঞ্জীত ধ্বজমধ্যে শিরাব্যধঃ॥২০১॥

উপদংশ রোগে সর্ব্বরোগোক্ত সর্ব্বপ্রকার যোগবাহী রস প্রয়োগ করিবে, এবং লিঙ্গ মধ্যস্থ শিরা বিদ্ধিয়া দিবে॥ ২০১॥

ইত্যুপদংশাধিকারঃ।

অথ কুষ্ঠাদৌ। মহাতালেশ্বরোরসঃ—

তালতাপ্যশিলাসূতং শুদ্ধং সৈন্ধবটঙ্কণম্।
সমাংশং চূর্ণয়েৎ খল্বে সূতদ্বিগুণগন্ধকম॥
গন্ধতুল্যং মৃতং তাম্রং জম্বীরৈর্দ্দিনপঞ্চকম্।
মর্দ্দ্যং ষড়্ভিঃ পুটৈঃপাচ্যং ভূধরে সংপুটোদরে॥
পুটেপুটে দ্রবৈর্ম্মর্দ্দ্যং সর্ব্বমেতত্তু ষট্পলম্।
দ্বিপলং জারিতং তাম্রং লৌহভস্ম চতুঃপলম্॥
জম্বীরাম্লেন তৎসর্ব্বং দিনং মর্দ্দ্যং পুটেল্লঘু।
ত্রিংশদংশং বিষং চাস্য ক্ষিপ্ত্বা সর্ব্বং বিচূর্ণয়েৎ॥
মহিষাজ্যেন সংমিশ্রং নিষ্কার্দ্ধং ভক্ষয়েৎ সদা।
মধ্বাজ্যৈর্বাকুচীচূর্ণং কর্ষমাত্রং লিহেদনু।
সর্ব্বকুষ্ঠান্নিহন্ত্যাশু মহাতালেশ্বরোরসঃ॥২০২॥

শোধিত হরিতাল রৌপ্য মনছাল পারা সৈন্ধব এবং সোহাগার খই প্রত্যেকে ৩ তোলা গন্ধক ৬ তোলা একত্র চূর্ণ করিবে। পরে জারিত তাম্র ৬ তোলা দিয়া জম্বীররসে ৫ দিন মর্দ্দন করিবে। পরে কৌটার মধ্যে ভরিয়া ৬ বার ভূধর যন্ত্রে পুট পাক করিবে। যত বার পুট দিবে, তত বার জম্বীর রসে মর্দ্দন করিবে। তৎপরে তাহাতে ৮ তোলা জারিত তাম্র এবং লৌহ ভস্ম ১৬ তোলা মিশ্রিত করিয়া ১ দিন জম্বীর রসে মর্দ্দনপূর্ব্বক লঘু পুটে পাক করিবে। পরে সর্ব্বদ্রব্যের ত্রিংশ অংশ বিষ দিয়া একত্র চূর্ণ করিবে। মাত্রা ১২ রত্তি, মাহিষ ঘৃতের সহিত ভক্ষণ করিবে। অনুপান মধু ও ঘৃতের সহিত বাগুজী চূর্ণ লেহন। ইহাতে সর্ব্বকুষ্ঠ আরোগ্য হয়॥ ২০২॥

কুষ্ঠকুঠারো রসঃ—

ভস্মসূতসমোগন্ধো মৃতায়স্তাম্রগুগ্গুলুঃ।
ত্রিফলা চ মহানিম্বশ্চিত্রকশ্চ শিলাজতু॥
ইত্যেতচ্চূর্ণিতং কুর্য্যাৎ প্রত্যেকং শাণষোড়শ।
চতুঃষষ্টিকরঞ্জস্য বীজচূর্ণং প্রকল্পয়েৎ॥
চতুঃষষ্টিমৃতং চাভ্রং মধ্বাজ্যাভ্যাং বিলোড়য়েৎ।
স্নিগ্ধভাণ্ডে স্থিতং খাদেৎ ত্রিনিষ্কং সর্ব্বকুষ্ঠজিৎ।
রসঃ কুষ্ঠকুঠারোঽয়ং গলৎকুষ্ঠনিবারণঃ॥২০৩॥

সূতভস্ম গন্ধক লৌহ তাম্র গুগ্গুল ত্রিফলা ঘোড়ানিম্ চিতেরমূল এবং শিলাজতুপ্রত্যেকে ৮ তোলা চূর্ণ করঞ্জবীজ চূর্ণ ৩২ তোলা, এবং অভ্র ৩২ তোলা মধু ও ঘৃতের সহিত মর্দ্দন করিয়া ঘৃত ভাণ্ডে স্থাপন করিবে। মাত্রা ৪৮ রত্তি। ইহাদ্বারা সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ আরোগ্য হয়॥ ২০৩॥

শ্বিত্রলেপঃ —

গুঞ্জাফলাগ্নিচূর্ণঞ্চ লেপিতং শ্বেতকুষ্ঠনুৎ।
শিলাপামার্গভস্মাপি পিষ্ট্বা শ্বিত্রংপ্রলেপয়েৎ॥২০৪

কুঁচ ফল এবং চিতার মূল একত্র পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বেতকুষ্ঠ আ-

রোগ্য হয়। এবং মনঃছাল ও অপামার্গ ভস্ম পেষণ করিয়া শ্বিত্র স্থানে লেপ দিলেও শ্বিত্র ভাল হয় ॥ ২০৪ ॥

সবর্ণকরণোলেপঃ—

বাকুচী মূত্রসংপিষ্টা হরিতালচতুর্গুণা।
সবর্ণকরণোলেপঃ শ্বিত্রাদৌ নাস্ত্যতঃপরম্ ॥২০৫॥

হরিতাল ১ ভাগ বাগুজীবীজ ৪ ভাগ ভাগ গোমূত্রপিষ্ট করিয়া প্রলেপ দিলে শ্বিত্র স্থান শরীরের সহিত সমান বর্ণ হয় ॥ ২০৫ ॥

ক্ষীরগন্ধকঃ—

গন্ধকার্দ্ধপলং শুদ্ধং পীতং দুগ্ধেন সপ্তকম্।
দুগ্ধান্নভোজিনোহন্তি কণ্ডুপামাবিচর্চ্চিকাঃ ॥২০৬॥

শুদ্ধ গন্ধক ৪ তোলা দুগ্ধের সহিত সপ্তাহ সেবন ও দুগ্ধান্ন ভোজন করিলে কণ্ডূ পামা এবং বিচর্চ্চিকা ভাল হয় ।২০৬

কুষ্ঠদলন রসঃ—

গন্ধং রসং বাকুচকোথবীজং
পলাশবীজঞ্চ কৃশানুশুণ্ঠী।
অক্ষানি মধ্বাজ্যযুতানি কৃত্বা
সেবেত কুষ্ঠীচ হিতাশনশ্চ ॥২০৭॥

পারা গন্ধক বাগুজীবীজ পলাশবীজ চিতে এবং শুঁঠ সমভাগে চূর্ণ করিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত সেবন করিবে। এবং হিত ভোজন করিবে ॥ ২০৭ ॥

চন্দ্রাননোরসঃ—

সুতব্যোমাম্রমস্তুল্যাস্ত্রিভাগা গন্ধকস্য চ।
কাকোদুম্বরিকাক্কাথৈঃ সর্ব্বমেকত্র মর্দ্দয়েৎ ॥
মাষমানেন গুড়িকাং কৃত্বা তস্য প্রযোজয়েৎ।
দেহশুদ্ধিং পুরা কৃত্বা সর্ব্বকুষ্ঠানি নাশয়েৎ ॥
এষ চন্দ্রাননোনাম সাক্ষ্যাৎ শ্রীভৈরবোদিতঃ।
হন্তি কুষ্ঠং ক্ষয়ং শ্বাসং পাণ্ডুরোগং হলীমকম্।
অগ্নশীর্জীর্ণশূলানি সন্নিপাতং সুদারুণম্ ॥২০৮॥

পারা ১ ভাগ গন্ধক ৩ ভাগ, ত্রিকটু এবং চিতেরমূল প্রত্যেকে ১ ভাগ কাকডুমুরের আটায় মর্দ্দন করিয়া ৮ রতি পরিমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। অগ্রে দেহ শুদ্ধি করিয়া এই ঔষধ সর্ব্বকুষ্ঠ আরোগ্য করে। ইহা দ্বারা জ্বর ও শ্বাসাদি অনেক রোগ ভাল হয় ॥২০৮॥

তালকেশ্বরঃ—

নাগস্য ভস্ম শাণৈকং তোলৈকং পারদস্য চ।
দ্বিনিষ্কং শুদ্ধতালস্য সমভূতং পবাং জলৈঃ ॥
বিপচেৎ ষোড়শগুণৈঃ শনৈস্তজ্জীর্য্যতে যথা।
ঘর্ম্মে ত্রিযম্রং জম্বীরকুমারীবজ্রকন্দকৈঃ ॥
রসৈস্তু স্বস্য চাম্ভোভির্যুতং বল্লত্রয়ং সদেৎ।
কুষ্ঠে চাগ্নিগতে বাপি শাখানাসাবিদুষকে ॥
স্বরভঙ্গে ক্ষতক্ষীণে মণ্ডলেষু মহৎস্বপি ॥
ঔদুম্বরং হন্তি শিবামধুভ্যাং
কৃৎস্নঞ্চ কুষ্ঠং ত্রিফলাজলেন।
গুড়ার্দ্রকাভ্যাং গজকর্ণসিধ্ম
বিচর্চ্চিকাস্ফোটবিসর্পকণ্ডূঃ ॥
নিহন্তি পাণ্ডুং বিবিধাং বিপাদীং
সরক্তপিত্তাং কটুকীসিতাভ্যাম্।
খাদেদ্বিকারানমৃতাযুতেন
ক্বাথেন পথ্যং সঘৃতং সযুক্তম্।
তক্রঞ্চ মাংসং বর্জিনাঞ্চ খোজ্যং
জাতে বিরেকে,সমিতং পয়শ্চ ॥২০৯॥

শীষ ভস্ম ॥০ তোলা পারা ১তোলা হরিতাল ২ তোলা ষোলগুণ গোমূত্রের সহিত মৃদু জ্বালে এরূপ পাক করিবে, যাহাতে ঐ ধাতুগুলি জীর্ণ হয়। পরে জম্বীর ঘৃতকুমারী সিজু এবং ভীমরাজের রসে ৩ দিন মর্দ্দনপূর্ব্বক রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া ৯ রতি পরিমাণ কুষ্ঠ স্বরভঙ্গ এবং ক্ষতক্ষীণাদি রোগে প্রয়োগ করিবে।

এই ঔষধে অনুপান ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রোগ আরোগ্য হয়। হরীতকী ও মধু

সহিত উড়ুম্বরকুষ্ঠের এবং ত্রিফলার জল সর্বকুষ্ঠের অনুপান। গুড় এবং আদার রসের সহিত গজচর্ম্ম সিধ্ম পামা এবং বিচর্চিকাদি আরোগ্য হয়, কটুকী ও চিনির সহিত পাণ্ডু বিপাদিকা এবং রক্তপিত্ত আরোগ্য হয়। গুলঞ্চের কাথে সিদ্ধ সঘৃত মুদ্গ, তক্র ও মাংস বলী ব্যক্তিকে পথ্য দিবে। বিরেচন হইলে চিনির সহিত দুগ্ধ দিবে। ২০৯।

অর্কেশ্বরোঽপ্যত্র যোজ্যঃ।

এই রোগে অর্কেশ্বর ও প্রয়োগ করিবে।

তালেশ্বরোরসঃ—

সম্যক্ পত্রীকৃতং তালং কুষ্মাণ্ডসলিলে শনৈঃ।
চূর্ণোদকে পৃথক্ তৈলে দোলাযন্ত্রে দিনং দিনম্॥
শোধয়িত্বা তদাম্লেন দধ্যালোড্য বিমর্দ্দয়েৎ।
খল্লে লৌহময়েবাপি গাঢ়ং যামদ্বয়ং পুনঃ॥
পুনর্ণবায়াঃ ক্ষারেণ সংযোজ্য ঘনতাং নয়েৎ।
দধি কিঞ্চিৎ পুনর্দত্ত্বা ঘনীভূতং নিবেশয়েৎ॥
স্থাল্যাং দৃঢ়তরায়াঞ্চ ক্ষারে পৌনর্ণবে পুনঃ।
রোটিকাসদৃশং কৃত্বা শরাবেণ পিধাপয়েৎ॥
পচেত্তাবৎ ভবেৎ ক্ষারং শঙ্খকুন্দেন্দু সন্নিভম্।
স্বাঙ্গশীতং সমুদ্ধৃত্য পুনরগ্নৌ পরীক্ষয়েৎ॥
ক্ষিপ্তমগ্নৌচ নির্ধূমং দৃশ্যতে নলিনেনচ।
তদাসিদ্ধিং বিজানীয়াৎ যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মসু॥
এবং সিদ্ধেন তালেন গন্ধতুল্যেন মেলয়েৎ।
দ্বয়োস্তুল্যং জীর্ণতাম্রং বালুকাযন্ত্রপাচিতম্॥
অয়ং তালেশ্বরোনাম রসঃ পরমদুর্ল্লভঃ।
হন্যাৎ কুষ্ঠান্যশেষাণি বাতশোণিতনাশনঃ॥
বাতমণ্ডলমত্যুগ্রং স্ফুটিতং গলিতং তথা।
কুষ্ঠরোগং সর্ব্বজাতং নাশয়েদবিকল্পতঃ॥
দুষ্টব্রণঞ্চ বীসর্পং ত্বগ্দোষানাশু নাশয়েৎ।
বাতমণ্ডলকুষ্ঠনামৌষধং নাস্ত্যতঃ পরম্॥
দৃষ্টযোগশতাসাধ্যরোগবারণকেশরী॥২১০॥

বংশপত্রী হরিতালকে কুষ্মাণ্ডজলে ১ দিন, চুনের জলে ১ দিন এবং তৈলে এক দিন দোলাযন্ত্রে গালিত করিয়া শুষ্ক করিবে। তদনন্তর অম্ল দধির সহিত আলোড়নপূর্ব্বক লৌহময় পাত্রে পুনর্নবা ক্ষারসংযোগে ২ প্রহর মর্দ্দন করিয়া ঘনীভূত করিবে। তাহাতে পুনর্ব্বার কিঞ্চিৎ দধি দিয়া পুনর্নবাক্ষার সংযোগে ঘনীভূত করিবে এবং রোটিকাবৎ করিয়া ভাণ্ড মধ্যে পুরিয়া ভাণ্ডের মুখ বন্ধ করিয়া এরূপ পাক করিবে, যে উহা শুভ্রবর্ণ হয়। শীতল হইলে অগ্নিতে পরীক্ষা করিবে, অর্থাৎ অগ্নিতে দিলে নির্ধূম হইবে। এই রূপে পাক সিদ্ধ হইলে সেই হরিতাল সর্ব্ব কর্ম্মে প্রশস্ত হইবে।

এইরূপে সিদ্ধ হরিতাল এবং গন্ধক সমভাগে লইয়া একত্র মিশ্রিত করিবে। হরিতাল এবং গন্ধকের সমান জারিত তাম্র মিশ্রিত করিয়া বালুকাযন্ত্রে পাক করিলে দুর্লভ তালকেশ্বর প্রস্তুত হইবে। ইহাতে অশেষবিধ কুষ্ঠরোগ আরোগ্য হয়। ২১০।

কুষ্ঠকালানলোরসঃ—

গন্ধং রসং টঙ্কণতাম্রলৌহং
ভস্মীকৃতং মাগধিকাসমেতম্॥
পঞ্চাঙ্গনিম্বেন ফলত্রয়েণ
বিভাবিতং রাজতরো শুভৈব।
নিযোজয়েৎস্বকযুগ্মমানং
কুষ্ঠেষু সর্ব্বেষ্বপি রোগসংঘে॥২১১॥

গন্ধক, পারা, সোহাগার খই, তামা, লৌহ এবং পিপুলচূর্ণ সমভাগে লইয়া পঞ্চনিম্ব ত্রিফলা এবং পিয়াল ক্বাথে এক একটা ভাবনা দিয়া বটী প্রস্তুত করিবে।

মাত্রা ৬ রতি, ইহাতে সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ আরোগ্য হয় ॥ ২১১ ॥

সর্ব্বেশ্বরোরসঃ—

মৃততাম্রাভ্রলৌহানাং হিঙ্গুলঞ্চ পলং পলম্।
জম্বীরোন্মত্তবাসাভিঃ স্নুহ্যর্কবিষমুষ্টিভিঃ ॥
মর্দ্দ্যং হয়ারিজদ্রাবৈঃ প্রত্যেকঞ্চ দিনং দিনম্।
এবং সপ্তদিনং মর্দ্দ্যং তদ্গোলং বস্ত্রবেষ্টিতম্ ॥
বালুকাযন্ত্রসংস্বেদ্যঃ ত্রিদিনং লঘুবহ্নিনা।
আদায় চূর্ণয়েৎ সর্ব্বং পলৈকং যোজয়েদ্বিষম্ ॥
দ্বিপলং পিপ্পলীচূর্ণং মিশ্র্যং সর্ব্বেশ্বরোরসঃ।
দ্বিগুঞ্জং লেহয়েৎ ক্ষৌদ্রৈঃ শ্বিত্রমণ্ডলকুষ্ঠজিৎ ॥
বাকুচীং দেবদারুঞ্চ কর্ষমাত্রং বিচূর্ণয়েৎ।
লিহেদেরণ্ডতৈলেন চানুপানং সুখাবহম্ ॥২১২॥

জারিত তাম্র অভ্র, লৌহ এবং হিঙ্গুল প্রত্যেকে ৪ তোলা জম্বীররস ধুতুরারস বাসকের ক্বাথ এবং সিজুক্ষীর অর্কক্ষীর কুচিলা এবং করবীর ক্বাথে এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া গোলক প্রস্তুত করিবে। পরে ঐ গোলক বস্ত্রবেষ্টিত করিয়া বালুকা যন্ত্রে মৃদু অগ্নিদ্বারা ৩ দিন পাক করিবে। শীতল হইলে উহার সহিত বিষ ৪ তোলা পিপুলচূর্ণ ৮ তোলা মিশ্রিত করিয়া সর্ব্বেশ্বর রস প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ২ রতি। মধুর সহিত সেবন করিলে শ্বিত্র ও মণ্ডল কুষ্ঠ আরোগ্য হয়। ঔষধ সেবনের পর বাগুজীবীজ এবং দেবদারুচূর্ণ প্রত্যেকে ১ তোলা এরণ্ড তৈলের সহিত মিশ্রিত করিয়া তাহাই কিছু কিছু চাটিতে দিবে ॥ ২১২ ॥

উদয়ভাস্করঃ—

গন্ধকেন মৃতং তাম্রং দশভাগং সমুদ্ধরেৎ।
ত্র্যূষণং পঞ্চভাগং স্যাৎ অমৃতঞ্চ দ্বিভাগিকম্ ॥
সূক্ষ্মচূর্ণীকৃতং সর্ব্বং রক্তিকৈকপ্রমাণতঃ।
দাতব্যঃ কুষ্ঠিনে নস্যন্ অনুপানস্য যোগতঃ ॥
গলিতে স্ফুটিতেচৈব বিপাদে মণ্ডলে তথা।
বিপাদিকাদদ্রুপামাসর্ব্বকুষ্ঠপ্রশান্তয়ে ॥২১৩॥

গন্ধক ১০ ভাগ জারিত তাম্র, ১০ভাগ ত্রিকটু প্রত্যেকে ৫ ভাগ, বিষ ২ ভাগ সমস্ত একত্র চূর্ণ করিবে। এই ঔষধ অনুপানযোগে ১ রতি পরিমাণ কুষ্ঠীকে প্রয়োগ করিবে। ইহাতে গলিতকুষ্ঠ বিপাদিকাদি সর্ব্বপ্রকার কুষ্ঠ আরোগ্য হয় ॥ ২১৩ ॥

ব্রহ্মরসঃ—

ভাগৈকং মূর্চ্ছিতং সূতং গন্ধকং বহ্নিবাগুজী।
চূর্ণন্তু বহ্নিজীরাণাং প্রতিদ্বাদশভাগিকম্ ॥
ত্রিংশদ্ভাগং গুড়স্যাপি ক্ষৌদ্রেণ গুড়িকাঃ কৃতাঃ।
অয়ং ব্রহ্মরসোনাম্না ব্রহ্মহত্যাবিনাশনঃ ॥
দ্বিনিষ্কং ভক্ষণাৎ হন্তি সসুপ্তিকুষ্ঠমণ্ডলম্।
পাতালগরুড়ীমূলং জলৈঃ পিষ্টা পিবেদনু ॥২১৪॥

মূর্চ্ছিত রস ১ ভাগ, গন্ধক ১ ভাগ, চিতারমূল ১ ভাগ, বাগুজী বীজ ১ ভাগ, ভেলা ও জীরক প্রত্যেকে ১২ ভাগ, চিনি ৩০ ভাগ, মধুর সহিত গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ৪৮ রতি। ইহা কুষ্ঠের মহৌষধ; বিশেষতঃ ইহাতে সুপ্তি ও মণ্ডলকুষ্ঠ আরোগ্য হয়। অনুপান গুলঞ্চমূল জলের সহিত পেষণ করিয়া ভক্ষণ ॥ ২১৪ ॥

পারিভদ্ররসঃ—

মূর্চ্ছিতং সূতকং ধাত্রী ফলং নিম্বস্য চাহরেৎ।
তুল্যাংশাং খদিরক্বাথৈঃ দিনং মর্দ্দ্যঞ্চ ভক্ষয়েৎ ॥
নিষ্কৈকং দদ্রুকুষ্ঠঘ্নঃ পারিভদ্রাহ্বয়ো রসঃ ॥২১৫॥

রসসিন্দুর আমলা নিম্ফল সমভাগ খদির ক্বাথে মর্দ্দন করিয়া বটী করিবে। পরিমাণ ২৪ রতি। ইহা দদ্রু ও কুষ্ঠের মহৌষধ ॥ ২১৫ ॥

শ্বেতারিঃ—

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং ত্রিফলাভৃঙ্গবাকুচী।
ভল্লাতকী তিলঃ কৃষ্ণো নিম্ববীজং সমং সমম্॥
মর্দ্দয়েৎ ভৃঙ্গজদ্রাবৈঃ শোষ্যং পেষ্যং পুনঃ পুনঃ।
ইত্থং কুর্য্যাৎ ত্রিসপ্তাহং রসঃ শ্বেতারিকোদ্ভবেৎ।
মধ্বাজ্যৈ নিষ্কমাত্রন্তু খাদেচ্ছিত্রং বিনাশয়েৎ॥২১৬॥

শুদ্ধ পারা গন্ধক ত্রিফলা ভীমরাজ বাগুজীবীজ ভেলারমুটী কৃষ্ণ তিল এবং নিম্ববীজ সমভাগে লইয়া ভৃঙ্গরাজ রসে ২১ দিন মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ২৪ রতি, ঘৃত ও মধুর সহিত সেব্য। ইহা শ্বিত্রের মহৌষধ॥২১৬

শশিলেখাবটী—

শুদ্ধসূতং সমং গন্ধং তুল্যঞ্চ মৃততাম্রকম্।
মর্দ্দিতং বাকুচীক্বাথৈঃ দিনৈকং বটকীকৃতা॥
নিষ্কমেকং সদা খাদেৎ শ্বেতঘ্নীং শশিলেখিকাম্।
বাকুচীতৈলকর্ষৈকং সক্ষৌদ্রমনুপায়য়েৎ॥২১৭॥

পারদ গন্ধক এবং জারিত তাম্র সমভাগে লইয়া বাগুজী কাথে এক দিন মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ২৪ রতি। অনুপান বাকুচীতৈল মধুর সহিত॥ ২১৭॥

কালাগ্নিরুদ্রোরসঃ—

সূতকান্তাভ্রতীক্ষ্ণানাং ভস্ম মাক্ষিকগন্ধকম্।
বন্ধ্যাকর্কোটকীকন্দে ক্ষিপ্ত্বা লিপ্ত্বা মৃদাবহিঃ॥
ভূধরাখ্যে পুটে পচ্যাদ্দিনৈকং তং বিচূর্ণয়েৎ।
দশমাংশং বিষং যোজ্যং মাষমাত্রন্তু ভক্ষয়েৎ॥
রসঃ কালাগ্নিরুদ্রোঽয়ং দশাহেন বিসর্পনুৎ।
পিপ্পলীমধুসংযুক্ত মনুপানং প্রকল্পয়েৎ॥২১৮॥

পারা, কান্তলৌহ, অভ্র, তীক্ষ্ণলৌহ, স্বর্ণমাক্ষি, গন্ধক সমভাগে লইয়া তিক্ত কর্কটী রসে ১দিন মর্দ্দন করিয়া ঐ কর্কটীর কন্দে ভরিয়া মৃত্তিকাদ্বারা লিপ্ত করিয়া ভূধরযন্ত্রে ১ দিন পাক করিবে। পরে দশমাংশ বিষ দিয়া চূর্ণ করিবে। মাত্রা ১ মাষাপর্য্যন্ত। এই ঔষধ দশ দিন সেবন করিলে বিসর্পরোগ আরোগ্য হয়, অনুপান পিপুলচূর্ণ ও মধু॥ ২১৮॥

অমৃতাঙ্কুর লৌহঃ—

হুতাশমুখসংশুদ্ধং পলমেকং রসস্যবৈ।
পলং লৌহস্য তাম্রস্য পলং ভল্লাতকস্য চ॥
অভ্রকস্য পলৈকৈকং গন্ধকস্য চ গুগ্গুলোঃ।
হরীতকীবিভীতক্যোশ্চূর্ণং কর্ষদ্বয়ং দ্বয়োঃ॥
অষ্টমাষাধিকান্যত্র ধাত্র্যাঃ পানিতলানি ষট্।
ঘৃতং দ্বাত্রিংশৎপলং লোহাৎ দ্বাত্রিংশাত্রিফলাজলম্॥
একং কৃত্বা পচেৎপাত্রে লৌহে চ বিধিপূর্ব্বকম্।
পাকমেতস্য জানীয়াৎ পাকজ্ঞো লৌহপাকাবৎ।
বিমুক্তঃস্নাতকুথায় গুরুদেবাগ্নিকাঙ্ক্ষকঃ।
রাক্তকাদিক্রমেণৈব ঘৃতস্নানমর্দ্দিতম্॥
লৌহে চ লৌহদণ্ডেন কুর্য্যাদেতদ্রসায়নম্।
অনুপানঞ্চ কুর্ব্বীত নারিকেলোদকং পয়ঃ॥
সর্ব্বকুষ্ঠহরং প্রোক্তং বলীপলিতনাশনম্।
পাণ্ডুমেহামবাতঘ্নং বাতরক্তরুজাপহম্॥
ক্রিমিশোথাশ্মরীশূলদুর্নামবাতরোগনুৎ।
ক্ষয়ং হন্তি মহাশ্বাসমত্যর্থং শুক্রবর্দ্ধনম্॥
অগ্নিদীপ্তিকরং হৃদ্যং কান্ত্যায়ুর্বলবৃদ্ধিকৃৎ।

সেব্যোরসো জাঙ্গলজাবিকানাং
বিবর্জ্য শাকাম্লমপি স্ত্রিয়ঞ্চ।
শাল্যোদনং ষষ্টিকমাজ্যমুদ্গং
ক্ষৌদ্রং গুড়ং ক্ষীরমিহ ক্রিয়ায়াম্॥
মাল্যঞ্চ বস্ত্রাদি বৃহৎকরঞ্জ-
শিলাজতুক্ষৌদ্রযুতং পয়শ্চ।
সর্পির্যুতং ভক্ষয়তো বিহঙ্গ
মাপূর্য্যতে দুর্ব্বলদেহধাতুঃ॥২১৯॥
লৌহপাকনিষ্পত্তৌ ত্রিফলাপ্রক্ষেপঃ।

বিশুদ্ধ রস, লৌহ, তাম্র, ভেলার মুটি অভ্র গন্ধক এবং গুগ্গুল প্রত্যেকে ৪ তোলা হরীতকী এবং বহেড়াচূর্ণ প্রত্যেকে ২ তোলা আমলাচূর্ণ ৬ তোলা ৪ মাষা। ঘৃত ৩২ তোলা এবং ত্রিফলাক্বাথ ১২৮ তোলা। সমস্ত দ্রব্য একত্র করিয়া লৌহপাত্রে বিধিপূর্ব্বক পাক করিবে। পাক

শেষ হইলে ত্রিফলাচূর্ণ প্রক্ষেপ দিবে। রোগী প্রাতে উঠিয়া গুরুদেব এবং ব্রাহ্মণের অর্চ্চনা করিয়া সেবন করিবে, মাত্রা ১ রতি হইতে আরম্ভ। অনুপান ঘৃত ও ভ্রমর মধু। লৌহপাত্রে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দ্দন বিধি। অনুপান নারিকেলোদক। ইহা-দ্বারা কুষ্ঠ আমবাত পাণ্ডু মেহ বাতরক্ত কৃমি শোথ অর্শঃ বাতরোগ ক্ষয়রোগ এবং মহাশ্বাস আরোগ্য হয়। ইহাতে অগ্নিবৃদ্ধি, শুক্রবৃদ্ধি, আয়ুর্বৃদ্ধি এবং কান্তিবৃদ্ধ্যাদি করে। ইহার পথ্য জাঙ্গলজ পশু এবং মেষ মাংস। শাক অম্ল এবং স্ত্রীসেবা নিষিদ্ধ। শালি ষষ্টিক অন্ন ঘৃত মুগ মধু গুড় দুগ্ধ মাল্য করঞ্জ মধু-যুক্ত শিলাজতু এবং ঘৃতযুক্ত দুগ্ধ ও পক্ষিমাংস ভক্ষণ করিলে দুর্ব্বল দেহ পুষ্ট হয়॥ ২১৯॥

ইতি কুষ্ঠাধিকারঃ।

অথ শীতপিত্তাধিকারঃ।

শীতপিত্তে সর্ব্বরোগপ্রোক্তা যে যোগবাহিনঃ।
রসাংস্তান্ সংপ্রযুঞ্জীত তাম্রং বা গন্ধ ঘাতিতম্॥২২০

অন্যান্য রোগে যে সমস্ত যোগবাহী রস উক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত এবং গন্ধকজারিত তাম্র বিবেচনাপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে॥ ২২০॥

ইতি শীতপিত্তাধিকারঃ।

অথ মসূরিকায়াম্। পাপরোগান্তকরসঃ—

অথ শুদ্ধস্য সূতস্য মৃতস্য মূর্চ্ছিতস্য চ।
ধবলাপিপ্পলীধাত্রীরুদ্রাক্ষঘৃতমাক্ষিকৈঃ॥
পাপরোগান্তকো যোগঃ পৃথিব্যামেব দুর্ল্লভঃ॥
ধবলা বচা শ্বেতাপরাজিতেতি কেচিৎ॥২২১॥

ঘৃত মধুভ্যাং লেহঃ—

মূর্চ্ছিত রস সিন্দুর বচ পিঁপুল আমলা এবং রুদ্রাক্ষ সমভাগে লইয়া একত্র মর্দ্দনপূর্ব্বক ঘৃত ও মধুর সহিত সেবন করিবে। এই পাপরোগহারী যোগ ভূতলে দুর্লভ॥ ২২১॥

ইতি মসূরিকাধিকারঃ।

অথ ক্ষুদ্ররোগে। হেমাদ্রিরসঃ—

বৈকৃন্তরসকত্র্যংশং পিষ্ট্বা গন্ধং পলদ্বয়ম্।
পলং নাগাভ্রয়োঃ সর্ব্বং সংচূর্ণ্য সিকতাঘটে॥
গন্ধমূষাগতং যামং পচেদ্ধূমঃ ক্ষিপন্ দ্রবম্॥
কেতকীকুষ্ঠনির্গুণ্ডীশিগ্রুগ্রন্থ্যগ্নিচব্যজম্॥
বন্ধ্যাহিংস্রেভকর্ণত্থং ব্যাঘ্রীমুষ্কবলোদ্ভবম্।
অশ্বগন্ধাভবং বাতান্ বিংশদ্বিত্রিষু সাগরান্॥
ষট্ সপ্তবস্বদ্বিগিদ্বিত্রিযুগং ভুবনতঃ ক্রমাৎ।
কুমার্য্যাঃ পুটয়েৎ প্রোক্তো রসো হেমাদ্রিসংজ্ঞকঃ॥
ভুক্তোমাষো নিহন্ত্যাশু সর্ব্বার্শোঽরোচকগ্রহান্।
মন্দাগ্ন্যুন্মাদমেদাংসি গণ্ডমালার্ব্বুদাপচীঃ॥
গলগণ্ডপ্রমেহাদীন্ মুষ্কলিঙ্গাক্ষিকর্ণজান্।
ক্ষুদ্ররোগাংশ্চ বিবিধান্ গরুড়ঃ পন্নগানিব॥২২২॥

রস ৩ তোলা গন্ধক ৮ তোলা বঙ্গ ৪ তোলা অভ্র ৪ তোলা একত্র চূর্ণ করিয়া মূষাভ্যন্তরে রাখিয়া বালুকাযন্ত্রে ১ প্রহর পাক করিবে। পরে কেতকী ক্বাথে ২০ বার কুড়ের ক্বাথে ২ বার, নিশিন্দার ক্বাথে ৩ বার, শিগ্রু ক্বাথে ৭ বার, পিপুলমূল ক্বাথে ৬ বার, চিত্রক ক্বাথে ৭ বার, চৈকাষ্ঠের ক্বাথে ৮ বার, তিক্ত কর্কটী বা বালা ক্বাথে ৮ বার, জটামাংসীর ক্বাথে ২ বার, রক্ত এরণ্ড ক্বাথে ৩ বার, কণ্টকারী ক্বাথে ৪ বার, অশ্বগন্ধা, ঘৃতকুমারী এবং বেড়েলা ক্বাথে তিন তিনবার ভাবনা ও পুট দিবে। মাত্রা ১ মাষা। ইহা দ্বারা অর্শ এবং অরোচকাদি নানাবিধ রোগ আরোগ্য হয়॥ ২২২॥

মুখরোগহাবটী—

রসগন্ধৌ সমেতাভ্যাং দ্বিগুণঞ্চ শিলাজতু।
গোমূত্রেণ বিমর্দ্যাথ সপ্তধার্দ্রদ্রবেণ চ॥
জাতীনিম্বমহারাষ্ট্রী রসৈঃ সিধ্যতি পাকহা।
কণামধুযুতোহন্তি মুখপাকং সুদারুণম্॥
গুঞ্জাষ্টকমিতা বক্ত্রে ধৃতা হন্তি বটী গদান্।
মহারাষ্ট্র্যাশ্চ কল্কেন মুখস্থ প্রতিসারয়েৎ।
ধারণাৎ সেবনাদেব বটী হন্তি মুখাময়ান্॥২২৩॥

রস ১ তোলা গন্ধক ১ তোলা, শিলাজতু ৪ তোলা, গোমূত্র, আদাররস, জাতীপত্র, নিম্ব এবং জলপিপ্পলীর রসে প্রত্যেকে ৭ বার ভাবনা দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ পিপুল চূর্ণ ও মধুর সহিত ৮ রতি সেবন ও মুখে ধারণ করিলে মুখপাকাদি মুখ রোগমাত্র আরোগ্য হয়। আর প্রতিসারণার্থে জলপিপ্পলীর কল্কও মুখে ধারণ করিবে।২২৩।

দ্বিজরোপণী গুড়িকা—

নাগস্য ত্রিফলাক্বাথে রসে ভৃঙ্গস্য গোঘৃতে।
অজাদুগ্ধে চ গোমূত্রে শুণ্ঠীক্বাথে মধুন্যপি॥
পলান্ সপ্তপৃথক দত্ত্বা তৎসমং সাধয়েৎ রসম্।
লোহপাত্রে দ্রাবয়িত্বা যুক্ত্যাতদ্‌গুড়িকাং চরেৎ॥
সা মুখে ধারিতা হন্তি মুখরোগানশেষতঃ।
দৃঢ়ীকরোতি দশনান্ বদ্ধমূলানশেষতঃ॥২২৪॥

শীষ ৭ পল লৌহপাত্রে গলাইয়া ত্রিফলা ক্বাথ ভীমরাজ রস গব্য ঘৃত ছাগ দুগ্ধ গোমূত্র শুণ্ঠী ক্বাথ এবং মধু এই সকলের প্রত্যেকের ৭ পল রস দ্বারা বঙ্গবৎ মারণ করিয়া গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। সেই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে মুখ রোগ নষ্ট হয় এবং দন্তের দৃঢ়তা হয়॥২২৪॥

অমৃতাঞ্জনম্—

রসেন্দ্রভুজগৌ তুল্যৌ তাভ্যাং দ্বিগুণমঞ্জনম্।
ঈষৎকর্পূরসংযুক্তমঞ্জনং তিমিরাপহম্॥২২৫॥

পারা এবং শীষক সমভাগ এবং অঞ্জন সর্ব্ব দ্বিগুণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঈষৎ কর্পূর সংযোগে নেত্রে দিলে নেত্র রোগ ভাল হয়॥২২৫॥

তাম্রাঞ্জম্—

গন্ধেন চ মৃতং তাম্রং মধুনা সারমঞ্জয়েৎ।
পটলাদীন্ নিহন্ত্যেতৎ শীঘ্রমেব ন সংশয়ঃ॥২২৬॥

গন্ধক ও জারিত তাম্র মধুর সহিত কাজল করিয়া নেত্রে প্রয়োগ করিলে নেত্র পটলাদি রোগ আরোগ্য হয়।২২৬

পুষ্টাঙ্কুশঃ—

সূতাভ্রাভ্রবিষং লৌহং বোষঞ্চ মনসুককম্।
মর্দ্দয়েৎ সুরসাবহ্নিকন্যাতোয়ৈর্দিনত্রয়ম্।
গুঞ্জামাত্রং প্রযুঞ্জীত স্থৌল্যাদাবনুপানতঃ॥২২৭॥

রস সিন্দুর মনছাল অভ্র বিষ লৌহ ত্রিকটু দুরালভা সমভাগ, তুলসী চিত্রক এবং ঘৃত কুমারীর রসে এক এক দিন মর্দ্দন করিয়া ১ রতি পরিমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ অনুপান বিশেষে স্থৌল্য রোগেও প্রযুক্ত হয়॥২২৭।

ব্রণারোপণরসঃ—

সর্ব্বরোগোদিতং যুঞ্জ্যাদথবা যোগবাহনম্।
রসং মকট্ ফটৈঃ সূতৈঃ স্থৌল্যনাশায় যুক্তিতঃ॥
গন্ধেশৌহি কণাতুল্যৌ ত্র্যংশং কণীরমর্দ্দিতৌ।
কুমার্য্যা নরমূত্রেণ চিত্রকেণচ সিক্থনা॥
সৌবর্চ্চলেনচ পৃথক্ যুক্ত্যাচ বিবিধৈঃ ক্রমাৎ।
ব্রণরোগেষু সর্ব্বেষু সদ্যোজাতব্রণেষু চ॥
লূতাভগন্দরে গণ্ডগণ্ডমালাসু যোজয়েৎ।
স্থৌল্যেণবা যথাযোগৈঃ ছিন্নঙ্কং পুত্রসংযুতম্॥
পথ্যাশ্চ শালয়োঃ মুদ্গা গোধূমাঃ সঘৃতা হিতাঃ২২৮

স্থৌল্যরোগে সর্ব্বরোগোক্ত ঔষধ যুক্তিপূর্ব্বক প্রয়োগ করিবে।

পারা, গন্ধক, পিপুল সমভাগে লইয়া যথাক্রমে জম্বীর রস ঘৃতকুমারীর রস নর মূত্র চিত্রকরস এবং সৌবর্চ্চল লবণ দ্বারা মর্দ্দন করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সর্ব্বপ্রকার ব্রণরোগ লূতা ভগন্দর গলগণ্ড এবং গণ্ডমালা রোগে ৬ রতি পরিমাণ ঘৃত ও গুগ্‌গুলের সহিত প্রয়োগ করিবে। পথ্য শালিধান্য মুদ্গ এবং গোধূম ঘৃতের সহিত দিবে॥ ২২৮॥

সপ্তামৃতলৌহম্—

ত্রিফলাত্বচমায়সঞ্চ চূর্ণং সহযষ্টীমধুকং সমাংশযুক্তম্। মধুনাসহ সর্পিষা দিনান্তে পুরুষোনিপ্পারিহারমাদদীত। তিমিরার্ব্বুদ শুক্ররাজিকণ্ডু ক্ষণদান্ধ্যার্ম্ম দতোদদাহ শূলান্। পটলং সহশুক্রকাচপিষ্টিং শময়ত্যেষ নিষেবিতঃ প্রকোপম্॥ নচ কেবলমেব লোচনানাং বিহিতোরোগনিবর্হণায় পুংসাং। দশনশ্রবণোর্দ্ধকণ্ঠজানাং প্রশমে হেতুরয়ং মহাগদানাম্॥ অর্শাংসি ভগন্দরপ্রমেহপ্লীহকুষ্ঠানি হলীমকং কিলাসং। পলিতানি বিনাশয়েৎ তথাগ্নিং চিরনষ্টং কুরুতে রুবিপ্রচণ্ডং। দয়িতাভুজপঞ্জরোপগূঢ়ঃ স্ফুটচন্দ্রাভরণাস্থ যামিনীষু। সুরতানি চিরং নিসেবতেঽসৌ পুরুষো যোগবরং নিষেবমাণঃ। মুখেন নীলোৎপলচারুগন্ধিনা শিরোরুহৈরঞ্জনমেচকপ্রভৈঃ। ভবেচ্চ গৃধ্রসমানলোচনঃ সুখং নরো বর্ষশতঞ্চ জীবতি। অত্র যষ্টীমধুত্রিফলাত্বচাং চূর্ণং লৌহচূর্ণসমানমেব। ঘৃতমধুনালেহসাধনেন। এতত্তু চক্রদত্তোঽপি লিখতি।

মধুকত্রিফলাচূর্ণ ময়োরজঃ সমং লিহন্।
মধুসর্পিষু তং সম্যক্ গবাংক্ষীরং পিবেদনু॥
ছর্দ্দিং সতিমিরাং শূলমম্লপিত্তং জ্বরং ক্লমম্।
আনাহং মূত্রসঙ্গঞ্চ শোথঞ্চৈব নিহন্তিহি॥ ২২৯॥

ত্রিফলাত্বক্ চূর্ণ লৌহ চূর্ণ এবং যষ্টিমধু চূর্ণ সমভাগ একত্র মিশ্রিত করিয়া ঘৃত ও মধুর সহিত দিনান্তে সেবন করিলে, তিমির কণ্ডু রাত্র্যন্ধতা অর্ব্বুদ, নেত্রপটলাদি নেত্র রোগ, কর্ণ রোগ এবং ঊর্দ্ধ জত্রুগত রোগ সমূহ আরোগ্য হয়। অধিকন্তু এই ঔষধ সেবনে অর্শঃ ভগন্দর মেহ প্লীহা কুষ্ঠ এবং হলীমকাদি রোগও আরোগ্য হয়। অগ্নি বৃদ্ধি হয়। রতি শক্তি বলবতী হয়। নেত্র গৃধ্র নেত্র তুল্য দূরদর্শী হয়। কেশ আজলসদৃশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। এবং শতবর্ষ পর্য্যন্ত পরমায়ু হয়।

চক্রপাণিদত্ত ইহা এইরূপ বলেন যথা, —যষ্টীমধু চূর্ণ ত্রিফলাচূর্ণ এবং লৌহচূর্ণ প্রত্যেকে সমভাগ ঘৃত ও মধুর সহিত চাটিবে। অনুপান দুগ্ধ॥ ২২৯॥

ইতি ক্ষুদ্ররোগাধিকারঃ।

অথ স্ত্রীরোগে। গর্ভবিলাসোরসঃ—

রসগন্ধকতুথঞ্চ ত্র্যহং জম্বীরমর্দ্দিতম্।
ত্রির্ভাবিতং ত্রিকটুনা দেয়ং গুঞ্জাচতুষ্টয়ম্॥
গর্ভিণ্যাঃ শূলবিষ্টম্ভজ্বরাজীর্ণেষু কেবলম্॥২৩০॥

রস গন্ধক, তুঁতে সমভাগ জম্বীর রসে তিন দিন খল করিয়া গর্ভবিলাস রস প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ৪ রতি। ত্রিকটু চূর্ণের সহিত গর্ভিণীকে সেবন করাইবে। ইহা দ্বারা গর্ভিণীর শূল বিষ্টম্ভ জ্বর এবং অজীর্ণ আরোগ্য হয়॥২৩০॥

ইতি গর্ভাধিকারঃ।

অথ বালরোগে—

রসলোহাদি ভৈষজ্যং মহতাং যজ্জ্বরাদিষু।
যুঞ্জ্যাত্তদেব বালানাং তত্র মাত্রা কনীয়সী॥২৩১॥

রস ও লৌহ প্রভৃতি যে সমস্ত ঔষধ মহতের জন্য উক্ত হইয়াছে, বালকদি-

গের জ্বরাদিতেও সেই সমস্ত ঔষধ অল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিবে ॥ ২৩০ ॥

ইতি বালরোগাধিকারঃ।

অথ বিষে। বিষহরীবর্ত্তিঃ—

জয়পালভবাং মজ্জাং ভাবয়েন্নিম্বুকদ্রবৈঃ।
একবিংশতিবারন্তু ততোবর্ত্তিং প্রকল্পয়েৎ ॥
মনুষ্যলালয়া ঘৃষ্ট্বা ততো নেত্রে তয়াঞ্জয়েৎ।
সর্পদষ্টবিষং জিত্বা সংজীবয়তি মানবম্ ॥
বিশ্বামিত্রপাত্রে জয়পালবীজং ত্বগ্‌হীনং কৃত্বা
গ্রাহ্যমেতৎ দৃষ্টফলম্ ॥ ২৩১ ॥

জয়পাল মজ্জাকে লেবুর রসে ২১ বার ভাবনা দিয়া বর্ত্তী প্রস্তুত করিবে, ও মনুষ্যের লালার সহিত ঘর্ষণ করিয়া নেত্রে প্রদান করিবে। এইরূপ করিলে সর্পদষ্ট বিষ হইতে লোক উত্তীর্ণ হইয়া জীবিত হয়। নারিকেল পাত্রে জয়পাল বীজকে নিস্ত্বক্ করিয়া গ্রহণ করিবে। ইহা দৃষ্ট ফল ॥ ২৩১ ॥

ইতি বিষাধিকারঃ।

অরিষ্টস্বপ্ননাড়ীনাং বেত্তা ভূতবিচক্ষণঃ।
রুজামুৎপত্তিসময়লক্ষ্মীন্নধিযুতো ভিষক্ ॥
ব্যবহারচ্যুতাঃ কেঽপি দুর্লভৌষধয়ঃ পরে।
অনুর্জিতফলাশ্চান্যে যোগাস্তে হি ময়োজ্ঝিতাঃ ॥
যথা ন রোচতে কিঞ্চিৎ ব্যঞ্জনং লবণৈর্ব্বিনা।
রসশাস্ত্রং বিনা তদ্বৎ সর্ব্বশাস্ত্রং ন রোচতে ॥
কিং দরিদ্রস্য বিদ্যাভিঃ জ্বরজীর্ণস্য কিং ধনৈঃ।
আরোগ্যমজরা বিত্তমত্র যস্মাদবাপ্যতে ॥
অহোকেনোপমীয়েত শাস্ত্রং রসমহীপতেঃ।
যৎপ্রসাদেন নির্বিঘ্নমুত্তরন্তি ভবার্ণবম্ ॥
মুধা সরস্বতীং লক্ষ্মীতুল্যাং জল্পন্তি দুর্ধিয়ঃ।
এতস্মাদ্ধসরস্বত্যা যল্লক্ষ্মীঃ খলু জন্যতে ॥

বহুসংগ্রহসংহিতার্থ ভূরি
স্ফুরদন্তঃকরণেন কণ্ঠধার্য্যাঃ।
নিরমায়ি ময়া রসেন্দ্রচিন্তা
মণিরদ্ভিজন্তয়া মঙ্গেরনর্ম্মঃ ॥

অদুঃসাধ্যৈর্ব্বিন্দুঃ স্ফুটবহুফলৈঃ কর্ম্মভিরয়ম্।
বিজ্ঞাতিগ্রন্থোনঃ প্রকটগুরুসংকেতসুভগঃ ॥
ইদং বা কিং জনঃ পততি নয়নং চেদিহ সতাম্।
তদেতদ্ব্যাহর্ত্তা নিজগুণগরিম্নঃ স্বয়মসৌ ॥
অশ্রান্তোদ্ভিতসিদ্ধযোগবিজনাঃ কারুণ্যপাত্রং রস।
গ্রন্থগ্রথিতবুদ্ধয়ঃ প্রতিদিনং নন্দন্তু যোগীশ্বরাঃ ॥
প্রেমাণং পরিবর্দ্ধয়ন্তু ভিষজামুদ্দামধামশ্রিয়ো।
রাজানঃ কবিদন্তকুম্ভকুলিশক্রীড়াবিক্রমক্রমাঃ ॥

ইতি নবমোঽধ্যায়ঃ।

ইতি রসেন্দ্রচিন্তামণি রসায়নগ্রন্থঃ সমাপ্তঃ।

শুভমস্তু।